

# রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের গানের পাণ্ডুলিপি

সংগ্রহ-সংকলন-সম্পাদনা-ভূমিকা  
আবুল আহসান চৌধুরী



Patraki Shamabesh  
Since 1987

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~



লোকাযত বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতিতে লালন একটি অবিস্মরণীয় ধ্রুপদী নাম। 'মানুষ সত্য' - এই মতের প্রতিপোষক লালন তাঁর গানের ভেতর দিয়ে যে মরমি ভুবন নির্মাণ করেছিলেন তা সমকালকে যেমন উত্তরকালকেও তেমনি বিস্মিত-মুগ্ধ-অভিভূত-প্রাণিত করেছিল। গানই ছিল তাঁর আনন্দ-উপলব্ধি - গানই ছিল তাঁর জীবনবেদ। লালনই বাউলগানের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পদকর্তা এবং সেইসঙ্গে বাউলসাধনার প্রাজ্ঞ ভাষ্যকারও।

লালন শতবর্ষেরও বেশি আয়ু পেয়েছিলেন। তিনি এই দীর্ঘজীবনে কত গান রচনা করেছিলেন, তার হৃদিশ মেলা ভার। তাঁর প্রামাণ্য গানের সংখ্যা প্রায় সাতশোর কাছাকাছি। মুখে মুখে রচিত বলে এবং যথাসময়ে লিপিবদ্ধ না হওয়ার কারণে অনেক গানই হারিয়ে গেছে। অবশ্য তাঁর জীবিতকালেই এইসব গানের সংগ্রহ ও প্রকাশ আরম্ভ হয়। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার ছিলেন এই কাজের প্রথম উদ্যোগী। পরে রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে পালন করেছিলেন প্রেরণাসম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। হরিনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মাঝের সময়ে আরো অনেকে লালনের গান সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন। উত্তরকালে লালনের গান সংগ্রহে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, বসন্তকুমার পাল, মতিলাল দাশ, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-এঁরা নিবেদিত ছিলেন। কিন্তু এর পরে লালনচর্চা ও পদ-সংগ্রহে একধরনের নৈরাজ্য দেখা দেয়। অজ্ঞতা কিংবা বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের কারণে লালনের খণ্ডিত, বিকৃত, জাল, নকল গান প্রচারিত ও প্রকাশিত হতে থাকে।

লালনের প্রামাণ্য গানের একমাত্র না হলেও প্রধান উৎস তাঁর শিষ্যদের লিপিকৃত পুরনো গানের খাতা। রবীন্দ্রনাথ এমন দু'খানা খাতা সংগ্রহ করেছিলেন লালনের ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে - যা এখন বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত। লালনগবেষক ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরী রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের সেই গানের খাতার চিত্র-প্রতিলিপি সংগ্রহ করে তা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। মূলত তাঁর প্রয়াসেই লালনের গানের পাণ্ডুলিপি-সংস্করণ প্রকাশিত হলো, লালন ফাউন্ডেশনের সহায়তায় পাঠক সমাবেশ থেকে। লালন কিংবা কোন বাউল-পদকর্তার গানের এই ধরনের পাণ্ডুলিপি-সংস্করণ প্রকাশ এই প্রথম। নিঃসন্দেহে লালনচর্চার ইতিহাসে এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

Get closer to Pathak Shamabesh at  
[www.pathakshamabesh.com](http://www.pathakshamabesh.com)

ISBN 984-70212-0011-5

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~





লেখক : কইয়াম চৌধুরী

বাংলার লোকসংস্কৃতি-চর্চা ও লোকঐতিহ্য-অন্বেষণের ক্লাসিকীকরণ এক শিল্প-শ্রমিকের নাম ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরী। তাঁর জন্ম 'লালনের দেশ' কুষ্টিয়ার মজমপুরে, ১৩ জানুয়ারি ১৯৫৩। ফজলুল বারি চৌধুরী (১৯০৪-১৯৭৪) ও সালেহা খাতুন (১৯১৩-১৯৮৯) তাঁর জনক-জননী। পিতা ছিলেন সাহিত্যিক-সমাজসেবী-অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। প্রফেসর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে বিএ (অনার্স) ও এমএ ডিগ্রি এবং পিএইচডি উপাধি অর্জন করেন। প্রায় তিরিশ বছর অধ্যাপনা-পেশায় যুক্ত। কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও বাংলা বিভাগের সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে ঐ বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর।

ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরী মূলত প্রাবন্ধিক ও গবেষক। সমাজমনস্ক ও ঐতিহাসিক। তাঁর চর্চা ও গবেষণার বিষয় ফোকলোর, উনিশ শতকের সমাজ ও সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব, সাময়িকপত্র, আধুনিক সাহিত্য ও আঞ্চলিক ইতিহাস। অনুসন্ধিৎসু এই গবেষক সাহিত্যের নানা দুস্পাপ্য ও বিলুপ্তপ্রায় উপকরণ সংগ্রহ-উদ্ধার করে ব্যবহার করেছেন। তাঁর লালন সাঁই, কাঙাল হরিনাথ ও মীর মশাররফ হোসেন-বিষয়ক গবেষণা-কাজ দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়েছে। লালনচর্চায় তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার কথা বিশেষ উল্লেখ্য। লালন ও অনুসন্ধী বিষয়ে এ-পর্যন্ত তাঁর আটটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ২০০০-এ অর্জন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালনমেলা সমিতির লালন পুরস্কার। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬৫। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত ডক্টর চৌধুরীর প্রথম বই স্বদেশ আমার বাড়লা (১৯৭১, কলকাতা)। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কুষ্টিয়ার বাউলসাধক (১৯৭৪), কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৯৮৮), জগদীশ গুপ্ত (১৯৮৮), লালন শাহ (১৯৯০), মনের মানুষের সন্ধানে (১৯৯৫), পাগলা কানাই (১৯৯৫), মীর মশাররফ হোসেন : সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা (১৯৯৬), লোকসংস্কৃতি-বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১৯৯৭), আব্বাসউদ্দিন (২০০২), অন্তরঙ্গ অনুদাশঙ্কর (২০০৪), আলাপচারী আহমদ শরীফ (২০০৭)। সম্পাদিত গ্রন্থ : লালন স্মারকগ্রন্থ (১৯৭৪), ভাষা-আন্দোলনের দলিল (১৯৮৮), কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী (১৯৯২), মহিন শাহের পদাবলী (১৯৯৩), প্রসঙ্গ হাসন রাজা (১৯৯৮), রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলি (২০০০), লালনসমগ্র (২০০৮)। ডক্টর চৌধুরী ফোকলোর-বিষয়ক গবেষণা-পত্রিকা লোকসাহিত্য পত্রিকা-রও (১৯৭৫-১৯৮৪) সম্পাদক ছিলেন।

প্রচ্ছদ : সেলিম আহমেদ

## রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের গানের পাণ্ডুলিপি

১৮  
তোরা কেউ দাঁশনে ও পাগোলের কাছে । তিনপাগোলে হনো  
মেলা-বীদেও এসে ॥ কিংকমাগনার কোরে কোনদেয় দাত-  
ও দাতেরে দোড়িও কেষ-ভতার নাই দেতের বোন-ও মনসাসা-  
ল-ফেদেখেছে ॥ একটা বারকোণোর দ্বারা তাতে কন-আড়া-  
কেনা-কবুদীমে ভাবার হরিবনে-শোভে দেতোর বীনার দ্বারা  
দেখতে দেখাবি পাগোল-সোহিতো হরিপাগোল-বুজাব মৌশে-  
ভেত-ভাবো যর দুয়রা কিরবি মেচে ॥ পাগোলের হাবী কের-  
ব দিকেরে ও বিন-বালন হয় ওরা শে-দেও তিতে ও দে পাগোল নাম-  
গেদেচেন

১৯  
দেখনা পবার ভাগনারো যর চাইরিয়া ভাগির কোনার পাখির  
বাপা দাঁহতামে হাতের ফাদাচি-এ সবতে পাখির কাঁটা সহ-  
করি

Cover Design by Selim Ahmed



Pathak Shamabesh  
Since 1987

A  
Pathak Shamabesh Book

Music / Baul / Lalon Archive /  
Manuscript

B.Tk. 995.00  
UK. £ 25.00  
US. \$ 50.00



CULTURE PRESS

ISBN 984-70212-0011-5



9 847021 200115

Printed & Bound by Culture Press, Bangladesh



উৎসর্গ  
রবীন্দ্রবাউলের উদ্দেশে



## সূচিপত্র



প্রবেশক	৯
লালনের গানের সূচি	১৯
খাতা : এক	৩৩
খাতা : দুই	১০৩

## লালনের গানের সূচি



খাতা : এক

দেখ রে আমার রছুল জার কাণ্ডারি এই ভবে	৩৫
মদিনায় রছুল নামে কে এলো ভাই	৩৫
নবি না চিনে কি আল্লা পাবে	৩৬
অপারের কাণ্ডার নবিজি আমার	৩৬
ভবে কে তাহারে চিন্তে পারে	৩৭
মন কি এহাই ভাবো আল্লা পাবো নবি না চিনে	৩৭
ডুবে দেখ দেখি মন কিরূপ নিলেময়	৩৮
নবির অঙ্গে জগত পয়দা হয়	৩৯
নবি না চিনে কি শে খোদার ভেদ পায়	৩৯
আএ গো জাই নবির দিনে	৪০
মনের ভাব বুজে নবি মর্ম খুলেচে	৪০
নবির আএন বোজা সাদ্দ নাই	৪১
একি আএন নবি কল্প জারি	৪১
জদি সরায় কার্জ শীদী হয়	৪২
রেকলে সাই কুবজল কোরে	৪২
জে পতে সাই চলে ফেরে	৪৩
কোন রসে কোন রতির খেলা	৪৪
থাকনা মন একান্তো হোএ	৪৫
গুদু প্রেমরশীক বিনে কে তারে পায়	৪৬
ভজোনের নিগুড় কতা জাতে আছে	৪৬
জে সাদন জোরে কেটে জাএ কর্ম ফাশী	৪৭
গোউর প্রেম অথাই আমি ঝাপ দিএচি তায়	৪৭
মানুষ ধরো নিহারে রে	৪৮
না জেনে ঘরের খবর তাকাই আচমানে	৪৮
জানা চায় আমাবস্য থাকে চাঁদ কোথায়	৪৯
কি আজব কলে রশীক বানিএচে কোটা	৪৯





চাঁদ আছে চান্দে ঘেরা	৫০
অনেক ভাগ্যর ফলে সে চাঁদ কেও দেখিতে পায়	৫০
চাঁদ ধরা ফাঁদ জান না মন	৫১
সাই দরবেষ জারা আপ্লারে ফানা করে	৫১
ফকিরি করবি খেপা কোন রাগে	৫২
জে জোন পর্দাহিন সরবরে জাএ	৫২
নরেকারে দুজন নুরি ভেসচে সদায়	৫৩
চাতোক সভাব না হলে	৫৩
সোনার মানুষ ভেসচে রসে	৫৪
গোসাইর ভাব জেহি ধারা	৫৪
নদির তিরধারা বএরে নদির তিরধারা বয়	৫৫
মন রে আঙো তর্পে না জানিলে	৫৬
ও সে কুলের মর্ম জেস্তে হয়	৫৬
পাকি কখন জানি উড়ে জাএ	৫৭
মরশীদ বলো মন রে পাখি	৫৭
সদা এসে নিরাঞ্জন নিরে ভাসে	৫৮
নাম সাদন বিফল বরজোক বিনে	৫৮
ধরো চোর হাওয়ার ঘরে ফান্দ পেতে	৫৯
আজব আএনা মহল মনিগোভিরে	৫৯
রংমহলে সিদ কাটে সদায় জানি কোথা সে চোরের বাড়ি	৬০
মনচোরারে ধোরবি জদি মন ফাঁদ পাতো আজ তিরপিনে	৬০
হাএ কি কলের ঘরখানি বেন্দে সদায়	৬১
জে ভাব গোপির ভাবনা	৬১
সে ভাব সবায় কি জানে	৬২
জদি গোউরচাঁদকে পাই	৬২
ভুলনা মন কারো ভোলে	৬৩
দাড়া কানাই একবার দেখি	৬৩
দেলদরিয়ায় ডুবিলে সে দরের খবর পাএ	৬৪
আপন ঘরের খবর লে না	৬৪
সোনার মানুষ ঝলক দেয় দিদলে	৬৫
কে তাহারে চিন্তে পারে	৬৫
এনে মহাজনের ধোন বিনাষ কল্লী খেপা	৬৬
মন আএন মাফিক নিরিক দিতে ভাবো কি	৬৬



এগবার চাঁদ বদনে বল রে সাই	৬৭
আছে ভাবের তালা সেই ঘরে	৬৭
কিষ্ট পদের কথা করো রে দিশে	৬৮
জেন গে জা গুরুর দারে জ্ঞান উপাসনা	৬৮
সে করণ সিদ্ধী করা সামান্য কি হয়	৬৯
না জেনে করণ কারণ কথায় কি হবে	৬৯
তিন দিনের তিন মরম জেনে	৭০
মনের মানুষ খেলচে দিদলে	৭০
জে জোন দেখেচে অটল রূপেরো বিহার	৭১
চারটি চন্দ্র ভাবের ভুবানে	৭১
দিনের ভাব জেহি ধারা	৭২
দিনের ভাব জেদিন উদায় হবে	৭৩
মেয়ারাজের কথা শুদাবো কারে	৭৪
মরশীদ বিনে কি ধোন আর আছে রে মন	৭৪
বল কারে খুজিষ খেপা দেষবিদেশে	৭৫
একি আজগবি এক ফুল	৭৫
প্রেমের সন্দী আছে তিন	৭৬
আজ আমার অন্তরে কি হোলো গো সাই	৭৬
পাগোল দেয়ানের মন কি ধোন দিএ পাই	৭৭
সাই কে বোজে তোমা অপার নিলে	৭৮
দেখলাম এ সংসার ভোজবাজির প্রকার	৭৮
মরি রে কি আজব কারখানা	৭৯
অন্তরে জার সদায় সহজ রূপ জাগে	৭৯
শুদ্ধ প্রেমের প্ৰিমি মানুষ জে জোন হয়	৮০
কিশে আর বোজাই মন তোরে	৮০
পাপধর্ম জদি পূর্বে লেখা জাএ	৮১
ধড়ে কোথায় মাঝা মদিনে চেএ দেখ নজরে	৮১
আপনারে আপ্পী চিনিবে	৮২
মরশীদ মনিগোভিরে	৮২
মুখের কথা কি শে চাঁদ ধরা জাএ	৮৩
মানুষ অবিস্মাষে পাইনে রে সে মানুসোনিধি	৮৩
আর কি বোষবো এমন সাদবাজারে	৮৪
বিদেশীরো প্রেম কেউ কোরো না	৮৪



হাএ চিরোদিন পুষলাম এক অচিন পাকি	৮৫
রাত পোয়ালে পাকটে বলে দে রে খাই	৮৫
ভাবের উদায় জেদিন হবে	৮৬
আপনারে আপ্নী চেনা জদি জায়	৮৬
সান্দ্র কিরে আমার সে রূপ চিনিতে	৮৭
গুর্দু প্রেমরসের রোশীক মেরে সাই	৮৭
কে কথা কএ রে দেখা দেয় না	৮৮
গুরু বস্তু চিনে লে না	৮৮
না জানি কেমন রূপ সে	৮৯
আমাবস্য দিনে চন্দ্র থাকেন জেয়ে কোন সহরে	৮৯
মলে গুরু প্রাণ্ডো হবে সে তো কথার কথা	৯০
মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি	৯০
রূপেরো তুলনা রূপে	৯১
কি হবে আমারো গতি	৯১
অস্তিম কালের কালে ও কি হয় না জানি	৯২
দেখলাম এ সংসার ভোজবাজির প্রকার	৯২
অসার ভেবে সার দিন গেলো আমার	৯৩
কুলের বোউ ছিলাম বাড়ি হলাম নাড়ি নাড়ার সাথে	৯৪
সামান্য কি সে ধোন পাবে	৯৪
ভক্তের দারে বান্দা আছে সাই	৯৫
বাকির কাগোচ গেলো হুজুরে	৯৫
জে রূপে সাই আছে মানুষে	৯৬
আপন ছুরাতে আদম গঠলে দয়াময়	৯৬
ও তোর ঠিকের ঘরে ভুল পড়েচে মন	৯৭
মন আমার কেউ না জেনে মজো না পিরিতে	৯৭
কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দিদলে	৯৮
রাছুলকে চিনিলে খোদা চেনা জায়	৯৮
তোমার মতো দয়াল বন্ধু আর পাবো না	৯৯
দিবো রেতে থেকে সব রে বাহুসারি	৯৯
দিনে দিন হোলো আমার দিন আখিরি	১০০
চেএ দেখ না রে মন দির্ক নজরে	১০০
চান্দে চান্দে চন্দ্রহন হয়	১০১
নিচে পর্দ চরক বানে জুগল মিলন চাঁদ চকোরা	১০১
আমারে কি রেকবেন গুরু চরণদাসি	১০২





## খাতা : দুই

এলাহি আলামিন আল্ল্যা বাদসা আলোমপানা তুমি	১০৫
খেম অপরাধ ওহে দিননাথ কেশে ধরে আমাএ লাগাও কেনারে	১০৬
পার করো দয়াল আমায় কেশে ধরে	১০৭
এসো হে অপারের কণ্ঠারি	১০৭
খেম খেম অপরাধ দাশের পানে এগবার চাও হে দয়াময়	১০৮
পার করো হে দয়ালচাঁদ আমারে	১০৯
কোথা রৈলে হে ও দয়াল কাণ্ঠারি	১০৯
এমন শুভার্গ আমার কবে হবে	১১০
আর কি হবে এমন জনম বোষবো সাদুর মেলে	১১০
জগত মকতিতে ভোলালে সাই	১১১
মনের হোলো মতি মন্দো	১১১
মনের মনে হোলো না একদিনে	১১২
গোসাই আমার দিন কি জাবে এই হালে	১১২
কোথা রৈলে হে ও দয়াল কাণ্ঠারি	১১৩
জেনবো হে এই পাপি হইতে	১১৩
এ দেশেতে এই শুক হোলো আবার কোথা জাই না জানি	১১৪
এমন মানব জনম আর কি হবে	১১৪
আমি কি দোশ দিবো কারে রে	১১৫
কারে দিবো দোষ নাহি পরের দোষ	১১৫
তুমি কার আজ কেবা তোমার এই সংসারে	১১৬
দয়াল নিতাই কারো ফেলে জাবে না	১১৬
পারে লোএ জাও আমায়	১১৭
কি করি ভেবে মরি মনমাজি ঠাহোর দেখিনে	১১৭
এমন দিন কি হবে রে আর	১১৮
সকলি কপালে করে	১১৮
আর কি গোউর এসবে ফিরে	১১৯
চিরোদিনে দুখেরো আনলে প্রান জোলচে আমার	১১৯
জে জা ভাবে সেইরূপ সে হয়	১২০
নিলে দেখে লাগে চোমেতকার	১২০
এমন মানব জনোম আর কি হবে	১২১
ভুলবো না ২ বলি, কাজের বেলা ঠিক থাকে না	১২১
একদিন পারের কতা ভাবলি না রে	১২২



কোন শুকে সাই করেন খেলা এই ভবে	১২২
মন কি তুই ভোড়ুয়া বাঙ্গাল জ্ঞানছাড়া	১২৩
কাজ কি আমার এ ছার কুলে	১২৩
মন আমার কি ছার গৈরব কোরচো ভবে	১২৪
জেতে সার্দ হএরে কাশী কর্মফাশী বাদে গলায়	১২৪
ও মন কে তোমারো জাবে সাতে	১২৫
মন তোর আপোন বোলতে কে আছে	১২৫
মন আমার তুই কল্লী একি ইতোরপানা	১২৬
এনে কাল কাটালি কালের বশে	১২৬
চিরোকাল জল ছেচে আমার জল ছাড়ে না এ ভাঙ্গা লায়	১২৭
আগে জান না ও মুরায় বাজি হারিলে	১২৭
চিরোদিনে দুখেরো ও মন তিন পোড়ায় তো খাটী হোলে না	১২৮
আমি কি দোষ দিবো কারে রে	১২৮
আমার মনেরে বোঝাই কিশে ভবোজাতোনা	১২৯
দেকলাম কি কুদরতিময়	১৩০
কে বুজিতে পারে আমার সাইর কুদরতি	১৩০
পোড়গে নামাজ জেনেগুনে	১৩১
কে বোজে মন মওলার আলেকবাজি	১৩১
আই হারালি আমাবতি না মেনে	১৩২
সোনার মান গেলো রে ভাই বেঙ্গা এক পিতালের কাছে	১৩২
জদি ফানার ফিকির জানা জাএ	১৩৩
অজান খবোর না জানিলে কিশেরো ফকিরি	১৩৪
হুজুরে কার হবে রে নিকাশ দেনা	১৩৪
দেখো রে দিনরোজনি কোথা হইতে হয়	১৩৫
কি করি কোন পথে জাই মনে কিছু ঠিক পড়ে না	১৩৫
না হোলে মন সরোলা কি ফল মেলে কোথা ধুড়ে	১৩৬
মনে না দেখলে নেহাজ কোরে মুখে পড়লে কি হয়	১৩৬
মেরে সাইর আজব নীলেখেলা তা কেউ বুজতে পারে	১৩৭
আছে জার মনের মানুষ মনে সে কি জপে মালা	১৩৭
সেই অটল রূপের উপাশোনা কেউ জানে কেউ জানে না	১৩৮
গুরু দেখায় গোউর তাই দেখি কি গুরু দেখি	১৩৮
আকার কি নিআকার সেই রব্বানা	১৩৯
ও দুটী নুরের ভেদবিচার জানা উচিত বটে	১৩৯
মরসিদ জানায় জারে মর্ম সেই জানিতে পায়	১৪০
কিতিকর্মারো খেল কে বুজতে পারে	১৪০



কোথা আছে রে সেই দিন দোরোদি সাই	১৪১
আবহায়াতের নদি কোনখানে	১৪১
তোরা দেখনা রে মন দিব্বনজরে	১৪২
মাএরে ভজিলে হয় শে বাপের ঠেকেনা	১৪২
আছে মাএর ওতে জগতপীতা ভেবে দেখো না	১৪৩
আজ কোরছে সাই ব্রহ্মাণ্ডের উপর শেরূপো নিলে	১৪৩
ভজো মুরশীদের কদম এই বেলা	১৪৪
সহরে সোলো জনা বোমবেটে	১৪৪
নজোর এগদেগ গেলে আর দিগে অন্দোকার হয়	১৪৫
উদায় কাল কলি রে ভাই কলি আমি বলি তাই	১৪৫
তোরা কেও জাশ নে ও পাগোলের কাছে	১৪৬
দেখ না এবার আপনারো ঘর ঠাইরিএ	১৪৬
সামান্য কি তার মর্ম জানা জাএ	১৪৭
এই মানুষে সেই মানুষ আছে	১৪৭
খাকি আদমের ভেদ সে ভেদ পণ্ড কি বোজে	১৪৮
কে বোজে শাইর নিলেখেলা	১৪৮
কি সাদনে পাই গো তারে	১৪৯
হিরে নাল মতির দোকানে গেলে না	১৪৯
জেদিন ডিম্বু ভরে ভেঁশেছিলো সাই	১৫০
এ বড়ো আজব কুদরতি	১৫০
কার ভাবে সাম নদে এলো গে	১৫১
হরি কান্দে হরি বোলে কেনে	১৫১
ধেনে জারে পাএ না মহামনি	১৫২
মলে ঈশ্বর প্রাপ্তো হবে কেন বলে	১৫২
মুলের ঠিক না পেলে সাদন হয় কিশে	১৫৩
মুরসীদের ঠাই লে না রে সে ভেদ বুজে	১৫৩
কারে বলে অটলপ্রাপ্তি ভাবি তাই	১৫৪
জিব মলে জিব জাএ কোন সংসারে	১৫৪
কোন কুলে জাবি মনুরায়	১৫৫
কুদরতের শীমা কে জানে	১৫৫
শে জারে বোজায় সেই বোজে	১৫৬
এখন আর ভেবলে কি হবে	১৫৬
আজব রং ফোকিরি সাদা সোহাগীনি সাই	১৫৭
পড়ে ভুত মন আর হশ নে মনুরায়	১৫৭
কে পারে মকরউল্লার মকর বুজিতে	১৫৮





ফেরেব ছেড়ে করো ফকিরি	১৫৮
চিনবে তারে এমন আছে কোন ধনি	১৫৯
এগবার জগর্নাথে দেখ রে জেএ	১৫৯
উপরেদে কাজ দেখ রে ভাই ঢেকি গেলার মতো	১৬০
সে জারে বোজাএ সেই বোজে	১৬০
জেতে হয় আদমছপির আর্দ্র কথা	১৬১
কি রূপ সাদনের বলে অধার ধরা জাএ	১৬১
বেদে কি তার মর্ম জানে	১৬২
আলেফ লাম মিমিতে কোরান তামাম সোদ লেখেচে	১৬৩
সাই আমার কখন খ্যালে কোন খেলা	১৬৩
কারে আজ শুদাই সে কথা	১৬৪
বিশয় বিশেষ চঞ্চলা মন দিবরোজনি	১৬৪
জা জা ফানার ফিকির জেনগে জা রে	১৬৫
ওগো তরিকতে দাখিল না হোলে	১৬৫
পড় রে দাএমি নামাজ এ দিন হলো আখিরি	১৬৬
মানুষ ঝলক দিবে নেহারে	১৬৭
জে পরোসে পরসে পরস সে পরোসো চিনলে না	১৬৭
সমাএ গেলে রে ও মন সাদন হবে না	১৬৮
নরেকারে ভেঁশে রে এক ফুল	১৬৮
জে জানে ফানার ফিকির সেই ফকির	১৬৯
চাঁদ বলে চাঁদ কান্দে কেনে	১৬৯
এক ফুলে চার রেংঙ্গ ধরেচে	১৭০
জানি মন প্রেমের প্রিমি কাজে পেলে	১৭০
আমার হয় না রে যে মনের মতো মন	১৭১
অবদ মন রে তোমার হলো না দিশে	১৭১
এবার কে তোমার মালেক চিল্লীনে তারে	১৭২
কিষ্ট বিনে তেঁষ্টা তেগী ভবে সেই বটে গো শুর্দু অনুরাগি	১৭২
জান রে মন সেই রাগের করোন	১৭৩
অনআদির অদি শ্রীকৃষ্ট নিধি	১৭৩
ঐ এক অজান মানুষ ফিরচে দেশে তারে চিন্তে হয়	১৭৪
আছে দিনদুনিয়া অচিন মানুষ এগজনা	১৭৫
অবোদ মন রে তোমার হোলো না দিশে	১৭৫
এবার কি সাদনে সমন জালা জায়	১৭৬
কোন রাগে সে মানুষ আছে মহারশের ধনি	১৭৬
জে পতে সাই চলেফেরে তার খবর কে করে	১৭৭



তুমি কার আজ কেবা তোমার এ সংসারে	১৭৮
জেখানে সাইর বারামখানা	১৭৮
রূপের ঘরে অটল রূপ বেহারে চেএ দেখ না তোরা	১৭৯
সড়ো রশীক বিনে কে বা তারে চেনে জারো নাম অধরা	১৮০
মানসের করোন সে কিরে স্বাধারন জানে রশীক জারা	১৮১
খেলচে মানুষ নিরেখিরে	১৮২
জেনগে মানুষের করোন কিশে হয়	১৮৩
শুমজে করো ফকিরি মন রে	১৮৩
পারো নিরহেতু সাধনা করিতে	১৮৪
সবায় কি তার মর্ম জেস্তে পায়	১৮৪
গোউর কি আইন আনিলে নদিয়ায়	১৮৫
জে সাধোন জোরে কেটে জায় কর্মফাসি	১৮৬
সে কথা কি কবার কথা জানিতে হয় ভাবাদেশে	১৮৬
সে ভাব উদায় না হোলে	১৮৭
বিসম্রতো আছে রে মাকাচোকা	১৮৭
সে করন সিদ্দী করা সামান্নে কি হয়	১৮৮
শুদু প্রেমরাগে সদায় থাক রে আমার মন	১৮৮
করি কেমনে শুর্দ সহজ প্রেমসাদন	১৮৯
জে জোন সাদকের মূল গোড়া	১৮৯
ধরো রে অধারচাঁদেরে অধরে অধার দিএ	১৯০
পাবে সামান্ন্য কে তারে দেখা	১৯১
আমার মনের মানুষের সোনে মিলন হবে কতো দিনে	১৯১
ফের পলো তোর ফিকিরেতে	১৯২
আমার মনেরে বুজাই কিশে ভবোজাতোনা	১৯২
ওরে মন আমার গেলো জানা কারো রবে না এ ধোন জিবন জৈবন	১৯৩
গুরু শুভাব দেও আমার মনে	১৯৪
গুরুপদে নিষ্ঠা মন জার হবে	১৯৪
গুরু দোহাই তোমার মনকে আমার নেও গো শুপথে	১৯৫
মরশীদ বল মন রে পাকি	১৯৫
মরসীদ বিনে কি ধোন আর আছে রে মন এ জগতে	১৯৬
ডাক রে মন আমার হকনাম আল্ল্যা বলে	১৯৭
ও মন দেখে শুনে ঘোর গেলো না	১৯৭
জে আমায় পাঠালে এহি ভাবনগরে	১৯৮
জেও না অন্দাজি পতে মনরসনা	১৯৮
কি সাদনে আমি পাই গো তারে	১৯৯

## প্রবেশক



বাঙালির লোকধর্ম হিসেবে বাউলের মত ও সাধনার ধারা যথেষ্ট প্রাচীন হলেও গুরুবাদী সংগীতাশ্রয়ী এই মরমি সম্প্রদায়ের সাধকদের রচিত আদি গানের সন্ধান পাওয়া যায় না। যদিও মরমি সাধনা ও সংগীতের অনুরাগী ক্ষিতিমোহন সেন কিছু প্রাচীন বাউলগান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধতা সত্ত্বেও সেইসব গানের অকৃত্রিমতা ও পদকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ আছে। সে-ক্ষেত্রে লালনকেই বাউলগানের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পদকর্তা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। পাশাপাশি বলতে হয় লালন ছিলেন বাউলসাধনার প্রাজ্ঞ ভাষ্যকারও।

২.

লালন শতবর্ষেরও বেশি আয়ু পেয়েছিলেন। যদি ধরে নেওয়া যায়, তিনি চল্লিশ বছর বয়সেও বাউলমতে দীক্ষাগ্রহণ করেন, তাহলেও দীর্ঘজীবী লালন কমপক্ষে পৌনে এক শতক কাল গান বেঁধেছিলেন। লালন 'ভাবের আবেশে' গান রচনা করতেন। সেইসব সৃষ্টিশীল মুহূর্তে আরেক সম্প্রদিত লালন 'ওরে আমার পুনা মাছের ঝাঁক এসেছে' বলে গানের বাসরে শিষ্যদের আহ্বান জানাতেন। জানা যায় : 'ইহাতে আর সময় অসময় ছিল না। সর্বদাই এই "পুনা মাছের ঝাঁক" আঘিত।' এই যে সাধনার অনুষ্ণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রচিত গান—তার সংখ্যা কত হবে তা নির্ণয় করা কঠিন। হিতকরী পত্রিকায় সংখ্যার ধারণা না দিয়ে বলা হয়, 'লালন ফকিরের অসংখ্য গান সর্বত্রই সঙ্গীত হইয়া থাকে'।<sup>১</sup> প্রবাসীর ১৩২২-এর ভাদ্র সংখ্যায় 'হারামণি' বিভাগে করুণাময় গোস্বামী সংগৃহীত লালনের গানের শেষে নিতান্তই অনুমানের উপর নির্ভর করে উল্লেখ করা হয়, লালনের বোধহয় সহস্র গান আছে'। মতিলাল দাশ বলেছেন : 'লালনের প্রায় ছয়শত গান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—আরও পাওয়া যায় কিনা, চেষ্টা করিতেছি।'<sup>২</sup> কিন্তু তিনি ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে সংগৃহীত লালনের যে গানগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশের জন্যে দেন, তার সংখ্যা ৩৭১।<sup>৩</sup> মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সংগৃহীত লালনগীতির সংখ্যাও বোধহয় ছয়শোর ঘর পেরিয়ে যাবে না। বর্তমান সম্পাদক সংকলিত *লালনসমগ্র* বইয়ে লালনের গানের খাতা, *হারামণি* ও অন্যান্য সূত্র থেকে মোটের ওপর লালনের ৬৪২টি প্রামাণ্য পদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।<sup>৪</sup> উক্ত সম্পাদক-সংগৃহীত একটি পুরনো সূচিপত্রে লালনের ৫৩০টি গানের মুখ পাওয়া যায়, অবশ্য কয়েকটি ক্রমিকে কোন গানের উল্লেখ নেই। অনুদাশঙ্কর রায় ধারণা করেছেন :

তঁার [লালন] গান রচনা প্রায় এক শতাব্দী ধরে চলেছিল। একশো বছরে অন্তত দশ হাজার গান রচিত হয়েছিল। সেসব গান কেউ লিখে রাখে নি, তঁার জীবিতকালে ছাপাও হয় নি।<sup>৫</sup>

অনুদাশঙ্কর-কথিত লালনের গানের সংখ্যা অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়। কেননা দীর্ঘজীবন-লাভের সঙ্গে সৃষ্টিশীলতার সঙ্গতি কী সবসময়ই রক্ষিত হয়? বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৃজনক্ষমতাও প্রাকৃতিক নিয়মেই কমে আসে। আর বাউলগানের বিষয়-পরিধি অত্যন্ত সীমিত, প্রসঙ্গের বৈচিত্র্য না থাকলে কল্পনা বা শৈল্পিক উদ্ভাবনী শক্তি জাগে না—সে-ক্ষেত্রে শুধুই পুনরাবৃত্তি এবং একই বিষয়ের আবর্তন চলতে থাকে। লালনের 'গান কেউ লিখে রাখে নি, তঁার জীবিতকালে ছাপাও হয় নি'—এ-তথ্যও সঠিক নয়।

লালন মুখে মুখে গান রচনা করতেন, কিন্তু সেইসব গান নিরক্ষর লালনের পক্ষে লিখে রাখা সম্ভব ছিল না, সেই কাজটি করতেন তঁার শিষ্যরা—বিশেষ করে মনিরুদ্দীন শাহ ও মানিক শাহ (মানিক পণ্ডিত





নামে পরিচিত)। মূল খাতা থেকে নকল করে নতুন খাতাও তৈরি হতো সাধকশিল্পীদের প্রয়োজনে। মনিরুদ্দীনের হাতের লেখার খাতাই এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে—মানিক পণ্ডিত লিপিকর হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকলেও সেইসব খাতার হদিশ মেলে নি। মনিরুদ্দীন-লিপিকৃত একাধিক খাতার সন্ধান মিলেছে। বর্তমান সম্পাদক ও আরো কারো কারো সংগ্রহে এই ধরনের খাতা আছে। রবীন্দ্রনাথও এইরকম দু'টি খাতা সংগ্রহ করেন লালনের ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে।

৩.

লালনের গান সংগ্রহ ও প্রকাশের ইতিহাস যথেষ্ট প্রাচীন। লালনচর্চা শুরু হয়েছিল বেশ আগেই। এ-যাবৎ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কাঙাল হরিনাথের রচনাতেই প্রথম লালন সাঁইয়ের উল্লেখ মেলে।<sup>১</sup> এমন কী লালনের গানও প্রথম প্রকাশিত হয় হরিনাথের সৌজন্যেই, 'কে বোঝে সাঁয়ের লীলাখেলা', তাঁর ব্রহ্মাওবেদ (১ম ভাগ ১ম সংখ্যা, ১২৯২; পৃ. ২৫১) গ্রন্থে। লালনের মৃত্যুর (১ কার্তিক ১২৯৭ / ১৭ অক্টোবর ১৮৯০) পরপরই মীর মশাররফ হোসেন পরিচালিত পাক্ষিক হিতকরী পত্রিকায় (১৫ কার্তিক ১২৯৭/৩১ অক্টোবর ১৮৯০) 'মহাত্মা লালন ফকীর' নামে যে নিবন্ধ (অস্বাক্ষরিত হলেও যুক্তিসিদ্ধ ধারণা অনুসারে রাইচরণ দাস লিখিত) প্রকাশ পায় তাতে লালনের 'সব লোকে কয় লালন বিজাত সংসারে' গানটি উদ্ধৃত হয়। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়-সংকলিত ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী (১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৩০)-তে লালনের তিনটি গান স্থান পায়। লালনের মৃত্যুর পাঁচ বছর পর সরলা দেবী ভারতী পত্রিকায় ১৩০২ সালের ভাদ্র সংখ্যায় 'লালন ফকির ও গগন' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতে লালনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ এগারোটি গান প্রকাশিত হয়। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীতকোষ (১৩০৩)-এ লালনের 'দেখ না মন ঝকমারি এ দুনিয়াদারি' গানটি অন্তর্ভুক্ত হয়। একই ১৩০৫-এ বীণা-বাদিনী পত্রিকায় (৭ সংখ্যা ২ ভাগ / ৮ সংখ্যা ২ ভাগ) ইন্দিরা দেবী-কৃত লালনের দু'টি গানের ('ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ' ও 'কথা কয় কাছে দেয় না') স্বরলিপি প্রকাশিত হয়। লাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকায় (২ সংখ্যা, ১৩১১) মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য তার 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধের এক পর্যায়ে লালনের পরিচয় দিতে গিয়ে তাঁর দু'টি গান উদ্ধৃত করেন ('আমি একদিনও দেখলাম তারে' ও 'আমার এই ঘরখানায় কে বিরাজ করে')। দুর্গাদাস লাহিড়ীর বাঙ্গালীর গান (১৩১২), কুমুদনাথ মল্লিকের 'নদীয়া কাহিনী' (১৩১৭ ও অনাথকৃষ্ণ দেবের 'বঙ্গের কবিতা' (১৩১৮) গ্রন্থেও লালনের গান সংকলিত হয়। সুবোধচন্দ্র মজুমদার 'গ্রাম্যসাহিত্য' নামে নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩১৬) লালন সম্পর্কে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাতে লালনের সাতটি গান জুড়ে দেন।<sup>২</sup> কাঙাল-শিষ্য জলধর সেন তাঁর কাঙাল হরিনাথ (১ম খণ্ড, ১৩২০) গ্রন্থে লালন সম্পর্কে চমক মন্তব্যসহ একটি গান প্রকাশ করেছেন। কাঙাল হরিনাথের জ্ঞাতি-ভ্রাতুষ্পুত্র ভোলানাথ মজুমদার যে লালনের জীবনী ও গান সংগ্রহ করেন সে সাক্ষ্য দিয়েছেন বাউলগবেষক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। তাঁর সূত্রে জানা যায় :

কুমারখালী-নিবাসী বৃদ্ধ ভোলানাথ মজুমদার মহাশয় ঐ অঞ্চলে সর্বপ্রথম লালনের গান সংগ্রহ করেন এবং লালনের সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধও দু-একটি সভায় পাঠ করেন।<sup>৩</sup>

প্রবাসী পত্রিকায় নানা সময়ে লালনের গান প্রকাশিত হয়েছে। বৈশাখ ১৩২২-এ এই পত্রিকায় 'হারামগি' নামে লোকগান প্রকাশের জন্যে একটি বিভাগ প্রবর্তিত হয়। শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনে মানুষ যে রে' গানটি 'মনের মানুষের সন্ধান' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। ঐ সালেরই শ্রাবণ সংখ্যায় 'হারামগি' বিভাগে সতীশচন্দ্র দাসের সংগ্রহ থেকে 'কথা কয় রে—দেখা দেয় না' এবং 'পাখী কখন যেন উড়ে যায়'—লালনের এই দু'টি গান প্রথম প্রকাশ পায়। ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় গগন হরকরার সূত্রে করুণাময় গোস্বামী-সংগৃহীত 'খুলবে কেন সে ধন (ও তার) গায়ক বিনে'। রবীন্দ্রনাথের আগে লালনের গান সংগ্রহ ও প্রকাশের এই হলো সংক্ষিপ্ত খতিয়ান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



৪.

লালনের গান প্রকাশে অন্যদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কিছু বিলম্ব হলেও লালনের প্রতি তাঁর প্রীতি ও মনোযোগ বেশ আগেই জেগেছিল। বাউলের গান ও দর্শন রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে প্রাণিত ও প্রভাবিত করেছিল। অনেকটাই বাউলের ‘মনের মানুষ’ের সাদৃশ্যে গড়ে উঠেছিল তাঁর ‘জীবনদেবতা’র তত্ত্ব। অবশেষে তিনি রূপান্তরিত হয়েছিলেন ‘রবীন্দ্রবাউলে’। তাঁর এই মানস-রূপান্তরের মূলে ছিলেন লালন — তাঁর গান আর দর্শনই রবীন্দ্রনাথকে মানবিক মরমি উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ করেছিল।

যে মরমিসাধকের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছিল, তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয় ও সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে দ্বিমত আছে। জলধর সেন, বসন্তকুমার পাল, অজিতকুমার স্মৃতিরত্ন, সাধক গোস্বামী গোপালের পুত্র রাসবিহারী জোয়ারদার, সুকুমার সেন, বিনয় ঘোষ এবং আরো কেউ কেউ রবীন্দ্র-লালন সাক্ষাতের পক্ষে মত দিয়েছেন নিছক অনুমান কিংবা জনশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে। অপরপক্ষে এই সাক্ষাৎ যে হয় নি তার পক্ষে যুক্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন হিরণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুদাশঙ্কর রায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুর্তাজা আলী, বখীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী—এঁরা। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ও চিত্তরঞ্জন দেবও এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে স্পষ্ট প্রকাশ করেছেন।

লালনের সঙ্গে এই মুখোমুখি আলাপ-পরিচয় হওয়া না-হওয়ার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও কিছু প্রাহেলিকা রচনা করে গেছেন। তাঁর নিজেরই পরস্পরবিরোধী বক্তব্য বিষয়টিকে রহস্যে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যেমন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন-সংকলিত হারামণির (১ম খণ্ড : কলকাতা, ১৩৩৭) ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : ‘শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হতো।’ লালন ফকির এই নির্বিশেষ ‘বাউলদলে’র অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায় না।

১৯২২ সালে শ্রীনিকেতন পল্লীসেবা বিভাগের আমীণ উন্নয়নের কাজের ধারা নির্ধারণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে কালীমোহন ঘোষকে বলেছিলেন :

তুমি তো দেখেছো শিলাইদহতে লালন শাহ ফকিরের শিষ্যগণের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার ক্লিপ আলাপ জমত। তারা গরীব। পোষাক-পরিচ্ছদ নাই। দেখলে বোঝবার জো নাই তারা কত মহৎ। কিন্তু কত গভীর বিষয় কত সহজভাবে তারা বলতে পারত।<sup>১০</sup>

এই উক্তি থেকে ধারণা জন্মায় যে, রবীন্দ্রনাথ লালন নন, তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। লালনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকলে এ-ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্ববহ হতো। আর আলাপ-পরিচয় থাকলে তা গোপনের কোন কারণ আছে বলেও মনে হয় না — অস্বীকার করারও নেই কোন যুক্তি।

আবার অপরপক্ষে নীচে বর্ণিত তথ্য থেকে মনে হতে পারে উভয়ের আলাপ-পরিচয় ছিল। বসন্তকুমার পাল লালনজীবনী রচনায় রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা প্রার্থনা করে তাঁকে পত্র লেখেন। কবির পক্ষ থেকে সেই চিঠির জবাব দেন তাঁর একান্ত সচিব সুধীরচন্দ্র কর। ২০ জুলাই ১৯৩৯ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে লিখিত পত্রে বসন্তকুমারকে জানানো হয় :

কবি আপনার চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছেন। আপনাকে এই মহৎ কাজে সাহায্য করতে পারলে তিনি আরো সুখী হতেন সন্দেহ নাই। ফকির সাহেবকে তিনি জানতেন বটে কিন্তু সে তো বহুদিন আগে; বুঝতেই পারেন এখন সে সব সুদূর স্মৃতির বিষয় তাঁর মনে তেমন উজ্জ্বল নয়।<sup>১১</sup>

‘ফকির সাহেবকে [লালন] তিনি [রবীন্দ্রনাথ] জানতেন’ — এই উক্তিটি অবশ্য উভয়ের আলাপ-পরিচয়ের ধারণাকে সমর্থন করে।



রবীন্দ্রনাথ জমিদারির দায়িত্বভার নিয়ে শিলাইদহে আসেন ১৮৯০ সালের উপান্তে, ততদিনে লালনের মৃত্যু (১৭ অক্টোবর ১৮৯০) হয়েছে। তাই এইসময়ে দেখা হওয়া সম্ভব নয়। তবে জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণের আগে ছেলেবেলা থেকেই বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ অনেকবারই শিলাইদহে এসেছেন। সেই সময়ে লালন ফকিরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসার পক্ষে সুস্পষ্ট তথ্যপ্রমাণের একান্তই অভাব। তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হয়, লালনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হোক আর নাই হোক, লালনের গান যে রবীন্দ্রমানসে দূরপ্রসারী প্রভাব ও প্রেরণা সঞ্চারিত করেছিল, সে বিষয়ে দ্বিমত বা বিতর্কের কোন অবকাশ নেই।

৫.

বাউলের গানের সুর ও বাণী, তত্ত্ব ও শিল্প রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। এইসব গান তাঁর চিন্তা ও শিল্পলোক—উভয় ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলেছে। বলেছেন তিনি :

...বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। ... আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউলসুরের মিল ঘটেছে। এক থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোন একসময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়েছিল।<sup>২২</sup>

অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেছেন : 'আমার অনেক গানে বাউলের ছাঁচের, কিন্তু জাল করতে চেষ্টাও করি নি, সেগুলো স্পষ্টত রবীন্দ্রবাউলের রচনা।'<sup>২৩</sup> বাউলশিল্পীর সপক্ষে তাঁর এই মানস-রূপান্তরে লালনের প্রভাব গভীর ও প্রত্যক্ষ।

লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়' রবীন্দ্রনাথের ভাবজগতের পরিচালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এই গানটি তাঁর জীবনচিন্তনার প্রেরণা হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সুকুমার সেন যথার্থই মন্তব্য করেছেন : 'বাউলগানের এই ... পদটি কবিচিন্তে দীক্ষাবীজ বপন করিয়াছিল।'<sup>২৪</sup> এ-বিষয়ে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন : '...লালন ফকিরের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়' এই জিজ্ঞাসার সহিত রবীন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসার গভীর মিল ছিল...'<sup>২৫</sup> লালনের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও মনোযোগ যে কত গভীর ছিল, তাঁর পাঠ্যতালিকায় লালন যে কতখানি গুরুত্ব অর্জন করেছিলেন সে সম্পর্কে জানা যায় : 'বেদ-উপনিষদ' থেকে 'বাইবেল' ও লালন শাহের জীবনী সর্বদা তাঁর টেবিলে থাকত।'<sup>২৬</sup>

বাউলতত্ত্ব ও দর্শন, যা লালনে এসে সংহত ও একটি পূর্ণরূপ লাভ করে, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাউলগান, বিশেষ করে লালনের গান রবীন্দ্রমানসে যেমন তাঁর সংগীতেও তেমনি স্পষ্ট ছাপ ফেলেছে — প্রেরণা হয়েছে অনেক কবিতার। রবীন্দ্রনাথের গানে লালনগীতির কথা ও সুরের প্রভাব ও সাদৃশ্য দুর্লভ নয়। তাঁর বাউলাঙ্গের গানে লালনের গানের ভাব-ভাষা-ভাবনার আভাস চোখ এড়িয়ে যায় না। 'রবীন্দ্রবাউল'র এইসব গানের বিশেষ বিশেষ শব্দ, রূপক, প্রতীক, উপমা, চিত্রকল্প, ভাব ও সুর কখনো আংশিক আবার কখনো বা পরোক্ষ উপায়ে লালনের গান থেকে গৃহীত। হয়তো এ-সব কারণেই সাহিত্য সম্পর্কে ধারণাহীন নিরঙ্কর লালনশিষ্যেরা 'কবিগুরুকে লালনের চেলা বলিয়া মনে করে এবং বলে যে, কবিগুরু লালনের গানকে রূপান্তরিত করিয়াই জগৎ-জোড়া নাম কিনিয়াছেন'<sup>২৭</sup>

রবীন্দ্রনাথের নাটকেও বাউলভাবনার অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলে। তাঁর রূপক ও সাংকেতিক প্রায় সব নাটকেই বাউল-চরিত্র সংযোজন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি নাটকে লালনীয় প্রভাবে বাউলের তত্ত্বদর্শনের সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। জানা যায় :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



...বাউলতত্ত্বের উপর তিনি সে যুগের তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করেছিলেন, তার নাম 'রাজা'। বৌদ্ধ আখ্যান থেকে তিনি 'রাজা' নাটকের কাহিনী গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বাংলার বাউলের ভাবটি তার উপর আরোপ করে নিয়ে তাঁকে অনবদ্য সৃষ্টিক্রমে গড়ে তুলেছেন। একটি বাউলগানে আছে, 'সে যে কথা কয় দেখা দেয় না'; এই ভাবটিকেই তিনি বৌদ্ধ আখ্যায়িকাটির ভেতর দিয়ে প্রকাশ করে তার মধ্য দিয়ে নিজের অধ্যাত্ম ধ্যান-ধারণার পরিচয় প্রকাশ করেছেন।<sup>১৮</sup>

'কে কথা কয় রে দেখা দেয় না' — লালনের এই প্রাতিষ্মিক গানের ভাব-সত্যকে তিনি তাঁর রাজা নাটকে রূপায়িত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শক্তিমান, সচেতন, অসামান্য এক শিল্পী-পুরুষ। তাই তিনি লালনের বাণী ও সুরকে ভেঙে 'আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে' নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন, যা একান্তই রবীন্দ্রবাউলের রচনা। রবীন্দ্রনাথের মরমি-মানসে লালন ছিলেন প্রেরণার এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎস।

৬.

জমিদারি পরিচালনার সূত্রে শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বাউল-প্রাকীর ও বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর সংস্পর্শে আসেন। এখানেই বাউলগানের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। শিলাইদহে গগন হরকরা, গৌসাই রামলাল, গৌসাই গোপাল, সর্বক্ষেপী বোষ্টমী ও লালনের শিষ্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হয়েছে। এঁদের কাছ থেকে লালনের গান বিশেষভাবে শোনার সুযোগ তিনি লাভ করেন। লালনের গানের সহজ-সরল সুর ও চর্চাস্বাদের তত্ত্বকথা তাঁকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে। অবশ্য ঠাকুরপরিবারে লালনের নাম অজ্ঞাত ছিল না। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী — এরা কেউ কেউ লালনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন — কেউ লালনের ছবি এঁকেছেন — কেউ বা লালনের গানের স্বরলিপি করেছেন — গান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছেন। এই তালিকায় রবীন্দ্রনাথের নামও অনিবার্যভাবে যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে সব মিলিয়ে লালনচর্চায় তাঁর ভূমিকাই প্রধান বলে বিবেচনা করতে হয়।

১৩২২-এর আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীর 'হারামণি' বিভাগে প্রথম রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের পূর্ণঙ্গ গান প্রকাশিত হয়। তবে এর আট বছর আগে প্রথম লালনের গানের উল্লেখ করেন ভাদ্র ১৩১৪-এর প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত তাঁর গোরা উপন্যাস :

আলখান্না-পরা একটি বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল :

খাঁচার ভিতর অচিন-পাখি কেমনে আসে যায়  
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

গোরা উপন্যাসের বিনয়ের আলস্যবশত বাউলকে ডেকে এলে এই গানটি লিখে নেওয়া হলো না, কিন্তু 'এ অচেনা পাখির সুরটা মনের মধ্যে গুণ গুণ করিতে লাগিল'।

এই একই গানের উল্লেখ মেলে জীবনস্মৃতি (১৩১৯) গ্রন্থের 'গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ' অধ্যায়ে। প্রথম দু'টি পংক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন :

দেখিলাম, বাউলের গানও ঠিক ওই একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বন্ধ খাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিনপাখি বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া যায়; মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখির যাওয়া আসার খবর গানের সুর ছাড়া আর কে দিতে পারে।<sup>১৯</sup>

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



১৯২৫ সালে ভারতীয় দর্শন মহাসভার অধিবেশনে 'The Philosophy of Our People' শীর্ষক সভাপতির ভাষণে তিনি আবার এই 'অচিন পাখি'র গানের প্রসঙ্গ টানেন। লালনের এই গানটির সঙ্গে তিনি ইংরেজ কবি শেলির কবিতার তুলনা করে শিরোপা দেন বাংলার নিরক্ষর মরমি গ্রাম্যকবিকেই :

That this unknown is the profoundest reality, though difficult of comprehension, is equally admitted by the English poet as by the nameless village singer of Bengal, in whose music vibrate the wing-beats of the unknown bird, only Shelley's utterance is for the cultural few, while the Baul Song is for the tillers of the soil, for the simple folk of our village households, who are never bored by its mystic transcendentalism.

এরপর ১৩৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত 'ছন্দের প্রকৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে, যা পরে ছন্দ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়, রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের দু'টি সম্পূর্ণ গান ও একটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে এর ছন্দ-সুসমার প্রশংসা করতে দ্বিধা করেন নি :

প্রাকৃত-বাংলার দুয়োরাপীকে যারা সুয়োরাপীর অপ্রতিহত প্রভাবে সাহিত্যের গোয়ালঘরে বাসা না দিয়ে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে সেই 'অশিক্ষিত'-লাঞ্ছনধারীর দল যথার্থ বাংলাভাষার সম্পদ নিয়ে আনন্দ করতে বাধা পায় না। তাদের প্রাণের গভীর কথা তাদের প্রাণের সহজ ভাষায় উদ্ধৃত করে দিই।

আছে যার মনে মানুষ আপন মনে  
সেকি আর জপে মালা  
নিজ মনে বসে বসে দেখছে খেলা।...

আর-একটি

এমন মানব-জনম আর কি হবে।  
যা কর মন ভুরায় কর  
এই ভবে।...

এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেঁয়ে নয়। ছোট-বড়ো নানাভাগে বাক্যে বাক্যে চলেছে। সাধুপ্রসাধনে মেজেঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশা করি এমন কথা বলবার সাহস হবে না কারো।<sup>২০</sup>

এই একই প্রবন্ধের অন্যত্র তিনি 'বাঙালির দিনরাত্রির ভাষা'র নিদর্শন হিসেবে লালনের 'কোথা আছে রে দীনদরদী সাঁই' গানটির আংশিক উদ্ধৃত করেন।

৭.

শিলাইদহে অবস্থানকালেই রবীন্দ্রনাথ লালনের গান সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর জবানি থেকেই জানা যায়, 'বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি।'<sup>২১</sup> জনশ্রুতি আছে, তিনি ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে লালনের গানের খাতা আনিয়ে ঠাকুর এস্টেটের কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে ২৯৮টি গান নকল করিয়ে নেন। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহজীবনের ভাষ্যকার শচীন্দ্রনাথ অধিকারী বলেছেন, 'মরমি পল্লীকবি লালন সাঁই-এর সমস্ত গানের নকলও বামাচরণবাবু করেন।'<sup>২২</sup> এক পত্রে (৩০.৯.১৯৭০) এ বিষয়ে বর্তমান সংকলক-সম্পাদককে শচীন্দ্রনাথ একটু বিশদ করে জানিয়েছিলেন :

লালন ফকিরের খেরোবাধা গানের খাতা চেয়ে নিয়ে কবি কতকগুলো গান নির্বাচিত করে পৃথক একখানা খাতায় এ রসিক বামাচরণবাবুকেই নকল করতে দেন। এ খাতাখানি শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্রভবনে' সংরক্ষিত আছে। আমি সেটা দেখেছি এবং বাউলসঙ্গীত ও ধর্মের গবেষক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে দেখিয়েছি।<sup>২৩</sup>





কিন্তু ‘রবীন্দ্রভবনে’ রক্ষিত খাতার সংখ্যা এক নয়—দুই এবং অসংখ্য অশুদ্ধ বানানে পূর্ণ খাতা দু’টি ‘একটি শিক্ষিত’ বামাচরণ ভট্টাচার্যের নকলকৃত হওয়া অসম্ভব। কেননা শচীন্দ্রনাথই জানাচ্ছেন :

বামাচরণ ভট্টাচার্য বলে আর একজন আমলা ছিলেন, তিনি একটু শিক্ষিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ অনেক বিষয় আলোচনা করে বুঝলেন — এ ব্যক্তি ছড়া, পাঁচালি, লোকপ্রবাদ প্রভৃতির ভক্ত। বামাচরণবাবুকে রবীন্দ্রনাথ ঐ রকম ছড়া, পাঁচালি প্রভৃতি সংগ্রহের ভার দেন। আমি বামাচরণবাবুর কাছে মাঝে মাঝে পড়তে যেতাম।<sup>২৪</sup>

আর তা-ছাড়া ‘রবীন্দ্রভবনে’র খাতা দু’টির হস্তাক্ষর যে লালনশিষ্য মনিরুদ্দীন শাহের, তার প্রমাণ মেলে মনিরুদ্দীন-লিপিকৃত প্রাপ্ত একাধিক খাতার হাতের লেখার মিল থেকে।

৮.

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে লালনের গানের দু’টি খাতা সংগ্রহ করেছিলেন হয়তো অনুলিপি করিয়ে ফেরত দেওয়ার শর্তে। যে-কোন কারণেই হোক খাতার অনুলিপিও হয় নি এবং তা ফেরতও যায় নি আখড়ায়। পরে ‘Songs of Lalon Fakir — Collected by Rabi Ray’ — খাতার আখ্যাপত্রে এই কথাগুলো লিখিত হয়ে খাতা দু’টি স্থান পায় ‘রবীন্দ্রভবনে’। জমিদারি পরিচালনা সূত্রে শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের অবস্থিতিকাল ১৮৯০ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত। খাতা দু’টি তিনি কোন সময়ে সংগ্রহ করেছিলেন, তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। তবে লালনের শিষ্যভক্তেরা সেই ভোলাই শাহের আমল থেকেই বরাবর অভিযোগ করে আসছেন যে রবীন্দ্রনাথ লালনের গানের খাতা নিয়ে কিছু আর ফেরত দেন নি।

আগেই বলেছি লালনের গানের লিপিকর ছিলেন তাঁর দুই শিষ্য মনিরুদ্দীন শাহ ও মানিক শাহ। দ্বিতীয়জনের লিপিকৃত কোন খাতার সন্ধান পাইনি। তবে মনিরুদ্দীনের হস্তলিখিত লালনের গানের একাধিক খাতার অস্তিত্ব ছিল এবং আছে। সেই ক্ষেত্রে ‘আদি’ বা ‘আসল খাতা’ কোনটি তা চিহ্নিত করা মুশকিল, কেননা এই খাতাগুলোয় লিপিকালের কোন উল্লেখ নেই। তাই রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের গানের খাতা নকলকৃত একাধিক খাতারই অন্যতম জোড়া-খাতা বলে মনে করা যেতে পারে।

লালনের গানের খাতা-রহস্য নিয়ে নানা কৌতূহল-জাগানো কথা আছে। এই রহস্য তৈরিতে লালনশিষ্যদেরও কিছু ভূমিকা আছে বলে জানা যায়। যাঁরা ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় লালনের গানের খাতা সন্ধান করেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা ও বক্তব্য এ-সম্পর্কে আমলে নিতে হয়। ১৯৩৫-৩৬ সাল নাগাদ অনুদাশঙ্কর রায় কুষ্টিয়ার মহকুমা হাকিম ছিলেন। সেই সময়ে কুষ্টিয়ায় দ্বিতীয় মুনসেফ হিসেবে কর্মরত ছিলেন মতিলাল দাশ। লালন সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল। কুষ্টিয়ার পাক্ষিক দীপিকা পত্রিকার পরিচালক আইনজীবী দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় গিয়ে লালনের গান সংগ্রহের উদ্যোগ নেন। আখড়ার তত্ত্বাবধায়ক তখন লালনশিষ্য ভোলাই শাহ। মতিলাল দাশ লালনের গানের খাতা দেখতে চাইলে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয় সে সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন :

ভোলাই সার নিকট হইতে গানের পুঁথি আদায় করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। ভোলাই সা বলিল, “দেখুন, রবিঠাকুর আমার গুরুর গান খুব ভালবাসিতেন, আমাদের খাতা তিনি লইয়া গিয়াছেন, সে খাতা আর পাই নাই, কলিকাতা ও বোলপুরে চিঠি দিয়াও কোনও উত্তর পাই নাই।” ... ভোলাই কবিগুরুকে লালনের চেলা বলিয়া মনে করে এবং বলে যে, কবিগুরু লালনের গানকে রূপান্তরিত করিয়াই জগৎ-জোড়া নাম কিনিয়াছেন। ... সে যাহা হউক, বৃদ্ধের অনেক স্তুতি করিয়া কোনও ক্রমে একটি গানের নকল-পুঁথি যোগাড় করিলাম।

নকল-পুঁথির বানান অনেক ভুল, তাহাকে সংশোধন করিয়া তুলিয়া দিলাম। ...<sup>২৫</sup>

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~





বাউলধর্মের তত্ত্ব, ইতিহাস, সাধনা, দর্শন ও সংগীত নিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। লালনের খাতা ও গান সংগ্রহে তাঁর প্রয়াসের প্রসঙ্গও জানা আবশ্যিক, তাতে এ-বিষয়ে নেপথ্য-কথাও প্রকাশ পায়। উপেন্দ্রনাথ বলেছেন :

১৯২৫ সালে ... বিখ্যাত লালনশাহী মতের ফকির হীরা শাহের সঙ্গে ... লালনের সৈউড়িয়া আখড়ায় উপস্থিত হই। ঐ দিন ছিল আখড়ার বাৎসরিক উৎসব। ... ঐ উৎসবে ফকিরদের মুখে শুনিয়া কতকগুলি গান লিখিয়া লই। উহাই আমার লালনের গান-সংগ্রহের প্রথম প্রচেষ্টা।

ঐ সময়ে আশ্রমে রক্ষিত একখানা পুরানো গানের খাতা দেখি। উহা নানাপ্রকারের ভুলে এমন ভর্তি যে, প্রকৃত পাঠোদ্ধার করা বহু বিবেচনা ও সময়সাপেক্ষ। আশ্রমের কর্তৃপক্ষেরা বলে যে, সাঁইজীর আসল খাতা শিলাইদহের 'রবিবাবু মশায়' লইয়া গিয়াছেন। ... লালনের শিষ্যেরা আবার সেই গানগুলি বর্তমান খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছে। তাহারা আরো বলে যে, সাঁইজীর সেই গানের খাতা পাইয়াই রবীন্দ্রনাথ অত বড়ো কবি হইয়া সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।...

তারপর ১৯৩৬ সাল হইতে কুষ্টিয়ায় যখন স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করি, তখন লালনের সমস্ত গান পূর্ণাঙ্গ ও শুদ্ধরূপে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করি। তখন ঐ খাতাখানি আর একবার দেখিবার প্রয়োজন হইলে আখড়ার তদানীন্তন মালিক ভোলাই শা ফকির বলে যে ঐ খাতা মুন্সেফ মতিলালবাবু লইয়া গিয়াছেন, তিনি উহা দেখিতে লইয়া আর ফেরত দেন নাই। ... মতিলালবাবু যে খাতা লইয়া যান নাই, সে খাতা লালনের আন্তানাতেই আছে, তাহার প্রমাণ শীঘ্রই পাওয়া গেল। যাহোক, সেই খাতা দ্রুতসর্য আবার সুযোগ মিলিল। তখন সেই খাতার সহিত মিলাইয়া শুদ্ধ আকারে দুইশতের বিধে অধিক গান সংগ্রহ করিয়া রাখি। ... এই খাতা যে নানাপ্রকারের ভুলে ভর্তি ও তাহার পাঠোদ্ধার সহজসাধ্য নয়, তাহা শ্রীমতিলাল দাস মহাশয়ও বলিয়াছেন লালন সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে (বসুমতি, শ্রাবণ ১৩৪১)।<sup>২৬</sup>

এরপর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'রবীন্দ্রভবনে' সংরক্ষিত রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের গানের খাতা সম্পর্কে তাঁর সরেজমিন প্রতিবেদনে বলেছেন :

দেশবিভাগের পর কলিকাতায় আসিয়া কোনো এক সূত্রে খবর পাই যে, রবীন্দ্রনাথের পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে লালন ফকিরের গান সম্বলিত একখানা খাতা পাওয়া গিয়াছে। ঐ খাতা শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে আছে। তখন মনে হইল ইহাই বোধহয় সেই বহু-শ্রুত, বহু-কথিত 'সাঁইজীর আসল খাতা'। সেই খাতা দেখিবার উদ্দেশ্যে আমি ১৯৪৯ সালে শান্তিনিকেতনে যাই। আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন ... পল্লীগীতির অকৃত্রিম ভক্ত শচীন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয়। রবীন্দ্রভবনের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের সৌজন্যে খাতাখানা হস্তগত হইলে দেখা গেল, ইহা সেই নানাপ্রকারের ভুলের নমুনাভরা লালনের আখড়ার খাতাখানির একটি কপি। বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে দেখিলাম, ইহার মধ্যে লালনের অনেক সুপরিচিত গান নাই। বেশ বুঝা গেল, 'আসল খাতা' সেই একমাত্র খাতা যাহার নকল রবীন্দ্রনাথ লইয়াছেন, যাহা মতিলাল দাস মহাশয় দেখিয়াছিলেন এবং যাহা আমি কয়েকবার দেখিয়াছি। শচীন্দ্রবাবু বলিলেন এই হাতের লেখা তিনি ভালরূপ চিনেন, — ইহা শিলাইদহের ঠাকুর এস্টেটের এক পুরাতন কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্যের। ... অতএব মনে হয় যে, রবীন্দ্রনাথ লালনের আখড়া হইতে খাতাখানি সংগ্রহ করিয়া তাহার এক কর্মচারীকে দিয়া নকল করাইয়া লন, পরে উহা হইতে শুদ্ধ করিয়া কতকগুলি গান প্রবাসীতে প্রকাশ করেন। দীর্ঘদিন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের আসল খাতা লইয়া যাওয়ার যে গল্প চলিয়া আসিতেছিল, তাহার মূলে যে বিশেষ কিছু নাই, ... এবারে নিঃসন্দেহ হইলাম।<sup>২৭</sup>



এখানে বলা প্রয়োজন যে, খাতা ও তার হস্তাক্ষর সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর সাক্ষ্য ও উপদ্রেনাথ ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। খাতার হস্তাক্ষর বামাচরণ ভট্টাচার্য নয়, লালনশিষ্য মনিরুদ্দীন শাহের। আর মনিরুদ্দীন শাহ লালনের গানের একাধিক খাতা প্রস্তুত করেছিলেন, তাই ছেঁউড়িয়ার আখড়ায় রক্ষিত খাতাই 'আসল' কিংবা 'একমাত্র খাতা' নয়। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত খাতা থেকে রবীন্দ্রনাথ 'হারামণি' বিভাগে প্রকাশের জন্যে কুড়িটির মধ্যে মাত্র আটটি গান নিয়েছিলেন।

লালনের গানের খাতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লালনের শিষ্যভক্তদের কাছে অভিযুক্ত হয়েছিলেন দুইভাবে : ১. ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে খাতা সংগ্রহের পর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তিনি আর তা ফেরত দেন নি এবং ২. '... রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে লালনের গানের পুঁথিই সুকৌশলে গীতাঞ্জলিতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং কবিগুরু নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি তথা বিশ্বজোড়া খ্যাতির মূলে বাংলার বাউল লালন সাঁই।' <sup>১৮</sup> লালনের শিষ্যভক্তেরা তাঁর গানের খাতা উদ্ধারে সম্ভাব্য সব ধরনের চেষ্টা করেই ব্যর্থ হন। ব্যক্তিগত দেন-দরবার, চিঠিপত্র লিখে অনুরোধ-পেশ, এমন কী মহকুমা হাকিমের কাছেও তাঁরা আর্জি পেশ করেছিলেন। অনুদাশঙ্কর রায় যখন কুষ্টিয়ার মহকুমা প্রশাসক তখন লালনের গানের 'আসল পুঁথিখানি' 'কবিগুরুর কাছ থেকে উদ্ধার করতে সাহায্য' করার জন্যে কাঙাল হরিনাথের জ্ঞাতি-ভ্রাতৃস্পুত্র ও বান্দা-অনুরাগী ভোলানাথ মজুমদার তাঁকে অনুরোধ জানান। <sup>১৯</sup> খাতা সম্পর্কে যে রহস্য বা ধন্দ সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিত্রেক্ষিতে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ছেঁউড়িয়ার আখড়া থেকে একটি নয় দু'টি খাতা সংগ্রহ করেছিলেন এবং তা 'আদি' বা 'আসল' নয় মনিরুদ্দীন শাহ অনুলিপিকৃত একাধিক খাতার মধ্যে দু'টি খাতা। আর বামাচরণ ভট্টাচার্যকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যদি লালনের গান নকল করিয়েও থাকেন, তবে সে-খাতার হদিশ এখনো মেলে নি।

৯.

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের তৎকালীন আধিকারিক ডক্টর পশুপতি শাশমল বর্তমান সংকলক-সম্পাদককে লালন স্মারকগ্রন্থ (ঢাকা, চৈত্র ১৩৮০)-এর জন্যে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লালন-পাণ্ডুলিপির কয়েক পৃষ্ঠার আলোকচিত্র এবং পাণ্ডুলিপির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রেরণ করেন। উক্ত বিবরণীটি নিম্নরূপ :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট থেকে প্রাপ্ত রবীন্দ্রভবনস্থ পাণ্ডুলিপির মধ্যে লালন ফকিরের গানের খাতা দু'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, এদের পরিগ্রহ সংখ্যা : ১৩৮ (এ)-১ এবং ১৩৮ (এ)-২। দু'টি খাতারই আখ্যাপত্রে পেন্সিলে লেখা পাওয়া যায় : Songs of Lalan Fakir – Collected by Rabindranath.

খাতার পিছন দিক থেকে লেখা শুরু হয়েছে, অর্থাৎ প্রচলিত অর্থে শেষ পৃষ্ঠাকে (বা দিকের পৃষ্ঠা) আখ্যাপত্র করা হয়েছে। সাদা কাগজে পেন্সিল দিয়ে লাইন টেনে বেশ স্পষ্ট হস্তাক্ষর কালিতে গানগুলো লেখা। লাল পেন্সিলে পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া আছে। লিখিত পৃষ্ঠার সংখ্যা সর্বমোট ১৬৩ (১ম খাতা—৬৮; ২য় খাতা—৯৫)। মোট গানের সংখ্যা ২৯৮। দু'টি খাতার আয়তন ১৭ সেগমি x ২১ সেগমি। <sup>২০</sup>

আলোচ্য লালনের গানের প্রথম খাতায় ১২৬ ও দ্বিতীয় খাতায় ১৭২টি গান সংকলিত হয়েছে। ৮টি গান দু'বার লিখিত, সেই হিসেবে গানের প্রকৃত সংখ্যা দাঁড়ায় ২৯০। <sup>২১</sup> আবার সনৎকুমার মিত্রের হিসেবে এই দু'টি খাতায় গানের মোট সংখ্যা ২৯৭, এর মধ্যে ১২টি গানের পুনরাবৃত্তি ঘটায় গানের সংখ্যা ধরতে হয় ২৮৫। <sup>২২</sup>

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লালনের গানের খাতায় রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বহস্তে সংশোধন করেছেন। প্রথম খাতার কোন গান তিনি সংশোধন না করলেও 'দ্বিতীয় খাতায় ১০৪, ১০৬ ও ১২১ সংখ্যক গান তিনটিতে পাঁচটি জায়গায় কয়েকটি শব্দ কবি স্বহস্তে কেটে তার মাথায় শুদ্ধ পাঠ লিখে রেখেছেন।' <sup>২৩</sup> রবীন্দ্রনাথ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



সংগৃহীত লালনের গানের খাতার একটি বর্ণানুক্রমিক সূচি প্রকাশ করেন চিত্তরঞ্জন দেব (পরিচয় : চৈত্র ১৩৬৪)। এই সূচির ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেছেন : ‘মূল খাতায় যেরূপ বানান রয়েছে সংশোধন না করে খাতার অনুরূপ বানানই এই তালিকাতেও রাখা হল।’<sup>৩৪</sup> কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় নি। কমপক্ষে প্রায় ৫০টি গানের সূচিতে কোন না কোনভাবে মূলের ব্যত্যয় ঘটেছে। সনৎকুমার মিত্র এই গানের খাতার ‘মূল বানানের অশুদ্ধ রূপ অবিকৃত রেখে’ হুবহু ২৮৫টি গান প্রকাশ করেন তাঁর *লালন ফকির : কবি ও কাব্য* (কলকাতা, ১৩৮৬) গ্রন্থে। কিন্তু তাঁর এই দাবিও পুরোপুরি সঠিক নয়। পাঠোদ্ধার করতে না পারায় বেশ কিছু গানে খাতার বানানের সঙ্গে পার্থক্য আছে। এই খাতার আলোকচিত্র-প্রতিলিপি প্রথম মুদ্রিত হয় আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত লালনের দ্বিশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত *লালন স্মারকগ্রন্থ* (ঢাকা, চৈত্র ১৩৮০)-এ।

১৩২২ সালের আশ্বিন থেকে মাঘ পর্যন্ত (কার্তিক সংখ্যা বাদে) চার কিস্তিতে রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের মোট কুড়িটি গান প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে মাত্র আটটি রবীন্দ্রভবনের খাতা থেকে গৃহীত। এ-থেকে ধারণা হয় রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই অন্য সূত্র অর্থাৎ ভিন্ন খাতা, লালনশিষ্য কিংবা শিলাইদহের বাউলদের নিকট থেকেও লালনের গান সংগ্রহ করেছিলেন। কিছুকাল আগে লালনগবেষক শক্তিনাথ ঝা ১২৯৯ সালে লিপিকৃত লালনের গানের একটি খাতা উদ্ধার ও প্রকাশ করেছেন।<sup>৩৫</sup> তাঁর অনুমান, জগৎ বিশ্বাস লিপিকৃত ও লালনশিষ্য ভোলাই শাহের স্বত্বাধীন এই খাতাটি নাকি দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিল এবং প্রবাসীর ‘হারামণি’ বিভাগে রবীন্দ্রনাথ লালনের যে গান প্রকাশ করেন তা এই খাতা থেকেই গৃহীত। এই খাতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় সম্পর্কে শক্তিনাথ ঝা-র মতো নিশ্চিত হয়ে উঠেছি। আমি দৃঢ় বিশ্বাস আমরা নানা কারণে পোষণ করি না। আর খাতাটি আদৌ রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত নয়। সে-সম্পর্কে রবীন্দ্র-পরিবার কিংবা রবীন্দ্রভবন কর্তৃপক্ষেরই সন্দেহ ছিল – জানা যাচ্ছে খাতার শেষের পাতায় পেনসিলে লেখা আছে – ‘Ms of Baul Songs / (Collected by Tagore?) rare’। এ বিষয়ে আমরা পরে সময়-সুযোগমতো স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করবো। তবে লালনের এই গানের খাতাটি যে মূল্যবান ও প্রামাণ্য – সে মন্তব্যটুকু আপাতত করা যায়।

১০.

রবীন্দ্রভবনের লালনের গানের খাতা দু’টি অজস্র ভুল বানানে পূর্ণ। লিপিকরের বানান-জ্ঞান যে যথেষ্টই দুর্বল তাতে কোনো ভুল নেই। গান পরিবেশনে আঞ্চলিক উচ্চারণ ও কথ্যবুলিও এর অন্যতম কারণ হতে পারে। শুধু শব্দ নয়, ‘লালন’-এর নামটিও আঞ্চলিক উচ্চারণের ফলে ‘নালন’-এ রূপ নিয়েছে। এই অশুদ্ধির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথও বিব্রত হয়েছিলেন। ‘The Philosophy of Our People’ শীর্ষক অভিভাষণে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছিলেন :

I remember how troubled they were, when I asked some of them to write down for me a collection of their songs. When they did venture to attempt it, I found it almost impossible to decipher their writing – the spelling and lettering were so outrageously unconventional.

এই খাতা বা অন্যখাতা এবং বাউলশিল্পীদের কাছ থেকে সরাসরি সংগৃহীত লালনের গান এ-যাবৎ যাঁরা প্রকাশ করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই তা সংশোধনের আশ্রয় নিয়েছেন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালনের গানের সম্পাদনা প্রসঙ্গে যুক্তি দেখিয়েছেন :

এই গানগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা। অনেকস্থলে তৎসম শব্দের বানান ঠিক করিতে না পারায় অশুদ্ধ উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখিত ঠিক হইয়াছে। বাগধারা ও অনেক ক্রিয়াপদ কুষ্টিয়া অঞ্চলের সাধারণের চলিত ভাষার অনুরূপ। অজ্ঞতার জন্য যে শব্দগুলি বিকৃতভাবে উচ্চারিত বা



লিখিত হইয়াছে, সেইগুলি সেইরূপই রাখা অর্থহীন। সেইজন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ঐ গানগুলি শুদ্ধ উচ্চারণ অনুযায়ী বানান ঠিক করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি রবীন্দ্রনাথের পছন্দ অনুসরণ করিয়াছি।<sup>৩৬</sup>

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত লালন-গীতিকায় মতিলাল দাশের সংগ্রহের সঙ্গে রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত লালনের খাতার ৮৯টি গানও शामिल করা হয়। লালন-গীতিকায় 'যথা-সম্ভব বিগুপ্ত পাঠ প্রতিষ্ঠিত করা'র জন্যে 'যেগুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বিকৃতি বা অশুদ্ধি বলিয়া মনে হইয়াছে সেইগুলিই শুদ্ধ করিয়া গানগুলিকে বোধগম্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে'।<sup>৩৭</sup> ভূমিকায় শশিভূষণ দাশগুপ্ত আরো লিখেছেন : 'রবীন্দ্র-সদনে' রক্ষিত গানের খাতা উর্দুর ন্যায় ডান দিক হইতে বাঁ দিকে লিখিত; খাতার শেষ পৃষ্ঠাই প্রথম পৃষ্ঠারূপে গণ্য। এই খাতার পাঠে আবার আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়; ক্রিয়াপদের আদিতে আ-কার স্থানে স্থানে এ-কার রূপে লিখিত; যেমন, রাখলে—রেখলে; জানতে—জেনতে, ভাসতে—ভেসতে। মতিলালবাবুর খাতায় এগুলি আ-কারান্তভাবেই লিখিত। এ-জাতীয় শব্দগুলিকে সাধারণত আ-কারান্ত রূপেই দেওয়া হইয়াছে।<sup>৩৮</sup>

মোটের উপর এ-যাবৎ লালনের গানের আদিরূপ যা-ই থাকুক না কেন, প্রকাশের সময় তার মৌলিকত্ব আর বজায় থাকে নি, তা যথেষ্ট পরিমাণে সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের গানের খাতা সম্পর্কেও এ-কথা প্রযোজ্য। এই সংশোধন-প্রক্রিয়া ফোকলোর সংগ্রহ-সম্পাদনা-প্রকাশনার বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও রীতিপদ্ধতির দিক থেকে কতখানি সঙ্গত ও প্রয়োজনীয়, সে-প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়।

১১.

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লালনের খাতার গান প্রকাশ করার সনৎকুমার মিত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। গানগুলো সম্পাদনা করতে মিত্র তিন 'যে পদগুলি বানান বিভ্রাট কারণে দুরূহ রূপ নিয়েছে' 'তার শুদ্ধরূপ' নির্দেশ করেছেন পরিশিষ্টে।<sup>৩৯</sup> তাও প্রয়োজনীয় স্বীকার করতে হয়। কিন্তু তিনি যখন বলেন : 'আমার যুক্তি-ঋদ্ধ প্রত্যয় [ বিশ্বাস নয় ] যে, এই গানগুলিই লালন রচনা করেছিলেন। বাকী সবই ভেজাল। এর বাহিরে যা চলে, চলছে এবং চলবে সেগুলি হচ্ছে 'স্বরচিত লালন-গীতি',<sup>৪০</sup> তখন বিস্মিত ও হতবাক হতে হয় প্রাজ্ঞ গবেষকের 'যুক্তি-ঋদ্ধ প্রত্যয়'-এর নমুনা দেখে। তাঁর এই মন্তব্য হাস্যকর, তথ্য কল্পিত ও সিদ্ধান্ত নিতান্তই ভ্রান্ত। তাহলে তো 'হারামণি' বিভাগে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের গান 'জাল' বা 'ভেজাল'! মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, বসন্তকুমার পাল, মতিলাল দাশ, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য — এমন কী হাল আমলের শক্তিনাথ ঝা — এঁদের সংগৃহীত লালনের গানকে কী 'স্বরচিত লালন-গীতি' বিবেচনা করতে হবে? এঁদের পূর্বসূরীদের সংগৃহীত-প্রকাশিত লালনগীতিও তো তাহলে এই একই মানদণ্ডের বিচারে খারিজ করতে হয়! লালনের গানের আসল-নকল নিয়ে কথা আছে — প্রশ্ন আছে — বিতর্ক আছে। লালনের খণ্ডিত, বিকৃত, জাল, নকল গান কেউ কেউ বিশেষ উদ্দেশ্যে-সাধনের কারণে প্রচার-প্রকাশ করে থাকেন। এ-ক্ষেত্রে একধরনের নৈরাজ্য প্রচলিত থাকলেও,<sup>৪১</sup> ড. মিত্রের যুক্তিহীন মন্তব্য ও তথ্যরিক্ত সিদ্ধান্ত অগ্রহণযোগ্য।

১২.

কোন লোককবি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার প্রধান উপকরণ তাঁর রচনা। এইসব রচনা কবির জীবিতকালে সচরাচর মুদ্রণভাগ্য লাভ করে না। ফলে অগ্রহী সংগ্রাহকদের প্রয়াসের ওপর নির্ভর করতে হয়। সংগ্রহ যদি সততা ও রীতি-পদ্ধতিমায়িক না হয়, প্রকাশকালে যদি রচনার মৌলিকত্ব ক্ষুণ্ণ হয়,—তবে ভ্রান্তি



বাড়তেই থাকে, বিতর্ক ও মতভেদ হয়ে ওঠে প্রবল। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন অনেকখানি নির্ভর করে শুদ্ধ ও সঠিক রচনাপ্রাপ্তির ফলে। লালনের গান সম্পর্কেও এই কথাটি প্রযোজ্য। তাই লালনের প্রামাণ্য গান সংগ্রহ ও প্রকাশ বিশেষ জরুরি। তবে সেই সংগ্রহের ভিত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তি-সূত্র নয়, লালনের শিষ্য-প্রশিষ্যদের লিপিকৃত খাতা ও কমপক্ষে দেশভাগের আগে প্রকাশিত গানকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত গানের খাতা আদর্শ হতে পারে। এই ধরনের নির্ভরযোগ্য লিখিত উপকরণ হুবহু প্রকাশিত হলে লালনের আসল গান যেমন প্রচারিত হবে, তেমনি লালনচর্চাও একটি সুষ্ঠু ধারায় প্রবাহিত হতে পারবে।

১৩.

সাল-তারিখের হিসেবে লালনের গান প্রকাশের বয়স প্রায় ১২৪ বছর। প্রামাণ্য, বিকৃত, খণ্ডিত, জাল, নকল মিলিয়ে লালনের গীতি-সংকলনের সংখ্যা সম্ভবত পঞ্চাশ ছাড়িয়ে যাবে। লালনের গানের আসল-নকল বিচারের একটা বড়ো মাপকাঠি লালনের গানের প্রামাণ্য পুস্তকখাতা। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত রবীন্দ্রভবনের খাতা দু'টি অত্যন্ত মূল্যবান একাধিক কারণে। প্রথমত এটি লালনের অন্যতম আদি খাতা, যার প্রামাণিকতা নিয়ে কোন সংশয় নেই। দ্বিতীয়ত খাতা দু'টির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মূল্য এই কারণে যে, রবীন্দ্রনাথ এই খাতা ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর লালনচর্চার অন্যতম স্মারক এই খাতা। এই বিবেচনায় খাতা দু'টির পাণ্ডুলিপি-সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লালন কিংবা কোন বাউল-পদকর্তার গানের পাণ্ডুলিপি-সংস্করণ প্রকাশের প্রয়াস এই-ই প্রথম।

১৪.

রবীন্দ্রনাথ-সংগৃহীত লালনের গানের পাণ্ডুলিপি-সংস্করণ প্রকাশের কালে প্রথমেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি অনুদাশঙ্কর রায়কে, যিনি এই কাজের প্রস্তাবনাকে সমর্থন ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রভবনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রয়াত ড. পশুপতি শাশমলের সৌজন্যে আমার সম্পাদিত *লালন স্মারকগ্রন্থ* (চৈত্র ১৩৮০)-এ প্রথম লালনের এই খাতার আলোকচিত্র-প্রতিলিপি ছাপা হয়। প্রায় দেড় যুগ আগে রবীন্দ্রভবন থেকে লালনের গানের খাতার প্রতিচিত্র সংগ্রহ করে আমাকে উপহার দেন পরম সুহৃদ বিশিষ্ট লালনগবেষক ড. ক্যারল সলোমন। মূলত তাঁর আনুকূল্যেই এই প্রকাশনা সম্ভব হতে পেরেছে। লালনের গানের এই পাণ্ডুলিপির অন্তর্নিহিত ভাব-তাৎপর্য ফুটে উঠেছে সেলিম আহমদ-রচিত প্রচ্ছদে। পাঠক সমাবেশ-এর সাহিদুল ইসলাম বিজু-র আন্তরিক আগ্রহের ফলে এই শোভন-সুন্দর পাণ্ডুলিপি-সংস্করণ প্রকাশ পেলো। পাশাপাশি লালন ফাউন্ডেশন-এর সহায়তার কথাও উল্লেখ করতে হয়। এই সূত্রে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন কর্তৃপক্ষের কাছে ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। লালনের গানের এই পাণ্ডুলিপি-সংস্করণ লালনচর্চায় ভূমিকা রাখলে সেই হবে আমাদের এই উদ্যোগের যোগ্য স্বীকৃতি। আলেক সাঁই।

বাংলা বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

কুষ্টিয়া বাংলাদেশ

আবুল আহসান চৌধুরী



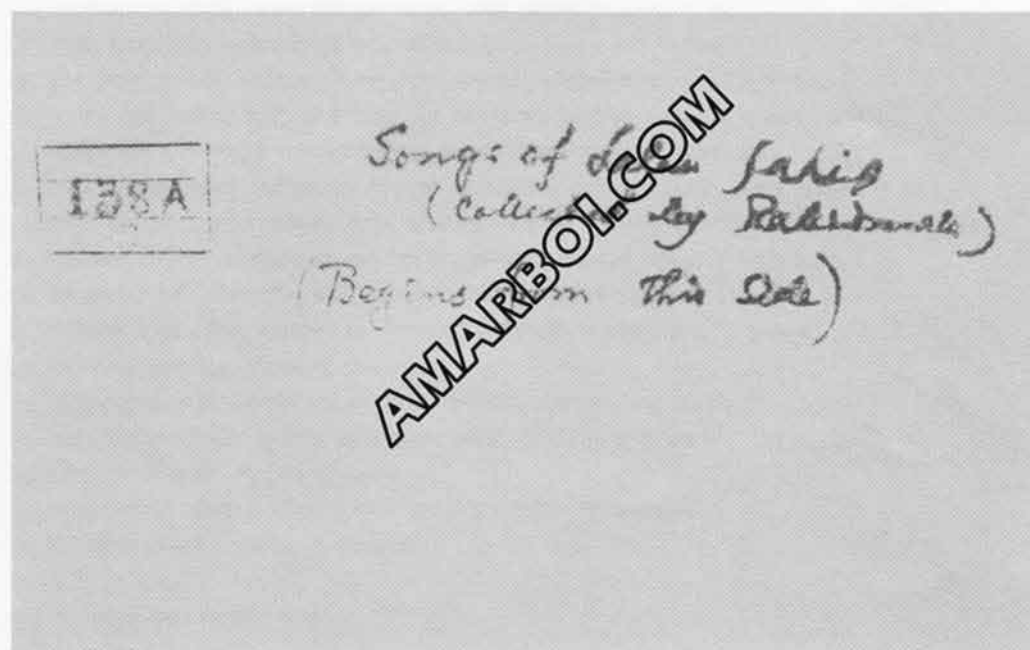


## তথ্যনির্দেশ

১. বসন্তকুমার পাল : মহাত্মা লালন ফকির। শান্তিপুর-নদীয়া, ১৩৬২; পৃ. ২৬।
২. হিতকরী (পাঙ্কিক, কুষ্টিয়া) : ১ ভাগ ১৩ সংখ্যা, ১৫ কার্তিক ১২৯৭; পৃ. ১০২।
৩. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : লালন স্মারকগ্রন্থ। ঢাকা, চৈত্র ১৩৮০; পৃ. ৪৪।
৪. মতিলাল দাশ ও পীযুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত : লালন-গীতিকা। কলকাতা, ১৯৫৮; পৃ. ভূমিকা-সাত।
৫. আবুল আহসান চৌধুরী সংকলিত-সম্পাদিত : লালনসমগ্র। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮।
৬. অন্নদাশঙ্কর রায় : লালন ও তাঁর গান। কলকাতা, বুদ্ধপূর্ণিমা ১৩৮৫; পৃ. ১৫।
৭. গ্রামবার্তা প্রকাশিকা (সাপ্তাহিক, কুমারখালী) : ভাদ্র ১ম সপ্তাহ ১২৭৯, পৃ. ১৫।
৮. সৈয়দ মনসুর আহমদ নানা সূত্র থেকে তথ্য আহরণ করে পরিবেশন করেছেন তাঁর যুক্তবঙ্গে লালনচর্চার ক্রমবিকাশ (ঢাকা, মাঘ ১৪১৩) গ্রন্থে।
৯. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান। দ্বি-স : কলকাতা, নববর্ষ ১৩৭৮; পৃ. ৫৪১।
১০. শান্তিদেব ঘোষ : রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা। কলকাতা, জুলাই ১৯৭২; পৃ. ১১৬।
১১. আবুল আহসান চৌধুরী : লালন সাঁইয়ের সন্ধানে। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭; পৃ. ৭৩।
১২. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারামণি, ১ম খণ্ড। কলকাতা, বৈশাখ ১৩৩৭। পৃ. (আশীর্বাদ)।
১৩. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা, ওরিয়েন্ট সংস্করণ ১৯৫৮; পৃ. ১০০।
১৪. সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড। তৃ-স : কলকাতা, ১৩৬৮; পৃ. ৪৮৮।
১৫. মতিলাল দাশ ও পীযুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত : লালন-গীতিকা। পূর্বোক্ত, পৃ. ভূমিকা-চার।
১৬. সৈয়দ আকরম হোসেন : রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোভ ও শিল্পরূপ। ঢাকা, বৈশাখ, ১৩৮৮; পৃ. ১৫।
১৭. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : লালন স্মারকগ্রন্থ। মতিলাল দাশ : 'লালন ফকিরের গান'। পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৭।
১৮. আততোষ ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রনাথ ও লোক-সাহিত্য। কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৮০; পৃ. ২৭৭-২৮।
১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি। চ-স : কলকাতা, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮; পৃ. ১১৫।
২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছন্দ। পরিবর্ধিত সং : কলকাতা, বিশ্বভারতী, নভেম্বর ১৯৬২; পৃ. ১২৯-৩০।
২১. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : পূর্বোক্ত; পৃ. ১০৫।
২২. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী : শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা, মাঘ ১৩৮০; পৃ. ২০৬।
২৩. আবুল আহসান চৌধুরী : কুষ্টিয়ার বাউলসাধক। কুষ্টিয়া, পৌষ ১৩৮০; পৃ. ৪৯।
২৪. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী : পূর্বোক্ত; পৃ. ২০৫।
২৫. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত : লালন স্মারকগ্রন্থ। পূর্বোক্ত; পৃ. ৩৭-৩৮।
২৬. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত; পৃ. ৫৩৩-৩৪।
২৭. ঐ; পৃ. ৫৩৬-৩৭।
২৮. অন্নদাশঙ্কর রায় : পূর্বোক্ত; পৃ. ৪২।
২৯. ঐ; পৃ. ৪২।
৩০. বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডক্টর পণ্ডপতি শশমল প্রেরিত 'রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত লালন-পাণ্ডুলিপি' বিবরণ' (নির্দেশক সংখ্যা-র/৯০৪; তাং : ৯.২.১৯৭৪)।
৩১. রবীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী : কয়েকজন লোককবি এবং প্রসঙ্গত। ঢাকা, আষাঢ় ১৩৯৯; পৃ. ২৬।
৩২. সনৎকুমার মিত্র : লালন ফকির : কবি ও কাব্য। কলকাতা, ঝুলনযাত্রা ১৩৮৮; পৃ. ১০৮।
৩৩. রবীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী : পূর্বোক্ত; পৃ. ২৭।
৩৪. চিত্তরঞ্জন দেব : 'রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহ : লালন ফকিরের গান। পরিচয় : চৈত্র ১৩৬৪; পৃ. ৮৯২।
৩৫. শক্তিলাল ঝা : ফকির লালন সাঁই : দেশকাল এবং শিল্প। কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫।
৩৬. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত; ৫৩৭।
৩৭. মতিলাল দাশ ও পীযুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত : লালন-গীতিকা। পূর্বোক্ত; পৃ. ভূমিকা-নয়।
৩৮. ঐ; পৃ. ভূমিকা-নয়।
৩৯. সনৎকুমার মিত্র : পূর্বোক্ত; পৃ. ১০৮।
৪০. আবুল আহসান চৌধুরী সংকলিত-সম্পাদিত : লালনসমগ্র। পূর্বোক্ত; পৃ. ২৭-২৯।



খাতা : এক





AMARBOI.COM

১  
 দেখে জামার রত্ন-দ্বারদ্বার বহুতবে । তারদ্বার  
 তুলসে তারকি নৌকোতবে ॥ তুলসে কান কৌল-  
 চত্রে সে জোরকুর নৌকায়-বেসর খোর তুলসে দ্বার-  
 বাচকি তবে ॥ তারকুর নৌকায়-তুলসে তার  
 বনায় জামি বিবেকায়-দোনচে ওয়ারি-তবে ॥  
 সেনোক্তে জনাচারে কল্পে দিব্যে-তবে-তবে-তবে নান-  
 বনে গাইয়াছে দেখন-তবে ॥

২  
 মাদিনায় রত্ন-দ্বারদ্বার বহুতবে । কানদ্বার যোজনে-  
 তার শ্রমায় ॥ কিদ্বার তুলসে তারে শ্রুতপাইনে-  
 বসন্তায় মেঘদ্বার-দ্বার-তবে-তবে-তবে ॥  
 দ্বার-তবে-তবে-তবে-তবে-তবে-তবে-তবে-তবে-তবে ॥  
 মাদিনায়-তবে-তবে-তবে-তবে-তবে-তবে-তবে-তবে-তবে ॥  
 সেনোক্তে নান-বনে-তবে-তবে-তবে-তবে-তবে-তবে-তবে ॥



কলতি বড়া-নেউজনে ॥ আশু-ভক্তি-গোবিন-কেনোনা-  
বেঙে-পাথমে-নিউজু-কারখানা-হোমো-বোহুন-কপে-  
খলস-রবানা-ওবিব-নানবসে-দরবেষ-হোদ-মাউজনে ॥

ওবে-কোহা-রে-টিঙে-পা-রে ॥ এমে-দাদি-মায়-ওরি-সে-মা-  
না-মে-বস-মারে ॥ মারে-বলে-মাবি-মাবি-মাবি-মি-মি-মি-মি-  
আবি-দেন-ব্রী-জিনে-বেঙে-মাবি-আবি-মায়-হো-কো-রে ॥  
আর-মম-সে-না-দাদি-কথ-কার-মকে-দানি-তে-পা-থ-  
আই-তে-আ-দার-দি-দয়া-মান-ম-কপে-ক-রে-খো-রে ॥  
নাকি-এক-মাত-কে-কো-মাবি-মি-মি-মি-আর-মতা-মো-না-  
নান-মক-ভে-ম-সো-না-না-দনে-ম-ক-পা-রে ॥

মনাকি-এই-আ-গো-আ-গো-আ-গো-নাবি-মাবি-মি-  
নাবি-দি-মে-পা-মি-নে ॥ আর-ম-হে-ম-আ-দ-ম-প-দ-ম-সে-নাবি-  
কু-ওরি-কু-দ-না-ম-রে-গো-সে-মানা-মো-দা-দি-নে-ম-আ-রে-  
মো-দ-আ-দ-ক-নে-ম-বি-দ-ম-নে-ক-সাই-ক-ক-মাবি-দেন-ব্রী-জিনে-  
দে-ঙে-পা-বি-আ-বি-মো-ন-মো-কি-সে-ক-ম-ক-ম-ম-বি-আ-র-ক-ক-





নাবার জন্মে দমত সমাধা হয়। সেহে ডাকার কই নে  
 তার কেবল বিনয়। ওয়াহা আর যার বনো মেহনাবর  
 নমর মেহনো মুল মেহো তার কোথায় রোনো  
 শুধা কোথায়। কিসে নবির দান মেহুত হয়  
 নাপর বিদে জাব হায়াত দার নাম মেহে হায়া  
 নাই মেহায়। এক দানে দুই কাণ বনো কেউ শূর কেউ  
 পায় করে কিহর তার কোম হায়াত হিসাবের সমায়  
 নাবর ভেদ গাব একাডা হুদে তার অবমদী দিলে  
 হুদ তার প্রাণে কই না নাবর কই।

নাবর নাচ কোঁকিলে মোদার ভেদ সায়া। দিন তে রোনে  
 মোদে সাই দুয়ায়। মেহাব সায়ে কোঁকিলে মোদে  
 তার দুদার কোঁকিলে হায়াত মোদে মরহান মনামদার "সেই শুকনো"  
 মোদে নাব হুদ একাত কোম নাব বাস্তা কোঁকিলে হায়াত মেহনাব  
 রে মেহে মেহাত দিলে সায়ায়। মেহাব জাব সায়ে কোঁকিলে  
 "মেহনাব তার দাতন বরো" নাচিলে মেহনাবের সায়ায়।



১০  
 আশ্রমে-দায়-নথি-দিলে-। দিলে-আম-পা-মদাম-  
 মা-মা-দিলে-। জোর-দিলে-নথি-দিলে-। দিলে-দায়-  
 মা-মা-দিলে-। ওসে-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-  
 দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-  
 দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-  
 দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-  
 দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-  
 দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-

১১  
 মনে-আম-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-  
 দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-  
 দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-  
 দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-  
 দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-  
 দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-  
 দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-  
 দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-দায়-

৭৬  
 বাবর জীবন বোঝা যায় না। দারুণ মনুষ্যত্ব আছে-  
 বসে ওঠে। তত্ত্বের ন্যায়ক-আম্বক-সমস্ত আশ্রয় গ্রহণ করে-  
 যে একত্রে-কথার-ইসাবে জামি-তত্ত্বের-গৈর-বাকি-কো-  
 দায়। উক্ত-বলে-আম্বক-বোকা-সেই-আম্বক-আম-  
 বসে-কথা-বসে-বসে-পূর্ণ-বোকা-কম্ব-কথা-  
 কামা-দায়-বোকা-নাম-কম্ব-তত্ত্ব-তত্ত্ব-কথা-  
 আম্বক-সে-বোকা-বসে-কথা-বসে-বসে-কথা-  
 তত্ত্ব-বসে-কথা-বসে-কথা-বসে-কথা-  
 তত্ত্ব-বসে-কথা-বসে-কথা-বসে-কথা-

৭৭  
 গাফিলত-বসে-কথা-বসে-কথা-বসে-কথা-  
 গাফিলত-বসে-কথা-বসে-কথা-বসে-কথা-  
 গাফিলত-বসে-কথা-বসে-কথা-বসে-কথা-  
 গাফিলত-বসে-কথা-বসে-কথা-বসে-কথা-  
 গাফিলত-বসে-কথা-বসে-কথা-বসে-কথা-  
 গাফিলত-বসে-কথা-বসে-কথা-বসে-কথা-  
 গাফিলত-বসে-কথা-বসে-কথা-বসে-কথা-  
 গাফিলত-বসে-কথা-বসে-কথা-বসে-কথা-  
 গাফিলত-বসে-কথা-বসে-কথা-বসে-কথা-  
 গাফিলত-বসে-কথা-বসে-কথা-বসে-কথা-



৪৪  
 দাদি সরাসরি লালন শীলি হয়। তবেমার কত কত মনোহর  
 সারিত্ত আর মার কত গুনন। হৃদয়ে কোমল মনো বাসন  
 মোখন হৃদয়ে দুই দুই তখন হোলে বসে আসে কাল মদ্য  
 প্রাক কত মনোহর বানি আর হুতার মনোহর কানি মনো  
 ইনে মনোহর মনো বস্তু মনোহর মনোহর মনোহর  
 আর মনোহর মনোহর মনোহর মনোহর মনোহর  
 মনোহর মনোহর মনোহর মনোহর মনোহর  
 ৪৫  
 রেকনে সাই মনোহর মনোহর। এত মনোহর মনোহর  
 মনোহর মনোহর মনোহর মনোহর মনোহর  
 কতোদিন পরে এমার দাদি মনোহর মনোহর  
 মনোহর মনোহর মনোহর মনোহর মনোহর  
 তেমন মনোহর মনোহর মনোহর মনোহর মনোহর  
 তোমার দাদি মনোহর মনোহর মনোহর মনোহর  
 মনোহর মনোহর মনোহর মনোহর মনোহর  
 মনোহর মনোহর মনোহর মনোহর মনোহর

মাশে-সানচিআখী-শাতিমা তরাওদাদি লেতেকবে-  
না মর্ষ রে, মানন-বনে-তরাওদাদি মাখ-বত বো করাশায়ে-

১৫  
বেশতে মাখ-লে-করে-। তারপরে-করে-।

মেগতে-আদে-মদায়-বেসম-করা-মর্ষ-করা-

কাদি-কেষ্ট-আদায়-করা-করা-করা-করা-

শলক-করা-বিষ-বে-করা-করা-করা-করা-

করা-করা-করা-করা-করা-করা-করা-করা-

করা-করা-করা-করা-করা-করা-করা-করা-

করা-করা-করা-করা-করা-করা-করা-করা-

করা-করা-করা-করা-করা-করা-করা-করা-

করা-করা-করা-করা-করা-করা-করা-করা-

করা-করা-করা-করা-করা-করা-করা-করা-

করা-করা-করা-করা-করা-করা-করা-করা-



৭৮

মা'র মন-এলাস্তো-মোহ-। ওক-প্রসার-বাগন-৷  
 প্রকৃষ্ণ-দাতো-কো-খান-দাদি-দায়-ত-বু-কি-অ-দ-ল-  
 প্রায়-দে-মক-আকে-সদা-য়-ন-বো-মো-ন-দ-ল-দে-  
 ত-ম্মা-মতো-হ-নে-মা-দ-ন-সি-দ-হ-বে-এই-দে-হে-৷ অ-ক-  
 নি-র-কি-দে-ম-ব-নি-সু-দ-ক-স-ত-কো-মা-নি-দি-নো-বি-  
 শ-ত-ত-ম্মা-নি-স-তে-মা-দ-ত-র-হে-মা-ব-ন-ও-দে-ম-ল-ক-  
 ন-ও-ক-ক-সে-বা-দে-হ-ই-৷ হ-বে-দ-স-ত-মো-না-স-  
 নি-ত-মা-ও-সে-মা-মা-দ-ন-মো-দ-নি-কি-অ-ত-  
 ব-ম-ক-র-ও-সে-মা-নে-স-মা-নে-কে-রে-কি-অ-ত-  
 না-স-ই-৷ ও-ক-হে-তে-মা-ও-ত-দে-তা-ও-ব-র-ক-স-জ-  
 দে-ম-না-ম-ম-সু-তি-মা-ত-ম-ত-কি-স-ম-থ-ক-হে-ম-ম-তা-  
 রে-কো-ক-ক-ক-ও-না-ল-ন-ক-য-দি-বি-ক-ও-ব-৷





১৯  
 শুদ্ধ মেঘরশ্মিকাবিনে কেতাবে গায়। হৃদনাম আশে  
 ক মানব আশেকে রব। রশ্মিক রস অবসারে বিজিত  
 তেদে কেতাবে রাতি পতিবরে মনসস্তোয়া। মিলি  
 নিরাশ্রয় আমার আদাননে করে প্রাণর হৃদে ধাপন  
 কমেয়র বিদার সবদামদায়। মনসনার বয়সন  
 খুঁজে তার মল্লী কোথা মনসর হৃদে মনসার  
 সা? ১৯৫।

২০  
 ওঝোনের নিস্তরঙ্গ দ্বাভে আছে। যেমার বেদহারা  
 তেদে বিদান মেদে। দার বেদে দিগন্তরান আশে  
 বেদে বস্তুর কারুর রশ্মিক গুঁজে দানে মেদোন তার  
 গাইয়েছে। অপরূপ মেদে দোষ নাটকতার  
 অর্জ মাঝে মৃত্তক অনুগাম মেদে মেদে। প্রান্তর  
 নাটিকরো তত্ত্বিদ দীর্ঘে বো সাতিমার তত্ত্ব মতো  
 ধোরদায় ধুয়ে। সাহুর ওঝোন হেতু মন ওঝেদার  
 মন নামনকয় বিনে হেতু মেদে।





AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~





১৮  
 ছাঁদ-আছে-নিশ্চ-যেহা-আহু-কেনক-মেদাদ-ব্যাধি-সো-  
 তোর-নক-ছাঁদে-কোরে-সোহা-তাহার-মাতা-মবির-মি-  
 দোর-আতা-একবার-দিল-করে-দোখ-কথা-কেনা-আকি-  
 কপে-কো-কিরনে-চমকে-গারা-এ-বনের-মাথে-ছাঁদ-কন-কো-  
 তে-কায়-থেকে-বনক-দেখা-দায়-ওমে-লি-কর-সাহার-দেখে-  
 ছাঁদ-গুরানি-নেণো-দোখ-মহ-সাহা-সম-অন-হারা-  
 আ-লেক-নাথ-সহর-আহু-বদ-কিত-রে-তের-দায়-আ-দিয়ে-  
 বাতি-দেখোন-আনের-অ-ক-কিন-দিল-হয়-নয়-মে-বামন-কনে-মে-  
 মেদাদ-দেখে-কো-আহা-

১৯  
 অনেকা-আহু-কনে-মেদাদ-কো-দোখ-কো-সাহা-আহা-বদ-বাই-মে-  
 ছাঁদে-দিল-মে-তার-কির-দোখ-বিশ্ব-মানে-কী-দু-বাই-মাদ-  
 মানে-তার-মবির-কি-আহু-ছাঁদে-মবির-কি-সোহা-কিত-  
 মবির-দায়-সাহা-এ-আহু-মে-চমকে-বন-দিল-কো-তার-বাই-আ-  
 লামন-কো-চম-কো-কি-কি-বিশ্ব-মানে-সাহা-সাহা-এ-দায়-  
 দায়-মবির-মবির-মবির-কি-আহু-ছাঁদে-বাই-মানে-বাই-কো-  
 বা-আহু-এ-

২৫  
 আর হস্তমাদারা আশ্বায়ে কানাকরে অর্থাৎ প্রিয়ান্তরায়  
 বস্বাদি আদ্য হস্তমাদারা কানাকরে কানাকরে কানাকরে  
 কানাকরে কানাকরে কানাকরে কানাকরে ॥ ১৬ বস্বাদি  
 অর্থাৎ কানাকরে কানাকরে কানাকরে কানাকরে কানাকরে  
 কানাকরে কানাকরে কানাকরে কানাকরে কানাকরে ॥ ১৭  
 কানাকরে কানাকরে কানাকরে কানাকরে কানাকরে ॥ ১৮  
 কানাকরে কানাকরে কানাকরে কানাকরে কানাকরে ॥ ১৯  
 কানাকরে কানাকরে কানাকরে কানাকরে কানাকরে ॥ ২০





১২  
 • কাকিঁড়ি করি যেথা কোন রাগে হিন্দু মগন মান দুহন দুহাণে  
 আত্ম ভেদের আশায় মাগান মোর হিন্দু দিলের সনে মন  
 এলকি এলন প্রকাশ মোহি যেহে করে দান আশে ৷ দাবকা  
 রি মাদন কোরে মোনা আরাগু গুরুে ভেদের আশায় শুক  
 কাঠোকি মোয়ান প্রায় ভালো তাই মনে ৷ আশের  
 এলন এলো কিশে হয় প্রায় মনে তাই দান দায় হো  
 ক মাছক য় মানন ভেদে ভেদে মনে ভেদে ভেদে ৷

১৩  
 যেহে মন মদাইন মনে দবে ৷ এলন অমল মনই মোহনা  
 মো পায় অলক মনে মদই পানি দবে তাতে অকণ্ড মনই মন  
 বা কিতার শুন বাগানি মনে মদে হয় ৷ মনক ভেদে  
 দরা মনকে দন ওরকা দান মেঘাৎ বেদে মন দরা আমায়  
 কাছনয় ৷ বিন হাতায় মোহা মনে বিন্দু হয় ভিন্ন মনে  
 তাহে মন মন ভেদে ভেদে মন মন মন মন ৷ শুধা দিকান্তারি  
 দায়ে আমায় তাই দিতে মাগে মানন মনে মাদন কোরে মন  
 মতায় ৷





[illegible]















৫৭  
 হৃদয়ে সিঁদ কাঠে মদায়- বাহি- কোথা সে- দেহের সাদি।  
 পোনে তারে কয়াদ কবে- গাথা দিতাম- স্বপ্নে বোড়ি ॥ সিঁদুর হল  
 চোখের দার- এক ঘোন- আহুতি মিতা- সে- দেহের- ফিঙ্গ-  
 তারে- তিলী- মেরে- ছুরিকেরে- কোন মোড়ি- ॥ ময়- মোড়- মোণা  
 কোন- হেমায়- তার- এক- কোনায়- তবের- সিঁদা- গা- তারাত-  
 দেহের- নাশ- মো- চের- কার- হাতে- দিহ- দাড়ি- ॥ শির- গৌ-  
 গা- ম- মহা- মিলো- নু- মি- মি- মিলো- আমায়- নান- বনে-  
 একো- কালে- দেহের- মোণা- গা- ॥

৫৮  
 ঘন- দেহ- দে- ধীর- বাহি- দাঁ- দাঁ- আ- তির- গিলে- আমায়-  
 গুলি- মাতে- বাহা- ম- ম- মে- ম- ম- ॥ তির- গিলে- তির- বাহা-  
 বয়- তার- বাহা- তির- বী- প- হ- কোন- বাহা- তার- মদায়-  
 দেহ- হু- আ- তির- ॥ আমায়- দাঁ- তির- বাহা-  
 গায়- দি- হ- গায়- ক- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ম-  
 শু- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ম-  
 নান- বনে- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ম- ॥





৫ তুলনা মন পাড়া-তোলে। যৌনে রাসদ মণ্ড-যানো তা-কো-  
 -মাদায়-আখা-বনে। মোদা-এও-মনসাদনা-তুলনা-বনে-  
 ফের-দানেনা-দাহের-বাতুন-সে-মনা-রাহুন-হুঁ-একালীনে।  
 দেখা-দোখ-মাদনে-দোখ-বিসদ-মানে-বাহিরে-বোখ-কোনা-  
 হুঁ-অনু-মাদক-বির-করমানে-মানে। তাপ-কো-বুদাই-তো-  
 -মাম-করে-তুলন-দাহের-কাম-বাহিরে-মস-কো-কো-কো-  
 -মাই-লো-দেখ-মু-সাদ-মো-কো-মু-হুঁ-দে-বদ-মো-হুঁ-মক-  
 -হুঁ-মাই-কো-নাম-কো-বো-মাই-মু-সাদ-মস-কো-কো-  
 -মাই-লো-দেখ-মু-সাদ-মো-কো-মু-হুঁ-দে-বদ-মো-হুঁ-মক-

৬ দাতা-কানাই-বসন্ত-মো-কো-কো-কো-কো-কো-  
 -কো-দু-মো-দু-মো-কো-কো-কো-কো-কো-  
 -মাই-লো-দেখ-মু-সাদ-মো-কো-মু-হুঁ-দে-বদ-মো-হুঁ-মক-  
 -মাই-লো-দেখ-মু-সাদ-মো-কো-মু-হুঁ-দে-বদ-মো-হুঁ-মক-  
 -মাই-লো-দেখ-মু-সাদ-মো-কো-মু-হুঁ-দে-বদ-মো-হুঁ-মক-  
 -মাই-লো-দেখ-মু-সাদ-মো-কো-মু-হুঁ-দে-বদ-মো-হুঁ-মক-  
 -মাই-লো-দেখ-মু-সাদ-মো-কো-মু-হুঁ-দে-বদ-মো-হুঁ-মক-  
 -মাই-লো-দেখ-মু-সাদ-মো-কো-মু-হুঁ-দে-বদ-মো-হুঁ-মক-





সোনার মানুষ কলকমেয় দিহিলে ॥ সমর মেখে বিদূত খেলেন ॥  
 দনাবিরা পর হবে দাদি দ্বাধাখণ্ডে বাপনিবি-গানদের করম হবে-  
 শিখি-সেতপ দোশিলে ॥ শুকাকিরণা তরু-বোরা বসন্তাদের  
 দিও কারা কন আশিত হবে তারা দ্বাধতরপারে দলে ॥  
 মকপ-কপে-কপের কিরন-সাগরিত পাতান জুবন-হোদ  
 সাইকয় অবোদ-নানন-বসবার দেখা মুলে ॥

কেশবেরে চিত্তে পা-এসে-মাদিয়া-জোরিক দেখাবো-  
 কেশবেরে ॥ গবেবনে-নাবি-নাবি-নাবিক-বিদ্যা-কুন-আবি-  
 দেন-বুজিলে-দেতে-সাবি-আহা-মদ-নাম-হনো-কারে ॥  
 তার-মসমে-নাহাদিক-কর-নাম-কে-দানিতি-মায়-আইত  
 আহার-দিবদয়া-ময়-মানুষ-কপে-করে-মোরে ॥ নাকি  
 এহ-বাত-দেবো-দেনা-মি-হেরে-তার-পড়া-সোনা-  
 নানন-কয়-ভেদ-সামান্য-না-দেনে-দে-কে-ঘরে ॥



১০০  
 এ'বে সমুদ্রের বোন-বিনাম-কসী-মে'পা-। মা'হা-বা'কির-  
 দা'ব-দা'ব-দু'মুনা'য়-হু'বেরে-ক'পা'নে-দা'ব'মান'দ্রা'পা-।  
 ক্রি'তি-ক'রা-মো'হি'বানি-অ'মু'খ-প্রা'নিক-মান-কো'র'নো-  
 হি'মা-ভো'র-করি'মো-ক'সী-মে'বান-এ'মোন-হা'রা-নি'হে'মন-  
 এ'মন'কি-ভো'র-ক'পা'ন-ব'দ'ভ'দা-। অ'মো'দা-বা'দা'র-এ'নে-  
 নে'পা'বের-না'ব-কো'র'বো-বো'নে-ক'মন-স'ব'মো'কো-ম'স-  
 দে'রি-ম'দে-ম'দে-দ'র'দে-ক'র-কি'হা'রা-ব-হ'নি-কো'না-।  
 দে'খানি'নে-ম'ন-ব'ভ-ই'নে-ক'র-মা'না-নে'ভে-দে'ভো'দ'হি-  
 না'ম-দ'মা-না'ন-ব'ভ-ক'হ-কি'হ'বে-ক'পা'য়-সো'দ-নে-ক'হ-  
 হ'ম-ক'হ-বা'মা-।

১০১  
 ম'ন'ভা'ব'ন-মা'ন'ক-না'র'ক-দে'ভো'ক'। কান'স'মন-এ'নে-হ'ল-  
 কি-। ভা'বিত-দ'নি-অ'ম'খি'র-মো'লো-মো'লো-ভ'মা-বা'কি-গো'লো-  
 কি'জা'সী-ম'-যি'হে-এ'মো'দ'মান'নি-ম'দ'নে-অ'ম'খি-। বি'ম'ক'মি-  
 বি'ম'ক'না'র-হ'ল-এ'ভে'ম'লো-মো'ম'মা'দ'নে-ভ'ক'ম'ক'ম'। ম'ন'পা'ল-  
 নে'লো-পা'য়-কৈ'মো'খি-। শু'দ'ম'নে-স'ক'নি'হ'ম-এ'ভে'ভো-এ'ক'র-মো'কো-  
 ভো'দা'ব-না'ন-ব'নে-ক'র'কি-হ'ম-হ'হে'মো'কো-না'র'ক-।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ [www.amarboi.com](http://www.amarboi.com) ~



৩<sup>০</sup> মিলন মিলন মিলন মিলন মিলন মিলন মিলন মিলন  
 মোস্তাফিজ কাননায়- আমার কাছে মিলন-মিলন-মিলন  
 মোস্তাফিজ কাননায়- আমার কাছে মিলন-মিলন-মিলন  
 মোস্তাফিজ কাননায়- আমার কাছে মিলন-মিলন-মিলন  
 মোস্তাফিজ কাননায়- আমার কাছে মিলন-মিলন-মিলন  
 মোস্তাফিজ কাননায়- আমার কাছে মিলন-মিলন-মিলন

৩<sup>১</sup> মিলন মিলন মিলন মিলন মিলন মিলন মিলন মিলন  
 মোস্তাফিজ কাননায়- আমার কাছে মিলন-মিলন-মিলন  
 মোস্তাফিজ কাননায়- আমার কাছে মিলন-মিলন-মিলন  
 মোস্তাফিজ কাননায়- আমার কাছে মিলন-মিলন-মিলন  
 মোস্তাফিজ কাননায়- আমার কাছে মিলন-মিলন-মিলন  
 মোস্তাফিজ কাননায়- আমার কাছে মিলন-মিলন-মিলন



৭১  
 তিনাচুড়ি...  
 খাঁড়ি...  
 কু...  
 মো...  
 সে...  
 দু...  
 হ...  
 হ...

AMARBOI.COM

৭২  
 মনে...  
 আ...  
 বি...  
 বা...  
 মি...  
 দ...



'শ্রীমোন' চোখেতে অচান-বাগেরা-বহার-। মুখেবলুক-।  
 বাবা-বলুক-মে-মেকেনে-ওয়েহর-। নওনেকপ-নাওয়েতেআব-  
 বাগ-মহ-নাগ-লোকহয়-নাওন-কুহ-নাগ-পাড়া-কায়-কপের-  
 কুহ-কায়-। নেহারক-গোণমাণো-মোনে-মহাব-মন-মুক-  
 বাগ-কোনে-আগের-কুহ-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-  
 কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-  
 কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-

কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-  
 কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-  
 কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-  
 কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-  
 কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-  
 কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-  
 কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-  
 কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-কোনে-



AMARBOI.COM



যেথা-রাহের কথা শুধাও কাহ্নে । আদোম ভোবার বিরাকার-  
 মিলে-কিনে ॥ নাবিকি-হাতিমো-আদোম ভোব । কহা-গোম-  
 কণ-ইলো নিরা-ধ্বংসে-নিবে মেজাজ-মর-কোপিনে-৷  
 মতনে-২ বহুতরু-আম-মেনে-ই-কো-কো-ওবে-দেখল-  
 বা-মাই-কণ-নাবিকি-মর-৷ তু-তু-করি-কো-কাহার  
 মে-কমাতি-মস্ত-দোমে-কণ-ই-কো-মাই-কো-না-  
 মন-তোমা-কো-কো-২-৷

মরসীদ-কিনে-কিনে-কো-২-৷ দে-ম-ম-কো-কো-২-৷  
 এ-কি-মিলে-কো-কো-২-৷ দে-ম-ম-কো-কো-২-৷  
 মিলে-কিনে-কো-২-৷ দে-ম-ম-কো-কো-২-৷  
 মে-কমাতি-মস্ত-দোমে-কণ-ই-কো-মাই-কো-না-  
 মন-তোমা-কো-কো-২-৷ দে-ম-ম-কো-কো-২-৷  
 এ-কি-মিলে-কো-কো-২-৷ দে-ম-ম-কো-কো-২-৷  
 মিলে-কিনে-কো-২-৷ দে-ম-ম-কো-কো-২-৷  
 মে-কমাতি-মস্ত-দোমে-কণ-ই-কো-মাই-কো-না-  
 মন-তোমা-কো-কো-২-৷ দে-ম-ম-কো-কো-২-৷

০৮ বনফারে মুন্সিঙ্গা দেশে দেখা বিনে দেশে। আসন খরসুন্দর।  
 রতন পাথর আনামে ॥ দোতা দোতি দিখি নাহোর,  
 আসনার ফোনের খোর, বিকস আনেক মাইমর আতা  
 বাপসে ॥ ঘোমিনে বেগমিঙের শর মেই মিনে আশোয়া-  
 ছার ঢাকান্দর দস্তাআকার মেমের সোম পাশে ॥ আ-  
 মাকে আশী দিবা মেইবচে ওপাশে। মানন কথজা-  
 নেত বেন হুতায় ৭দমে ॥

০৯ থাকি আদমাবি এক ওতার কোথা বেক কোথায়-  
 আশোর মন ॥ কুড়ে কনমান সরবর, সন্ন্যাস কাহ-  
 লে পরাতার, কমন বিনহয়রে দোহার বোশিক হনো  
 বাবা বাব রেখুন ॥ শুধু বিবু নাইমে কনে, গুরুকর কোমল-  
 মেমে পতা মইক মেমই কনে শুভনের মদায় হবোদ-  
 তুল ॥ স্বান শুকুন বরা হুগোন, মেহুমে হইনো শিবন  
 হেরাদ মাই বনেরে নানন কনের শুভরকিতা কোরগে চেন ॥





১৩  
 শালোম দেয়ালের ঘর কিছিন্ন দিবি আর! বনুজা আর  
 আমার আছে কিছিন্ন আমার সদায় মনে মনে তা বি  
 তার! দেহো মন কৌন দিতে হয় মেন্তে কৌন তার! তা  
 আমারো নয় আমার মনে মনে জানাই আমার ভেবে  
 দোম আমারি থাকি ও গো ভাঙতো আমার হিয়া  
 নাই! ওমে শালোম ভেবে শালোম হইল। ম-  
 মেই শালোম কৈসরন হইল।  
 ওমে শালোম বোঁর শালোম মিলি নয় আমার  
 বোঁর রাই কোন তা কোন তাব মিসাই শাল-  
 লার তাব না কেনে দিই মিসাই শালোম হয়  
 কি আঁলো মেমলৈ হই! ওমে শালোম ভেবে শা-  
 লোম হোম মেই শালোম কৈসরন হইল। আশ-  
 ন পরতো তুলনাই ওঁর নাম বনে আমার  
 ওঁর স্নি তুলে ঘরে মেন শালোমের বসু। গাই



১১  
 মারিবে কি আদব কারখানা এবার শুনেপড়ে- কি হুই-  
 ঠাওর নাহি হয়- ১ তুমি ছোড়ো- আমার দিবরুদ্বি  
 কার সাথে কোনদেবে- বাবো না দানি হেরাৎ- আই-  
 কয়- বেসম- কারখানি এবার পাগোল- হয় রে নানন  
 কেতা হুই- দেউচায়- ১)

১২  
 আশোরেদার মদায়- মদায় দায়ে- ১ মাথ- বনুক-  
 না বনুক- যুগে- ১ আশো- দার কাড়িক- মদায় না বের-  
 আশো- নাই- কি হুই- তার বনুক- লোম- হুই- হুই- হুই-  
 বনেজাদি- কাম- দেমে- ১) বেনম- শুবা- কামের- আশি  
 মদায়- লোম- তুমায়- তারি- বনুক- কাম- নিহা-  
 কাম- দেমে- রয়- চিক- বালে- ১) নারি- দেমে- কাম-  
 মেহারা- সব- বনুক- সাদক- তারা- হেরাৎ- আই- কয়-  
 নানন- মোতা- জালি- মোনি- কিলে- ১)



১০৬

শাদ্‌ শ্রে মের শ্রিগি-মানুষ-দেহো-ন-মুখ-মুখে-কথা-  
 কোকবা-না-কোক-বিতন-দেখলে-দেখা-দায়-১) মানহারা  
 কামির-মতো-শেষ-রোশী-কের-দুটী-বিতন-কি-তো-মো-কিরে-  
 মে-দো-ন-কো-তাহার-অ-তো-দায়-১) কখন-বিতন-করে  
 মাটি-তুলে-দায়-সে-নাম-মত-দী-টি-বিত্ত-দায়-১) তার-  
 নাম-শ্রী-কি-বলে-নে-মে-দায়-১) ও-কাক-কম-কর-  
 যারে-সো-ন-নাম-কাক-করে-তুই-দে-ন-কম-কর-  
 য-মু-রে-সে-যে-ম-ম-কাক-দায়-১)

১০৭

কিশে-আর-মো-দায়-ম-করে-১) দেন-মাক-কর-দে-না-করে-  
 আর-ই-কিশে-ই-ম-রে-১) দেন-মাক-কা-মো-দ-দ-র-তি-কাম-  
 মো-দ-মো-দ-দে-ন-আ-কর-ক-র-১) সে-ই-ই-ই-ই-দেন-মাক-কা-নাম-  
 সব-ই-ই-ই-১) ও-ক-দেন-দ-র-দে-ম-র-ত-ই-ম-হা-দ-ই-ই-ই-ই-ই-ই-ই-ই-ই-  
 কো-র-ত-ই-ম-ন-ম-দ-ই-আ-ই-ই-কো-ম-রে-১) ম-ই-ম-ই-ম-ম-ম-ম-  
 দ-ই-ই-ই-ই-ক-ই-ই-ই-ই-নাম-ক-ই-ই-ই-ই-মাক-কা-ক-ই-ই-ই-ই-ই-ই-ই-ই-ই-



১) গাঙ্গ-বর্ম-বাদি পুণ্ড্র-নৈমিত্তিক-। ক্রমের দ্বাষা-কি-কাদ-  
 জি-পতি-কাদ-করমে দোষ-উন-ভারাক-ইয়-। সোম-নিত-  
 গাই-প্রাদ-সোম-স-কর-পুণ্ড্র-শ্রেক-নে-সর-ইয়-ভার-পুণ্ড্র-  
 নাই-ই-নোনা-এ-বার-ভারাক-ভার-আ-শা-ম-। বাদ-সার-  
 প্রাক-ভার-। দি-নে-কালী-কালী-দার-ভা-ই-য়-না-দু-শী-গ-ব-ই-  
 প্রাক-ভার-ই-কি-প্রাই-ভার-নর-ক-দে-ক-ক-ক-ক-ক-ক-ক-ক-ক-ক-  
 ক-  
 প্রাক-ভার-। দি-নে-কালী-কালী-দার-ভা-ই-য়-না-দু-শী-গ-ব-ই-  
 প্রাক-ভার-ই-কি-প্রাই-ভার-নর-ক-দে-ক-ক-ক-ক-ক-ক-ক-ক-ক-ক-  
 ক-

১০ " বঁট, গোমার মাড়কা <sup>আম</sup> মনে দেবে দেখা দিবে। স্বপ্নের অবস্থা  
গোলে-খোর দাবেনা কোমাদনে। ওহাদানিতের বায়তুনদান  
দনকরা কাহা-হুজুরেতে মতসাবানা-হুজুরি কতো হুজুরে। রস  
ওনা-সদর বাসি জা'দন মেলে তারকা দারি মাদার ক্রেপুদ মদার  
মাকলায় বসেনিগদনে। দারি রাহে দারি-মকবুল ওহাদানি  
এতে-বোতুল-হোদা-ন-মাহ-কয়-না-মে-বস-মান-বু-মারি-মকেনে।



আশনারে আশী দাঁড়ানৈ- । দিনদো-মের পর দারদাম-  
 অবার তারে দিনবো- ফেরেনে- ॥ আশ্বারে দিনিতাম্বাদি  
 যিনতো- আশ দরদামি- রামমের করন হুতো ষিদি- আশ-  
 আশর প্রদানে- ॥ কস্তারপের মাই- আশমন- আশারিকি  
 হয়- নিরাসন- আশো- ততে- পায়- আদ- বান- মাই- মা- বৈ-  
 দোলা- । দিবু- দ্বী- বৈ- বৈ- বৈ- বৈ- বৈ- বৈ- বৈ- বৈ- বৈ-  
 সে- বৈ- বৈ- বৈ- বৈ- বৈ- বৈ- বৈ- বৈ- বৈ- বৈ- ॥

মুরশী- দ- দান- গৌ- ১ চ- রশেরো- মূল- গৌ- রশ- রশ-  
 দে- দে- পায়- ॥ চ- প- দে- রশ- গৌ- দান- মাক- আ- বৈ-  
 ন- বৈ- দান- মাক- মাক- মাক- মাক- মাক- মাক- মাক- মাক-  
 মাক- মাক- ॥ মাক- মাক- মাক- মাক- মাক- মাক- মাক- মাক-  
 মাক- মাক- মাক- মাক- মাক- মাক- মাক- মাক-  
 ১৪ মাক- মাক- মাক- মাক- মাক- মাক- মাক- মাক-  
 মাক- মাক- মাক- মাক- মাক- মাক- মাক- মাক- ॥



১০ মুখের কথা কিসে দাঁদ বঁধা দ্য-রসিক-নাহনে-  
 যে দাঁদ দেখে তা মান-দ্বিজগত-তো নে-মাধুরনের  
 ঠোকা-মনা-নাহাননে-রসিক-রুচনা-মতো-মাত-গোত্রো  
 লোনা-নাহা-সম্বন্ধ-কেনে-৥ রন-নাহানি-রন-রুচনা-  
 নে-রসে-সভে-দে-বঁধা-বে-জো-র-রসিক-দ্বারা-ও-হিস্তে-  
 তে-ধ-বঁধ-কেনে-৥ নিউ-সং-রস-কথা-দে-লো-না-  
 ও-কনের-মাতা-কেনে-না-না-ধার-কেনে-ও-সং-সং-  
 না-গো-সং-কেনে-৥

[illegible]





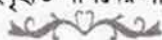


১২  
 ত্যজতঃ ঠদায়-দোদনহবে । মোদন-রিদিকোমমে-কামকামক-  
 দিবি ॥ মতোদন-মহত-দনো-একদশে-কোরেতে ওয়া মো-  
 সেকাসদে-বত্ত-দিনো-মহাকান-সমনোভার । কলিরিবে ॥ অব-  
 মর-হুমে-রিদয়-বেদসাত্তমে-কিতল-দেয়-তা-বের-তা-বে-মেকল-  
 সাদায়-মোশ্রো-কাক্তো-মহাকানা-দায়ে । ওয়া-ম-মাদে-মাদ-ম-  
 দ-ম-  
 তি-কেন-মে-কেন-ম-  
 ১৩

১৩  
 আসনারে ওয়া-ম-  
 মেই-ম-  
 ওয়া-ম-  
 বে-ম-  
 ম-  
 ওয়া-ম-  
 তি-ম-  
 ১৪





[illegible]

শুক-বু-দিলে নেমা-।  
 দল-কর্তা-গোমা-।  
 দিলে কিহা-ব-ম-।  
 হেলা-২-দিন-গো-।  
 বনো-বু-ব-গ-।  
 ইতে-আ-বি-।  
 -৩-বার-গো-।







১০

মনে শুধু যা তোমার মোতি কত রকম। দিগন্ত কিসে হার  
 না তোমার ॥ ৩২ ॥ মেঘাচ্ছন্ন করনতারা, মগ্ন হই  
 মেঘাচ্ছন্ন, তাম্রাঙ্ক হৃদয়। তার কথায় নশাশাসা ॥ মাঝ  
 রে বসে বসে মেঘাচ্ছন্ন হইবে মেঘাচ্ছন্ন, তাম্রাঙ্ক হইবে সঙ্গ  
 আকার মেঘে কথাকথা ॥ তাম্রাঙ্ক হৃদয়, কিসে মেঘ  
 মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় সার্বভৌম কিসে মেঘাচ্ছন্ন নশাশাসা, মেঘা ॥

১১

মানুষ বলে মোহে মানুষ হার। মানস মেঘে মেঘাচ্ছন্ন  
 হৃদয় হার। ॥ দিগন্ত মেঘাচ্ছন্ন, মোহে মানুষ হৃদয়  
 মানুষ শুধু কিসে হৃদয় মেঘাচ্ছন্ন ॥ এই মানুষে  
 মানুষ মাঝে মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় তাম্রাঙ্ক নতা, মেঘ  
 শুনে হৃদয় মাঝে হৃদয় হার। ॥ মানুষ হার  
 মানস মাঝে পড়াবে হৃদয় মনন নশাশাসা  
 আঁধার তাম্রাঙ্ক হৃদয় ॥

১৩) বাপে রোহুনমা বাপে - ১। অনিগ্রহি আনন্দীনি - কিজার -  
 'তার কাছে মোতে - ১। মেমেমেমে মেইআটন-কপ-কপ-  
 নাই মেমেমেমেমেমে - পারহোমোমে - বজনন্দন কপের  
 দানা কিয়ে কপে - ১। আমবিবিলেবুদা হান ৩৬৮ -  
 জাদন নাই দানি বোনমো কিয়ে - কপকপানি  
 বনগ্রাহীর বনবাতে কপে - ১। বদনার সেকলর  
 গর কিয়েকদনামে - বিজে - থেরাৎ আর কপান  
 রে জোর বিবিলে - কপে - ১।

১৫) কিয়েআমো - ১। কতই - দেনে কতইওনৌঠক -  
 মজেনা - লেন - ১। বুজির কেটোব - নদী - বোমো -  
 কলার ভোমো - সর্গহো - সকলভিত্তি - বোমো - আমানাই -  
 লেনবলগতি - ১। দূরতই দূরমোমে - মোহবিনা - মোহুল  
 বিলোভন - রাম - দরনে - মাদুর - মতায় - তার - শুকলতি - ১। যে -  
 পাবে - দাতো - কের - জিহান - অশ্বদন - সেকেরো - মার - মানবক -  
 দূর - তে - মার - ভিত্তি - ১। মোহ - ভিত্তি - ১।

[illegible]

দেহমায়া-বস্তুসমূহ জ্ঞানবাহিনী-অমর দেহমতে ১ তৃতীয়ে-  
 ক্রিয়ারার্থ ১) যিহে-অমর বাহিনী যিহে-দোহোদভিকার  
 কারমায়া ১) ক্রিতি-কর্মসমূহ ক্রিতি-কর্মসমূহে-সেবানি-  
 ক্রিতি-কর্মসমূহে-সেবানি-কর্মসমূহে-সেবানি-  
 ওতার-নিউ-ওতার-অমর-কর্মসমূহে-সেবানি-  
 ওতার-নিউ-ওতার-অমর-কর্মসমূহে-সেবানি-

ଶୋନା-ମାରିରେ କି ଆସବ କାରଖାନା-ସମାର ଉପେ  
 ମଡ଼େ-କିହୁଏ-ପାଉର-ନାହିଁହୁଏ-॥ ୩୪ ॥ ଧୋଳେନା-  
 ଆସାର-ଦିଗେ-ରୋଦାନି-କାରଖାନେ-କେନ-ଦେଖେ-  
 ବା-ରୋନାକ୍ଷାନି-ହେବା-ସାହ-କହ-ବେମତ-କାରଖାନ  
 ମାଲୋଲ-ହୁଏ-ରେ-ନାଲନ-ଦେହା-ହୁଏ-ହେଉଥାଏ-॥

[illegible]



ক্রনের বেল হিন্দা মাঝে হিন্দা মাঝে মাঝে মাঝে ১  
 ক্রনের আলাদা ক্রনের বিচার আমারি ক্রনের হিন্দা মাঝে  
 তারে মাঝে তারে মাঝে হিন্দা মাঝে হিন্দা মাঝে  
 ক্রনতারা ১০৮ দাড়া বিদিত দাড়া ক্রনতারা ১  
 হোতা মাঝে মাঝে ক্রনতারা হোতা মাঝে  
 হোতা মাঝে হোতা মাঝে হোতা মাঝে হোতা মাঝে  
 হোতা মাঝে হোতা মাঝে হোতা মাঝে হোতা মাঝে  
 হোতা মাঝে হোতা মাঝে হোতা মাঝে হোতা মাঝে

১০  
 আমাছিকি মেধা মাঝে ১ দিনে হোতা মাঝে হোতা মাঝে  
 হোতা ১ মাঝে মাঝে ক্রনতারা হোতা মাঝে হোতা মাঝে  
 হোতা মাঝে হোতা মাঝে ক্রনতারা হোতা মাঝে  
 হোতা মাঝে হোতা মাঝে ক্রনতারা হোতা মাঝে  
 হোতা মাঝে হোতা মাঝে ক্রনতারা হোতা মাঝে  
 হোতা মাঝে হোতা মাঝে ক্রনতারা হোতা মাঝে  
 হোতা মাঝে হোতা মাঝে ক্রনতারা হোতা মাঝে



৩. তেঁর দারে বাসা জায়ে সায় । হিন্দুকি ধোয়ান বলে  
 তেঁর বিদায় সায় ॥ শুদ তাকি মাতো আনা তেঁর  
 কাবর তেঁর হোনা সোনা লীয়েচে মে তেঁর কাবা  
 তার সববসায় ॥ রামদাস-সুচি তেঁর মাতো তেঁর  
 বন-সাদা তেঁর সোনা সোনা ঘরীবা দে মানসাদ  
 ১৫ ॥ শুকলান্দে হুনা তো আনো-সুচি তেঁর সববসায়  
 হোনা-মানন বলে কিহে দোনা শুভে সায় ॥

৪. বাঁকর কাণোচ গো-হুনা ॥ কখন-কানি এসবে  
 মানন তেঁর সায় ॥ কখন-তিয়ে-হুনা সায়  
 ১৬ ॥ ইনে মোষ-কোবলতি হুনা-দোনা-বৈব  
 সায় ॥ তখন-তুনে-দো-তারে ॥ আশন-বাঁকর  
 নিরক-দোনা-তারে-কেনে ইতো-সানা-দোনা-বৈব  
 দোনা-দোনা-দোনা-আগে-১ ॥ শুক-সোনে-হুনা  
 শুক-সোনা-দুশ-সোনে-হুনা-দুশ-সোনা-সোনা  
 মানন-কহ-সাদ-বৈব-দোনা-কিসে-দুত-১ ॥

328

[illegible]

551

[illegible]

১০৬ ও' ভোর চিকির গল্পে তুল সন্তোষের ন। বিশেষা'না'ব'র  
 মানু'ম' রতোন' ৭ ভা'গ'ন' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে' বে'ভ'স'  
 স'ভার' ম'ভার' ভে'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে' | চ'ন'ম'ভার' -  
 ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে' ৭ | ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে'  
 ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে' ৭ | ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে'  
 ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে' ৭ | ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে'  
 ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে' ৭ | ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে'  
 ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে' ৭ | ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে'

১০৭ ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে' ৭ | ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে'  
 ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে' ৭ | ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে'  
 ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে' ৭ | ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে'  
 ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে' ৭ | ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে'  
 ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে' ৭ | ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে'  
 ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে' ৭ | ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে'  
 ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে' ৭ | ম'ভার' ম'ভার' বাই'আ'স'স'রে'



দিবা কালের বানকাদি জেদি দিনে-। মেঘাশ্রমে মন দাত  
 পুনে ॥ ক্রিমি মরি-প্রদা মরি-। ক্রিমি বক্রম-হৈমনে ॥ জিহ্বা মরি  
 স্রষ্টব্য তাত-মহা-রশের ক্রম-মরি-। চেষ্টা মরি-তার-বর্নাম-  
 জামার সিদ্ধ-মরি-বক্রম-মরি-। ক্রিমি মরি-। মেঘা-  
 দন মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-।  
 ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-।  
 ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-।  
 ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-।

ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-।  
 ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-।  
 ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-।  
 ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-।  
 ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-।  
 ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-।  
 ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-।  
 ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-।  
 ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-।  
 ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-। ক্রিমি মরি-।

১০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে - বঙ্গদেশে মাদ্রাসা ১ দেওয়া হইয়াছে  
 ১১০০ খ্রিঃ (১১০০ খ্রিঃ) - ১২০০ খ্রিঃ - ১৩০০ খ্রিঃ - ১৪০০ খ্রিঃ  
 ১৫০০ খ্রিঃ (১৫০০ খ্রিঃ) - ১৬০০ খ্রিঃ - ১৭০০ খ্রিঃ - ১৮০০ খ্রিঃ  
 ১৯০০ খ্রিঃ (১৯০০ খ্রিঃ) - ২০০০ খ্রিঃ - ২১০০ খ্রিঃ - ২২০০ খ্রিঃ  
 ২৩০০ খ্রিঃ (২৩০০ খ্রিঃ) - ২৪০০ খ্রিঃ - ২৫০০ খ্রিঃ - ২৬০০ খ্রিঃ  
 ২৭০০ খ্রিঃ (২৭০০ খ্রিঃ) - ২৮০০ খ্রিঃ - ২৯০০ খ্রিঃ - ৩০০০ খ্রিঃ  
 ৩১০০ খ্রিঃ (৩১০০ খ্রিঃ) - ৩২০০ খ্রিঃ - ৩৩০০ খ্রিঃ - ৩৪০০ খ্রিঃ  
 ৩৫০০ খ্রিঃ (৩৫০০ খ্রিঃ) - ৩৬০০ খ্রিঃ - ৩৭০০ খ্রিঃ - ৩৮০০ খ্রিঃ  
 ৩৯০০ খ্রিঃ (৩৯০০ খ্রিঃ) - ৪০০০ খ্রিঃ - ৪১০০ খ্রিঃ - ৪২০০ খ্রিঃ  
 ৪৩০০ খ্রিঃ (৪৩০০ খ্রিঃ) - ৪৪০০ খ্রিঃ - ৪৫০০ খ্রিঃ - ৪৬০০ খ্রিঃ  
 ৪৭০০ খ্রিঃ (৪৭০০ খ্রিঃ) - ৪৮০০ খ্রিঃ - ৪৯০০ খ্রিঃ - ৫০০০ খ্রিঃ

১০০০  
 দিবা রাত্রে অনেক ঘণ্টা বাজবারি। রত্নবনে এমনিয়া-  
 নের আকমার ৭ মাসিও আটক বিখ্য। দুইদিকের কাবো হুজা-  
 মুরসাদ। অমল মর হেরা সজ্জা দাও জারি ৭। দ্বারের কথা সব  
 দুইদিক। মোতা কমা। মনাম। হুজা। এমনি কলে মোতা সনাম।  
 দিও সবদার ৭। এসতে এসতে মোতা। তারে মোতা। মোতা মোতা  
 যাননে সে যাননে মোতা কোরবে। জারি ৭। আনকা আও। নিচ মোতা।  
 মোতা মোতা দিও বনে। যাননে বনে। রত্ন মোতা। রত্ন মোতা।





১০২

দিনোদিনে হোলো আবার দিনজানি। আনন্দিনাম লেখায়  
 খসায় হোলো আবার হালো হোয়ায় সদায় লেখায়। রসভর  
 নিয়া রাতে সোণোহান বোরজের মাতে আয়ায় দেও দেয়া  
 মরমপতে আয়ায় কালে কলে দোয়া দোয়া। বাহ্যকান লেখায়  
 লেখো লেখায় কবুক হোলো আবার দেউকান হামলে লেখায়  
 কালে কলে আনন্দিনাম। দেওয়ায় দেওয়ায় আনন্দিনাম  
 দোয়া মানবলে হায় কিদো আনন্দিনাম লেখায় লেখায় -

১০৩

লেখ দেখনারে মন লেখ দে। চারিবিদ দিগে কানক মানিলে  
 কোথা যত। হুমেসে দিগে মাঝে আনন্দিনাম লেখায়  
 মাঝে দিগে দিগে আনন্দিনাম লেখায়। দিগে দিগে  
 দেতা দিগে দেয়া দিগে দেয়া দেয়া দিগে দেয়া দিগে  
 জায়াবরে। কবুক লিখ লেখায় লেখায় লেখায় লেখায়  
 লেখায় লেখায় আনন্দিনাম লেখায় লেখায় -

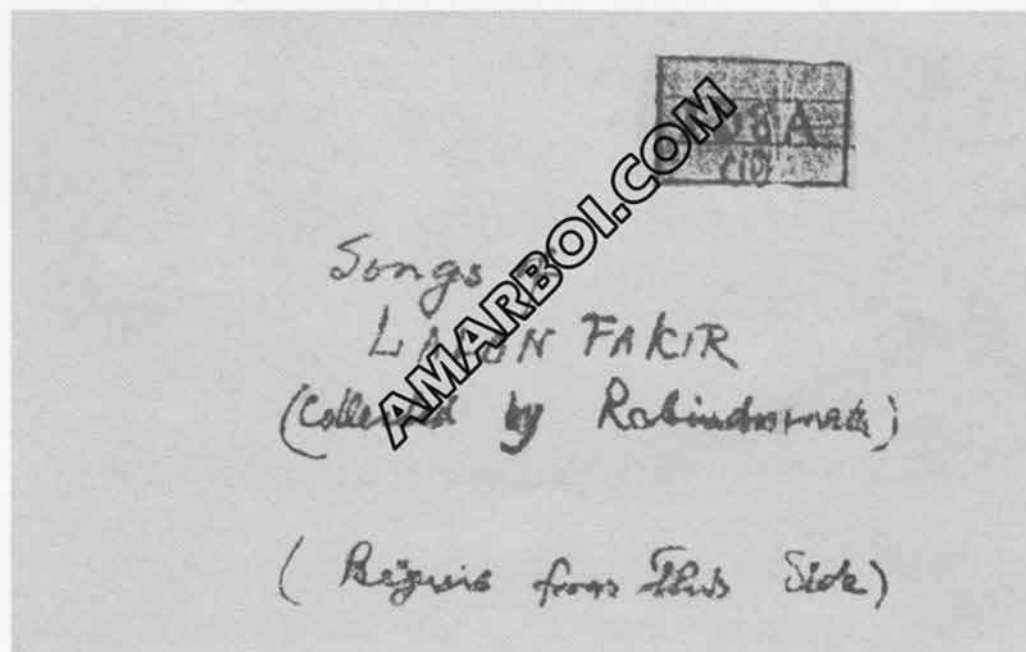


লাগে লাগে লাগে গরুর গরুর মেদো গরুর গরুর গরুর  
লাগে মেদো গরুর গরুর লাগে লাগে লাগে গরুর গরুর  
গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর  
গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর  
গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর  
গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর

লাগে লাগে লাগে গরুর গরুর লাগে লাগে লাগে গরুর গরুর  
লাগে গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর  
লাগে গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর  
লাগে গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর  
লাগে গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর  
লাগে গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর  
লাগে গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর গরুর



খাতা : দুই





AMARBOI.COM

১  
 এনারি আনারিমন আশা বাদমা আনোম মানাত্মি তোমার  
 আমায়ের মায়ে আমায় কেনার দেউকায়ে গাক মোয়েহাও  
 তোমায়ের তাইতে তোমায়ের তাইতামায়ি ॥ মুহূনামেয়র  
 মায়ের আমায়ের বেদোম নামায়ে, আমায়ের তারে মেয়ে  
 করে আমায়ের নামায়েন কেনার কায়ে আছে হুমামায়ের  
 আমায়ের মায়ের হুমামায়ি ॥ মেয়ামায়ের মায়ায়ের মেয়ে  
 মায়েতে তুমিই তোইতে, তার মনে শুনি দিনে মদ্যতায়ের  
 মোনোমনে আমায়ের নামায়েন মোমনে কানা মোনো  
 এরহামি ॥ নবিনামায়ের দ্বারা মিতাহেদ কায়েতায়ের  
 মেই মিতাহেদ দ্বারা মিতাহেদ, বিমাইমাবে মোমোকেদে,  
 আমায়ের তারে মায়ায়ের দ্বারা মোনো এরহামি কানা  
 মোনে মালন কয় মোর কিহদ কানি ॥

[illegible]



৩

সার ফরো দয়াল-আমায়-বিশেষরে । নতুন-এবার  
আমি যোর সাগরে ॥ মনগোনা প্রয়নোম গায়-  
আব শেষ-কৃপাভোবাদার ত্রুণি মাঠ মুখাচায়-  
আমি-আমারে ॥ ও-বোদগোত-আমি ত্রুবে-মোলায়-  
শাভাল-মামি অপারের কাতার ত্রুয়ি নেও-ফো-রে ॥  
আমি-ফার ফো-আমার বুকে-বুল-না-এবার-অমার-  
আব-সার-মলায়-ফেরে ॥ আর-সকল-পায়-  
সেসে-তার-দিনায়-দোহ-মানন-কয়-দয়াল-মাম-  
সার-ভেন-না-তাবে-

৪

এ-মো-হে-আমার-কাতারি-আমি-মত-ই-অদম-  
পা-মারে-মো-আমার-দর-জোরি ॥ শা-ম-মত-ভুলে-  
এবার-ও-বো-রো-নে-দোম-বো-কতো-আর-ত্রু-ম-নি-কত-  
জা-দর-মত-ও-বে-দন-মত-সপরি ॥ ফো-ম-হু-তে-আই-  
লা-ম-হে-তায়-আবার-দানি-দায়-আমি-ফো-ম-য়-ত্রু-ম-  
মন-র-মের-সার-তি-মো-য়ে-ক-মু-দে-মে-নে-ও-ম-নোরি ॥



শান্তি-শাবোন নামতোমারহেমাই শান্তিগানি-তাইতে  
 দেই-দোহায়-ওদিন-বালন-বনে-তোমারবনে-তোমাকারে  
 করি

৫

মেঘ-মেঘ-অসরাদ-দাপের-চলন-অসরার-দাপের-অসরার  
 বজ্রোদ্ধার-নেশি-এবার-আজ-এবার-তোমায়-  
 তোমারি-মেঘতায়-আমি-বাকরা-তাই-মারো-ওমি-  
 রা-মো-মারো-মেঘ-নামি-তোমারি-একগত-ময়-  
 শান্তিগানি-তাইতে-মাই-তোমার-শান্তি-শাবোন-নাম-  
 মাই-মাই-মস্তোমি-মো-নো-মাই-ওরাই-ও-জা-  
 ওমায়-গ-কোশুর-শেয়ে-সার-দারে-আবার-দয়া-  
 হয়-আবারে-বালন-বনে-ও-আমি-আমি-কি-কোর-  
 কেহোই-নয়-। ✓

১  
 পার-কলোহে-দুখান-দাঁদ-আমারো-মেঘে-এগরাদ-আমার  
 এত-লো-কারা-গারে ॥ আমি-অবিস-বিব-তোমার-নাদি-  
 কলোহে-পার-দুখা-অকা-শকরে-মাত-নামো-ন-পাও-নামা-  
 ফোল-বে-লো-আন-তোমারে ॥ নামে-নে-তোমার-হিমা-  
 পা-দো-নামি-কোম্বা-কে-কোরি-তোমারে-আমি-দামি-  
 ওই-তোমারি-তাত-দেও-মোর-অঙো ॥ হু-নে-হু-নে-  
 সব-না-পায়-তোমার-সব-কি-মুখ-হিবি-সু-গারে-  
 নারু-মি-ও-কো-দ-নান-লো-বে-ম-খোর-ত-রে ॥

২  
 কোম্বা-রেনে-হে-ও-দ-নান-কা-পার, এত-কো-ত-রু-দে-আমায়-  
 দেও-হে-দ-র-জোর ॥ আমি-কে-কোরি-তো-রো-ন-নাম-  
 ধ-রে-দো-মো-ও-নামো-ন, সেই-ও-রো-মায়-আ-হু-ক-ম-দা-শে-  
 মে-খ-রে-হারি ॥ হু-ই-করি-এগর-বি-ও-আমি-হে-তু-মি-  
 না-মো-মার-নে-মার-মি-ও-জো-বা-দ-ও-বে-দ-ও-পারি ॥  
 স-কো-মি-কে-মি-নে-পারে-আমায়-ও-দে-ই-নে-না-কি-রে-  
 নান-ন-ক-ম-আমি-স-মারে-ও-র-কি-ও-ই-ও-রি ॥



এমন শুভার্ম আশার করে হবে। দয়ানন্দ  
আজ্ঞা আশা গার্বোবিরে ॥ আশার আশীষ  
বল কিবুই নাই কেমনে সে গার্বোবিরে দলেব গেরি  
দোহায় আশার ভেবে ॥ গার্বোবিরে নামটি তার  
তার মোনে বল হয় আশার আশার আশা  
আশা নিবে ॥ গার্বোবিরে আশার আশা  
দিন নামন বলে দিগে দিগে কারি আশা ভবে ॥

আশা কি হবে এমন বোম্বো আদুর মেলে।  
হেনায় ১ দিন বসায় থিরে এনে কালে ॥ মানব  
দলে আশায় কতো দেব দেবোতা বাকি তুমি হেনো  
জনম দিন দয়াময় দিগে কোম ফলে ॥ কতো কতো  
লম্বা দিন ভেমন কোরে ছোড়া মানব দলে মন  
ওমিৎমে কি করিলে ॥ হুনোনা বোম্বো আশায়  
কতো বেলা কেনা নামন বলে দলে গার্বোবিরে  
মোলে ॥

১০

দুগত-মহাভূতে তোমানে মাই । তঁহি দেও হোতে-  
 চরোন মাই ॥ রামদেবোন দেখে বনে বাক্য-  
 সাদায় রিদ্দ কোমনে তোমার নামের শ্রীয়ায় মন-  
 মনেছে বাণ ফেরন তাই দেখেছে ॥ তঁহি-নন্দো-  
 বন্ধাত লোকে মহাভূতদো-দিতো তাই রে দাতো জিব  
 দেখাছে খোরে কাশো তোমার দাম তাই ॥ চরনো  
 দুই মন নয় তথাপি মন তঁহি দায় ওখিন বানন-  
 বনে হোদয়া ময় দয়া কল্যা আন আশা ॥

১১

মনের তোমো-মাত মন্দো-১ তঁহি-দৈমা মআমিক  
 অন্দো ॥ তঁহি-দৈমা মআমিক-আবদাতায়নারি  
 মানে শুকর দয়া হইবে কিসে-দেমে তঁহি বিহিন পদরহো  
 তোহি-দৈমা শুকর-দৈমা-নন্দো-মো-মাতায় মনো-বাননে  
 মাদ-তঁহি-বাননে তঁহি-দৈমা-মন-মাতায় মন-হইবে দৈমা ॥  
 মাত-দৈমা মন-মাত মাদ-তঁহি-দৈমা-মন-বানন-  
 বনে তোমার মাদায়-দৈমা-মন-বানন-দৈমা ॥





১২  
 যবের মদন হোলোনা একদিনে। আমায় আছ কোথা  
 ধাবো-বোঝা যা কার মেলে। আমার বাহু আমায়  
 ধর বলা কেবল কাক্যারিয়ার মার পলাকে সব হবে  
 স্তম্ভুর কোনাদিনে। গাকাদামান কোণাদি বোঝা  
 শুকে বাধকারি বো মনে ভেবনামনা কে কখন বাণো  
 সমানে। কিকিরিও কিসা কোণে গোপে বোঝাই  
 হুইল-তার নামন কথুতর দিয়ার হামনে।

১১  
 মোমাই আমার মন ধাবেই যেনে। আমায় মোড়-  
 আমায় আমনে। কতো অবিস্ত পাসিতাপিতা বো হেনে-  
 ওয়ারনে। ধমাই-মাদাই দুটীতাই কাদাই ফেনে মেয়ে  
 নাড়ুতা রেণে মিলে-আমায় পাসিতা কাদি মদায় মদায়  
 হরে কোন কামে। ওহিলে দামন দিলো মেওতো মনুষ-  
 হুইল-তোমার মদন বীণা কে আমায় তোমার কেও নাই মোতাই  
 কি মনে তারিলে। তোমার নামক ছাদিমারি দেমবেতু-  
 তোমারি ওয়ার দাণে কোন মনে-তোমার বই ওয়ার কেঁদে  
 আমার মত-নাশন কে দেবনে।



১৪

তোমা রৈনেহে তুমিমান কাঙারি । এত বোতরুর্দেজামায়-  
দেউহে দেউন গোৱি ॥ পাসিকে খোৱিওতা যোন নাম-  
বোৱেনে পতিত পাৱোন মেই ভরোমায় আছি এমন-  
চাঙোক মেমজোৱি ॥ এতাইকরি অপরা দোতআমিও-  
প্রাণিনাও মাৱনে মাৱি নিতাপ্তা বাচাও বেঙে মাৱি ॥  
মকানিকে নিলে মাৱে আশাতো দেউনা কিরে মানন  
কয় আশি মসারে তোরাকি পুতুই ডাৱি ॥

১৫

নেমনাহে এই পামায় নাছি শোভা হে মোউরাজিকি  
ওৱিও ॥ নাছিয়া মসারে দোতো যোন মসারে বিনা ভে-  
শেই বোন আশি বরু অৰোম নাছান মসোয় চেই নেনাহে  
মোউর আশামানেতে ॥ তোমাৱি শুয়ে বোঁৱা মসায়-  
কাঠেই গুমানি নলিন হয় আশি দিনাইন ভয়ন বেহি-  
চেই নেনাহে অসার যোথ বসে আছি দেগে ॥ মানোতা-  
পবন তেঁৱা ঠেসর এতোরিম মকানি হয় মাৱ চেইন মসেবনা  
বাপে মাৱ হানা নাছন সোনোত্তমী শ্রেম মসুতিতে ॥



১৬  
 এদেপেতে এইশুক হোনো আবার কোমারাইদানি।  
 পেতাই একডাঙ্গা নেকা-কনকমেনো ছোটোপানি।  
 কারবা ওয়াযি কেবা আয়ার এস্তো-বস্তাটিকনাই। তার  
 বোদিসি মেখে ছোর এন্দোকার এদায় ইয়না দিনমানি।  
 আরকিরে এইপাশিরতায়া দয়ান চাঁদেই দয়াই বেকতো  
 দিন এই হানেকানে বাস্ত-পাশের কায়েনি। কারদোষ  
 দিবো এস্তানে দিন মোদি ডেইনবুনে নানকলেবতো  
 দিনে-গাদো মাঝে চরনকমানি ॥

১৭  
 এখন মানব কনকমারাইবো। ঘনকাকরো ওয়ায় কড়া  
 এইভেগে এনাভো কশাইচী কস্তনমাই মানমানবের  
 ঠিকম কিমুইনাই-দেবদেবোতাপোন করেআরাধীন-  
 কমানিতেমানবে ॥ কতোতাপুতুদনে নাকানি মনর  
 জেগেহো এইমানব তারানি কেবলাওতয়ায়-তোরি  
 শুধীয়ায়-কনকারানা ভাবে ॥ এইমানমে-হবে ঘরিকন  
 ভোমনতাইতে মানুস কণগাঠনো নিরাঙ্গন-গরটকনেআ  
 নাদোমি দিনার-ওধীন-নানকতাইভাবে ॥



১৫  
আমি কি দোষ দিলাম রে রে । আমার প্রাণের দোষে  
গলায় ফেঁসে রে ॥ শুকুদা শুকুদা গেলো কালের সযাব প্রহর  
যে নো তোমার অস্ত্র তো কল মাঝান কলেন ঘন মাঝে ॥  
মে আশায় বতরে আশা ভাঙে মোরে আশার বাসা খট্টা নো  
ফিঁদে দশা গার পেতে বানোর হোনো রে ॥ তবু শু-  
চিলা নে ঘন এস ঘন কি কোরা বতর-মিয় জোরে নোন-  
নালন-হুতর-মুতো কুণ্ডায় মেলো ॥

১৬  
কারি দিবা দোষ নাহি করি দোষ ঘনের দোষে লুপ্ত-  
আমি গলায় ফেঁসে আশার ঘন জোদি বুজি তো নো রে  
দেখ হুতর-নব জো আশায় বিরাগাশ রে ॥ ঘনের প্রল-  
লো হো মনো মহা ঘন-বেশার করে শেলো অমূল্য রতন-  
আশায় তু কালি অবোধ ঘন-এবার আশার প্রহর কি হু-  
না শেলো-ম-ফার ॥ অশি-কালের কালো কিমানি  
হু-একদিন-ভেবে শেলো-অবোধ-মনুষ্য-ভেবে দোষ-  
অমানি হু-একদিন-মকোন জানা কাবে দোষ-ম-বেরে ॥  
কামোদ-হুতো ঘন-আশার শুধা তে-ন-গোন-আশা-  
-



বেশ্যার হেঁচাহ-মাই-কয়-নাম-রে তোমার দুইভিষ্ম-  
দশা-ভগ্নি খোঁজ-আগে-রে ॥

১০

হুমি-কার-আজ-কেবা-তোমার-ওই-সহ-আ-রে । মিথ্যে-মায়া-  
মারি-মন-কিরো-রে ॥ এতো-মিথি-দেউ-দেব-কায়-দা-লে-  
সেউ-মাহা-দেয়-সন্তে-সব-কান-দেয়-তার-গো-রে ॥  
মমাত-মকান-মকা-অমমাত-কেউ-দেয়-দেখা-দার-পা-পে-  
মে-লো-লো-একা-দার-ক-মে-দে-মো-দে-মো-ন-ন-আ-পনার-  
কারে-বলো-আমার-মাই-কয়-নাম-তোমার-মন-না-হি-রে ॥

১১

দয়াল-মিতাই-কারো-কেনে-দাবনা । চরেন-হেঁচো-না-রে-  
হেঁচো-না ॥ মিথ্যে-মিথ্যে-করি-মন-ব-রো-মিতাই-দাঁ-দে-  
দে-ন-এবার-গার-হা-বি-পার-হা-বি-ও-কান-আপা-রে-কেন-থেক-বোনা ॥  
হারি-নাম-তো-মো-নি-লো-ক-কির-দো-মিতাই-নে-ও-য়ে-এমন-দয়াল-  
দাঁ-দে-পে-য়ে-সর-কেনে-নি-নে-না ॥ লো-মি-দাঁ-দে-ক-  
হো-অ-সদা-য়-পা-রে-হে-তে-তেক-দে-সদা-ম-মিতাই-ও-বিন-  
নাম-বলে-মন-দে-মো-দাই-এমন-দয়াল-মিল-বে-না ॥



১১

পারে নোহ হাও আশায় । অপার যোহ বশে জাহিত হৈ  
হানিয়া ॥ আশি একা বৈশ্যাম কল্য-মাঠে ভানু মেধোশীলো  
মাঠে তোমাবিনে খোরসং কঠে নাহো অর্পণায় ॥ নাহো আর  
অজ্ঞান সাদোন দিগোদিগে দপতোদোন নামস্তমিষ্টপাতি  
আনান তাইতে দেই দোহাই ॥ অপাতির নাহিলে গতি  
ও নাগেরাইরে খোতি নালন কয় অদম্যে শ্রুতি কেবোনা বোমোমাথ

১২

কি কীর ভবে ঘরি মন আদিত যের দেমিনে । বেয়া আদু  
মাধুমে আবি মেইনাদিগে দাই কেমনে ॥ মাধুয়া বাসি  
কমন বীরা মাধদা কিসায় ভূবিত্ত কহ ভরা দেশে দাও  
গারিও দীড়া মেইদমা মূল ভাবনা লেনে ॥ মাতিপদে  
ভাতিয়া রা কপোত ভাবে ভাবো কতারা মন আশার  
তম্বাধারা কাপেশ্বর রাধাদিনে ॥ মাখাল কলটি  
রাধা দোলা তাইদেমে মন হোলি খোমো নালন  
কয় ভালো ভোমো কোন খড়ি ভোবেতু কানে ॥ -



১৪

যমুনাদিনিকি হুবেরে আর । মোদামেই কোরেগেলো-  
 রোহুল কাশে-অবোভার ॥ আদোমের কামুসেই  
 কেতাবে শুনিলামতাই নিখিহার মোলো রেতাই মানুস-  
 মুরশীদকম্বো সার ॥ মোদাখুতে গজদা আদম-খুত-  
 দানাদাখ-ওতিমরম-আকার নাইখু খুতে ফেরন মো-  
 লোকে বোলিবে তাত আবার ॥ আহামদের নাম-  
 মোমিতে-মিমনাকি ক্যা তাকি কিশোতে-খেরাক শাইক-  
 নালন তাকে-বিকাত-বির দেহ-এবার ॥

১৫

সকাল-কম্বো-করে । কম্বোনের বাস শুধু মোবরে ক্যা লেহাম  
 সকাল-কম্বো-করে কম্বোনের নাম মোসাম-দু-কম্বো-কম্বো-  
 জে-মোবরে ॥ বাদিখাকে-এই কম্বো-রত্ন-এনে দেহ-কম্বো-  
 মোসামে-কম্বো-মোবরতি মুখে দুই বোরন বাণেশারে ॥ তেরাদা-  
 কেইয়-ভিকারি কম্বো-কম্বো-কম্বো-কম্বো-কম্বো-কম্বো-  
 মেঠেয়ারি অনকারে ॥ হারকম্বো-কম্বো-কম্বো-কম্বো-কম্বো-  
 সেনা নামবলে-ভেবলে-ইয়মা-বিরিকম্বো-ভারিকি-কম্বো-  
 ॥



২৬

আরকি গোষ্ঠের সমবে কীরে । মানুষ ভবে দেহা কয়ে গোষ্ঠের  
দাঁদ গিয়েছে শেরে ॥ এগবার খশে খগোদিয়ায় মানুষ কপোতখো-  
দোয় প্রেম বিনামে কথাতথা গেনেন প্রভু নিবশ্বরে ॥ দার-  
দুগোত্রো তলোম আদি বেদেতে রামিখ-বারি বেদে রো নিশ্বর-  
রশ-শান্তি শুশে গেনেন হুকশেরে ॥ আরকি নেই আদি হু-  
শোশাই আনবে গোষ্ঠের খগোদিয়ায়-বাহুশবনে মেদমাধব-  
কেন্দ্রানবে এমামারে ॥

২৭

চিহ্নোদনে দুগোত্রো আনবে খগোদিয়ায়-বাহুশবনে মেদমাধব-  
আর কতোদির কান অরো-আনি একননে কনবেওয়ে  
দয়া সর ॥ দাশীশবনে খোচিবয়-কাইছে মরহাই দয়াননাথ-  
র দর্শনবেহে শোশাই আশায়-দেও বেদুগো কোদি গোব-  
তোমাও-আদি তোমাবনে দোহাই আশা দোকার ॥  
ওমেঘ-হুইখ-দোয়-নোকানে কোথায়-প্রবশীর-খানগো  
খবমাখ আমার কিদোশেরাকলে-এদমাখা-নে-তুষ্টিদোহা-  
মামো-কিরেদোহে-এগবার ॥ আমিগি হাওয়ার মাত-ভূরি  
তোমার হাত-তুষ্টিনা-তরানে-বেতরায়-নাম-আশায়-মেম-  
প্রশোবাদ-দেওহে-শীতল-মদ-নামন-বলে-খানে-সয়না-বে-আরু-



১২  
 দেহা ভাবে শেইকণ-সেইয়-। রাম-রাই-করিম-কানাই-  
 আশা-দুগত-ময়-। কুম্ভে-মাই-মাত-মোহা-জাগমা-বানেশ-  
 একতানার-মাই-বিদার-মাই-শে-মোল-বানেশ-। আকার-  
 মাফার-মই-বরেকার-একে-বনাতো-গায়-বিন্ধন-ধরে-মশনে-  
 হাতে-একাবিনে-কি-দেখা-দাখ-। একে-বোহার-দেউ-মন-আমার-  
 হাতে-একে-দো-মোহ-নামন-বনে-একে-এক-মেনে-যে-মো-  
 সব-কানায়-।

১৩

মাই-।

নিম্নে-দেখো-নাশে-মাই-মোহ-কান-। দুই-ক-বানেশ-দিলী-মশা-  
 আকার-কিনে-বিনাকার-। ওয়া-করে-মশদ-করে-মোহ-মু-  
 গর-কর-মু-ক-বিনে-মু-ক-কিনে-ই-ম-ম-ম-। মুরের-  
 মানে-ই-ম-ক-ক-কিনে-মুর-ক-ক-কিনে-কিনে-ক-ক-  
 মুর-ক-ক-ই-ম-ম-। ওয়া-ক-ক-ক-ক-ক-ক-ক-  
 ক-ক-ক-ক-নামন-বনে-মনে-দে-দে-মো-ক-ক-ক-  
 আকার-।



৩০

এখন মানব ধনোষ আরাকি হবে। - মনকা করোত্তরাশকরো-  
 এইভাবে অনাশ্রোকণা গীতী কষ্টেনমাই অনিমানবের--  
 তুলোনা কিয়ুই- দেবদেবোতা মোন করে আরো ধৌন-  
 হইমনিও মানবে। কতোভায়ের কনোমাইন মনরেপোয়ে-  
 যে এইমানব তোরোনি বেদান্ত তরায় তরিত্তিধারায়- মেনো  
 তারানা-ভাবে। এইমানমে হবে মাইকি ভকোন-তাইতে-  
 মানুষ কণপঠনে- নিরাশ্রন-এবার মিলে আর মাদোমিকিার  
 নানন কব-কাতোর ভাবে।  
 ৩১ তুলোনা-২ বান, কানেকনা ঠিক থাকেমা। আশ্রমনি  
 ভলকোনারে, সভা-কোনারে, কটাক্ষে মনপাশোন  
 করে দিববিশান-দেহহারা। সন্দেগনে রুদ্রধীর-কানি-  
 নামকাল ওরুসারে দসুদে মনদো-মুত স্তম্ভাতিমোরামনা  
 যে-মারিগেনাপ্রাপাধ-নাজ-এমদো ধীনেওভোদাখনা,  
 দেদোরেরায়-দেমা শ্রুতি সেদোরদেখি সন্দেধারি মানরাধা-  
 র তাকিভারি লম্বালা দেয়-এস্তোচ্চ শ্রুতি তুলোনা-মর  
 মনকাতারি কিকারি রেঙনরি জোনা। রুদ্রেমেও স্তম্ভাজি।  
 মোশে-আদি মনন-মোশ-স্তম্ভাকারে সন্দেধারে দেস্তামদামিষ্ট-  
 সন্দেধে নানবনেওকিরে-মোশে-মারেমানমান।



৩১

কাদন পাঠের কতাবানবারে। পার হো হিরের সাধো-  
 কেনন ফোরে ॥ বকদোষের ভরসা মাই কখনকি দেবর দেবে  
 মাই তখনকার দিবিন্দো মাই কারা পারে ॥ বিবেকোত্তরি  
 মদায় কেনা যুখে মাইর মামলোমা তাতকি আনোম -  
 পান্য দোখিতোরে ॥ ভাষাত্ত-ওরুয়াম-ভোরি বসাত্ত-  
 খুরমীদ কাত্তারি মামন কব-সেইখি পাঠি-কারে সেবে ॥

৩২

কোন তরু মাই করেন যেকোন বহুতবে। দেমোমে আশ্রি-  
 বাসায় আশ্রি মনে খেইর দে ॥ নামা-নামরিকানা, মল্ল  
 মোরিক সেই একনা আশ্রি তরু, আশ্রি-ভেলা-আশ্রি গাধি-  
 তরু ॥ বিনামল-দেবায় রাধা-তার দেখি খরশামি জাধা-  
 হায় কি মদার আধব রোদী-দেখাত্ত বিনি কোন ভাটো ॥  
 আশ্রি-মোরা-আশ্রন বাড়ি-আশ্রি সেলয়-আশ্রন বেড়ি-  
 নালন বনে বনা জাতি কেবল থাকি দুগাঢ়াণে ॥ ✓







১২৬

মনআমার কিহারগৈরব জোরদো ভবে। দেখনারে প্রবাহার  
 শ্রেনা বন্দেহইতে চোরাকিবে ॥ শ্রেকতে হাতা হাতানা  
 মডমা বলেচাক রসোরা গহাকান বোমেহে রাহা কখনকানি  
 কুমারিবে ॥ বন্দেহইনে এমতাচী-মাতীর দেহোইরমাচী  
 দেখেস্তনে হুতমা-মাতী-কৈতোর কৈতোর বৃদ্ধাবে ॥ ভবেআশা  
 র অশ্রুতান বোনোহনে কোরকো সাদেন-মাননবনে  
 সেকথা মন ভুনেহো-এইতাকো সোভে ॥

১২৭

দেতেমাদ হুতরে কামি-কল্পকামী-বাদেগলায় ॥ আকিয়ার  
 কতোদিন মুরবো এমনমাগোর দোআয় ॥ হোনোরেকি  
 দশা-মরবনাশা মবের ভোলায়-ভুবনোভিদে নিশায়েকি  
 কুর্মিনামায় ॥ বিবীতা-দেয়কাকি কিবা মনপাকি যৈষ  
 কৈরে ফেলায়-বাতনা বৃহে বাই ভোরোনি-এগমেওনায় ॥  
 কোলুর বনোদো কুমন-চাকেরুন-পাকোলায়-ওখিবানন  
 গোমো ভিন্মা-পাক হেনায় হেনায় ॥



৩৬

ওমন কেতোয়া-রো ধাবেমাতে-। কোথারবে আইবন্দু  
সব গড়নি জোদনি কানের হাতে-। দেজাশা-রোআশায়  
আশা-হেনোমাতার রাতআশা-খটানিরে কিদুরদশা  
দুঃস্বপ্নে দবন্দে যেতে-। নিকামের দায় কোরেখাড়া  
মারিবে আডোসের কোড়া-মোদা কোরবে বেকা তেড়া  
কোর জেদার মোচবেনা তেড়ে-। কোর কোরে পাখিরিভার  
তারেদায়-আবনে পর খেসকু শাইকুয়-মানব ভোয়ার-  
মারে ভবের কুটুম্বিভে-।

৩৭

মন ভোর আসোন-আনতে কেআছে-। কারকা দায়-  
কান্দোমিছে-। মাকসে ভবের আইবেরা দার শানশাখি  
সে নয়আপনার পদের মায়া-বদ্বিৎ এবার যাচোক্রোম-  
হারায়-পাছে-। মারগান্ধী দেহঘনুয়ায় নানান পক্ষ-  
এক ক্রেমেরায় বাবার বেনায়-কেকারে কথ-দেহো শানভাঙ্গী  
সেহে-। মিছে মায়ায়-মদগেডনা-খাটো পত-ভূমেতেডনা  
এবার সেনে আরহবেনা পড়বি কয়কলের সেহে-। এত্বেক-  
আনিরেন-দেতে একবারি কবিত্তমন-খোদ-সাই বনে রেমান-  
কারকা দায়-মাদো-মিছে-।

৪.  
যন আয়ার ওই কষ্টী থকি ইত্যোর মায়া-। দুহাতে ধমন রে-  
তার মিশলো- লোনা-। শুদ্ধি কামে-থেকতে বহিঃশক্তি-  
গেতে আটল নিবি- মৌলি মনতাই দিবা মোদি বাগ্মানো-।  
কি বৈদ্যে-মিরলো-রিদয়-মোনোনা শুদ্ধি কামে-।  
খাতিতে-মদায়-মোনোনা-। বাগ্মে-।  
অপে বাগ্মে-। দেখাবকারে-।  
কীটবদ্যনা-।

৪১  
কেনে কাল কাটানি কালির বশে ॥ এবার দেহের কাল কাটে  
দিত কাল প্রবরে কাল কাটে আর হবে দিশে ॥ দেহের কালের  
কালের কালে কোন্ দৈনিম্ন দিবের দিমহারানি শিখাইন  
শেনো রবির হোর ওকি হেনো ধোর বোনা দিন ॥ ১৫ ॥  
যিরবে কলম প্রহা কালে কলম ॥ ছাদের মজ্জের দৈব রাম  
দিত কাল কাল কাটে ওকি হবে কাল প্রবরে কালোনা  
কারকি প্রমদানা বীর বীর বোনা শেনো ॥ ১৬ ॥  
বাদি ভোদি বিবাদি প্রবায় ॥ প্রাদোব সিদ্ধি কার কৈনা দেয়  
লাগে প্রবায় না নো প্রমদায় ॥ তার দেহের নানর লোবনা  
শেনো ॥

৪১

টিসোপান জনহেঁটে । আমার জনহেঁটে মা' তথা মা' মা' ॥  
 এক মানানন হেঁটে গেলে তন মানা হোমায়া তনায় ॥  
 দু'ভার তোর কারমা'হিত জনহেঁটারি সা'দ মা' নম্রোয়  
 র' আশে-আশে-জাছো' মরন-বেবেল কা' গো-তে-তোমা' ॥  
 আমায় মোর মন মা' মন-বশে' মোকো' মেনায়' মা' মা' মা' ॥  
 দশা-তনাক'মা' জনহেঁটে আমার জু'দা'ত' গ'মা' ॥ প্রহা'লো'র  
 অম'ল'ধীন-মা'রা'গে'লো' তাক'নি-কো'র' ম'ল'ক'র' নানন'নে  
 ম'র'ফ'গানে' কি'হবে' নিকা'শের' তে'র' ॥

৪৩

আশে-কাননা-তনু'র' মা'ন'হারি'নে-তন'ন' ল'জ'ল'স'র'ো'বা  
 শে'লো' আর'মি'হে' কা'দ'লো'ক'হ'য়' ॥ মে'লো'ম'ন' মে'লো'ক'  
 তান'ব'কা'প'ন' মা'মান' মা'মন' বা'নি'মা'মান' দ'ব'দ'ায়' ॥  
 হ'দে'শে'তে-ক'ত'জ'রি'মে'লো' চো'ক'কা'মে'বে' ক'ক'ক'ম' ক'লো'র'  
 ম'ন'লো'না-তা'হ'তে' বো'নি'বারে' খো'ল'স' ম'ন'হ'মা'রে' ম'ন'নে'  
 কা'দ'লো' ম'দ'ায়' ॥ মো'রে'র' ম'দ'ে'ব'ার' মা'লো' ম'দ'দ'াতা'  
 হা'ও'র' অ'শ-কো'লু' কো'র'স'নে'হা'ত'হ'দ'াতা' রাম'অ'শ-লো'র'  
 দু'ধ' দু'ধ'ন'লো'র'ে' ম'দে'শে'তে' মো'মন'ক'রো'র'ে' ও'রা'য়' ॥ ---





তো আমি মাদ্রীথ-থেনেই-বোনা-কাহারোকেআদ-  
 সেইআদে দেয় হুনা-কিরি নাম বলেআমি তবিতো-  
 নারিকি মাদি শেরেহাওয়া তারহো মো আমায়-৷

৪৪

চিরোদিনে-দুখেরো-ওমনভিলাসিত-একো-হোনেনা ।  
 নাকানিভার কমেভাচার চিত্রাঙ্কিতপ্রবলানন্দনা ৷ লোহাধরো  
 কামার মানে কোকিতো কিকিভাবে সবাবদাওনা ভাঙিলে  
 তোমার মনই এককোণে ৷ সবুজনেদানা-গেনো ৮৮ আশী-  
 লোকের জেরনতিনের আরকমাকি কোরবো বলে! হুনা মে-  
 মিলানো ৷ দেব দেবোতার বাধোনাতে মানুশো-বাইরনানিও  
 নানন কয়মে মানুশ হয়ে-মানুষের করোব জেনেননা ৷

৪৫

আমি কিদোষ-দিমো-কারেবে । আগন-ধরে দোশননা-কয়ল,  
 ওরুদী-ওসতাব-গেনো-কালের প্রণব মনের হোলাভাঙে-৷

আমেরা কলো বাম্বা কলো মনমাকলো রে ॥ জেআশা  
কতবেআশা মোলোমাতার রাতমোশা ঘাটীলোবাঁকুর  
দশাচাকুর গজলো বাম্বা মোলোরে ॥ শুকনতুলে  
মিনেমন অসম্বাধি ফিফোরি ওমন রেগাক মাখ কখলো  
মানম কখর গজলো কতায় মোলোরে

৪৬

আমার মনেরে মোমায় কি কতবোকাভোনা আমায়তুম  
দেখু আমায় মিরনোরে মন রাহুতি-এশো-কখন মোনে  
আগুন নাগে মতায় আমায় দেবে মনআগুনকে দেবেমন  
মোমায় মোমায় জেআশা জেআমার কবেআশায় মো আশা  
আবধি কখন কুরাই মো পুরেব জেজি জিহি-পোম মেরি  
কলো বাবানাকি আর হবেরে শেষে ॥ আমায়তনেআব  
দেখা মোকায়রে কত আমায় মোলো তুম্বা মকনকগেত  
কলে কলবো গখর কমা কেখদা দেখা মনআগুন মনমন  
হতেহে ॥ কত মোমায় নতায়নোবেরে কমনশে বেদেয়ারিন  
আমায় কেহ নানকি মদায় দিছো শুকন মোমায় আর  
দেখো আশীল-এমন দেশে ॥





৪৭

দেহনাথ কিম্বদন্তি-ময়-। বিনেবিনে আদর্শবিশিষ্ট  
 হিঁদ-ধীরেচে-তায়-। নাইসে-সাধের আশা-গোড়া-  
 :নই-ওরে-আছে-খাতা-কুনবিহেতার কুনটী-হাতা-দেখে-  
 বীন্দ্রা-হয়-। বৈনবো-কিলেই-গায়েকথা-কুনে-মই-  
 কনে-সুদা-সৈরবেতে-হরে-মুদা-দাঁড়ি-উতারা-। কেন-  
 ল-গায়েক-অর্থবানি-চেভোন-বলে-সাই-বীন্দ্র-উকরনে-  
 তারে-মানি-মানন-কিরি-কর-

৪৮-

কেন-কিলে-পারে-আর-মাই-কিম্বদন্তি-। অথা-তো-  
 কুনে-রো-আনো-হোলচে-বানি-। আমলে-কন-ও-মুঠ-বান-  
 কুনেতে-আনন-বেভেমা-বীন্দ্রা-কুদরত-ফারমা-। অথা-তো-  
 বিনে-কাণ্ডে-আনন-কুনে-কন-রুণ্ডে-বিনে-ও-আগের  
 হইব-কন-আননে-অময়-অতি-। কুনে-কামিন-চেভে-হুণ্ডা-  
 কুনে-কান-আজ-মের-গর-না-নন-বলে-মেহামিন-বাপ্পার-  
 হুয়-কিনাতি-। আরাক-বিশ্ব-কামিন-আই-একগো-রো-মান-  
 কন-মুঠ-নাই-মে-আধা-

৪৯

গোড়গো-মায়াদ-দেবেত্তরে । নিয়াত-বেগুতো-মানুষ-প্রাণকা  
 পানে-” হান্দে-মানুষ-কামরা-সিন্দোরো-বউয়ানে-  
 মেনরাল-মেনা-বিন্দুকানা-এইমানুষের-তোনতুয়ানে-”  
 সাতোদন-কোমনে-কানার-এমন-শব্দে-সিন্দোরো-মোনে-ওলা-  
 মোল-বুঝান-কিরা-য়-নিম্নান-বলোক-দিগেই-মিউনলোদন-  
 মুরামিদের-মেয়ে-মিয়ার-ধার-মুনে-মোড়-দানে-  
 এবার-লোনচে-মানব-ধর-যেতে-মি-মুখি-ফেরে-লোন-”

৫০

কোলা-কর-ধিউনার-আম-কাজি । কোরচে-কোরা-কো-  
 মান-নুজা-পে-কাজ-মনের-কাজি : একই-কোরা-কো-  
 না-কেউ-মোলা-কি-কো-ধিউ-লানা-দাহিরে-হয়-কো-লোনা-মে-  
 মানে-পরা-কাজি-” কোর-কি-মাত-বলে-মায়-  
 কো-বলে-ভারি-নিম্ন-হিমাব-হবে-কি-হবে-মদায়-  
 কোন-কমায়-মন-রা-কাজি-” মনে-কান-ইউন-সি-কিন-  
 রায়-কো-লো-কো-হিমাব-হয়-কো-বলে-কান-কি-কো-  
 কুমায়-তবে-ইউন-সি-কিন-কো-মায়-আজি-” আর-ক-



বিধিমান আশিতে পাই - এক সোয়ে ঘানমের ঘাট নাই মে-  
আমারি কোন ভ্রমেরে ভাই - কোন দেবাননকারে পাই

৫৩

আই-প্রদানি আশাবতি নাথেনে । ওতোর হৃদয় মোর-  
একদিনে ॥ মোনো আশাবতির মন প্রাণী-রশে শতাবর-  
নাচী-রশে শতাবর সাদরক মন মতিনে মোর মের-  
মোনে ॥ ওই মোতনা-মোতনাই ওতোর তন কি হুই নাই-  
ওতোর তন কি হুই নাই মোর আশাবতি-আতি নাকৈ হামবয়ে-  
কাল হামবয়ে ॥ ওই কোন-রশীক টাঙ্গাইয় ওমে মোম-  
মুখে হামবয়ে-রশে মোমবুকে হামবয়ে এবার নানন মোজা-  
কাকির পাথনা কাকির হামবুর মনবুর ওই মোনে ॥

৫৪

মোনার ঘান মোনোরে ভাই বেদী অকামিতোনের কাছে ॥ আম-  
আম মোচকের কপালের ফের কোণার বাগত দেখে বুকে ॥  
বাকিনো-কোনির ওমোতি মোদ মোনো ভাই ঘানবিশতি



রীতের নিতি দেখে পোয়ায় কে কোথায় বীরত্ব বশে-  
 মান সম্মানে কারিখ মোড়া তুরধারে খোঁজাড়া  
 কোনরতো বসি দাড়া শুন ফাদে সব জন পোকেছে-  
 সবাই কেনে পাতিল দানা কুররতো শুন হেলোনা  
 মানন কত পে নো দানা দি কে লগত পেতেছে-

৫৩

মানবানর বিকির নামা হাৎ মোদবান কানা কোরে মো-  
 দে মোদা হয়- মোদা কোরে মোদ কোরে বারো অষ্টক-  
 মো করোন করোন কুরি মা কিতো হেনে মরন কানার তাই  
 কয়- গকে হেনে বেনা কোরতে হয় চারকশ কানা  
 এককশে কুর তা বোনা কড়াইবে মোহি সমন দায়-  
 নাহানিলো কানার কোরোন করোন তারত যি আদানি  
 হেরাৎ আই কয় অম্বানি দেখরে নানন মদে মুর  
 শীদে পায়-



৫৪

ওরো-খবোর নালাসিনে-কিশোরো-ফকিরি। কেনুরে  
 গুরি নবি আরার তারে-আরোষ-বারি ॥ বোনবো-  
 কিশোরি নুরের ধারা-নুরেতে-নুর আরে ঘেরা-বোরতে-  
 গেলে নালায়-বরা-বৈহেরে বিহারি ॥ মূলব-রেবমূল-  
 মোহিতুর নুরের ভেদ-একল-শুভদুর-কারহো-দেহেরে  
 এংকুর-এংকুর-বলকদি-দেতা-বরি ॥ হেরাক-শারি-  
 বনে রে মালন-কোরগে-এংকুর-দেহের বন-নুরেরে  
 কোরে মিলন-কর-কোর-নেহারি ॥

৫৫

এংকুর-কারহেরে-কিশোর-দেবা। মূলকন-আংকুরে-বেরাদার-  
 তার-মোনো-দেবা ॥ মোতিবন-ভবাই-হুতাসনে-বেরো-কার-মেরে  
 এংকুরে-মিসতা-আকাশে-মিলে-আকাশ-দেবো-মো-মূলকনো-  
 মূলকো-মোমাবির-কাহে-দনয়-ভোর-শুভায়-বসে-খোর-শোনো-  
 দরে-মের-গুরের-খবোর-মিলের-খবোর-মিলে-হয়না ॥ আঙা-  
 কতা-কারে-বামি-কোন-কায়-তার-কোথা-গনি-আনা-দানা-মের-মিলে  
 মালন-কোন-দেব-ওগু-নামনের-চিহ্ন-মোনো ॥



৫৬

দেখোরে দিনরোদান কোথা হইতে হয়। কোনপাকোদিন  
আশেখুঁরে কোনপাকো রজনীদায়। রাখাদিনের শবোরা  
নাহি রে দার কিশোর একটা দেশ মোনাভার নাশপোতানা  
কান্ডিঙ্গন কাকিরি তার ওয়া প্রায়। কখনো মোদিন  
দোনাডেবারি কয়দোমে রকোনি আখারি আপোখরের  
নিকাশ করে দেহানে যে ঘাশয়। আখরি মুখে কেনাবে  
দানা কারিগরের কিসাওন শানান্ডারি নানন বলে তিনটি  
তারে অনাণ্ডো কপ কনকায়।

৫৭

কিকারি কোনসথে দাই মনোবুখি কপডনা। দোটাগাত  
নরে ডাবি ওঁড়ানা। কেঁবনে মাঙ্কায় দাও হুঁকরিণে  
দাবে সোনা কেঁবোনিছে মানুষভদে মানুষহনা। কেঁবনে  
মরুনে কানায় শাওমে আরায ভেঙেআনা কেঁবনেভাই  
ওস্তকের গাই কাশম রথনা। কেঁবনে মুরসীয়েগাই প্রাদি  
নে গাই আদ কেঁনা নানন ভেঙে নাবুদিত হয় দোটাগা।



৫৬—

নাথোনে-মনমরাণা-কিহন-যেনে-ফোখারীতে-। হাতেহাতে-  
 কড়াই-সিঁথে-জোবা-পড়ে-॥ ঘাঙ্কা-মাদামায়-ছাবি-বীজা-  
 মাঝি-মনমরাণে-হাটিনাম-শাড়ান-নরক-ওইদোয়িত্রে-॥  
 মনেদে-পড়ে-কানায়-ওইরি-ভনার-শ্রুতগাড়ে-মনখাচীময়-  
 বেদেদে-কিহয়-বোনেকুড়ে-॥ মনকার-হোহলে-মাচী-মুখে-  
 ৬দি-গলোদ-পড়ে-মোদা-ভারে-কাজি-নব-বৈমান-ভেদে-॥

৫৭

মনেবা-দেমনে-বোহর-করে-মুখে-পড়ে-লোকেহয়-। মনেরখোয়া-  
 কেশেরজাড়ে-মাঝি-মুকাগ-॥ ওয়াহুদ-মারেহাদি-মিহরক-  
 চী-নাতিদে-মায়-ওরে-মিহলে-লেনে-কিহয়-দেখো-মুখা-  
 মবায়-॥ ওয়াহুদ-আর-আহা-মদে-অকন্যকন্যে-ময়কেশা-  
 াকির-হেড-নিরাকারে-শেখদা-কিহেয়-॥ কানাত্তে-ভলো-  
 ন-কথা-ওইতে-মোদা-ভানিকগ-হয়-নানন-শেনো-  
 খোলায়-পড়ে-দাহারি-ভার-মুখ-॥



৩০

যেতে মায়ের আদরমিলে খেলা ডাকের বৃত্তে পারে।

আশ্রয় রাসা আশ্রয় শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্যে। আশ্রয় কণ-

নুকার খাদি আশ্রয় কণ শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্যে। আশ্রয় কণ-

নুকার খাদি আশ্রয় কণ শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্যে। আশ্রয় কণ-

নুকার খাদি আশ্রয় কণ শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্যে। আশ্রয় কণ-

নুকার খাদি আশ্রয় কণ শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্যে। আশ্রয় কণ-

নুকার খাদি আশ্রয় কণ শ্রদ্ধা ও বৈরাগ্যে। আশ্রয় কণ-

৩১

আছে কার মনের মানুষ মনে মৌলিক পোষা না। আশ্রয় কণ-

আছে কার মনের মানুষ মনে মৌলিক পোষা না। আশ্রয় কণ-

আছে কার মনের মানুষ মনে মৌলিক পোষা না। আশ্রয় কণ-

আছে কার মনের মানুষ মনে মৌলিক পোষা না। আশ্রয় কণ-

আছে কার মনের মানুষ মনে মৌলিক পোষা না। আশ্রয় কণ-

আছে কার মনের মানুষ মনে মৌলিক পোষা না। আশ্রয় কণ-

আছে কার মনের মানুষ মনে মৌলিক পোষা না। আশ্রয় কণ-



৩২  
 সেই আঁল-মাপের সোশোনা-কেঁচুনা-কেঁচুনা-  
 বৈকল্যো-মোনো-কের সোশর-আছে-রেখে-বাপেরো-মহার-  
 হিন্দুর-কেঁচনয়-রাবির-স্বাতি-শেখনা-। স্বকল্য-বাপের-ওই-  
 কেনো-বিরোন-দোহার-ভাষে-নে-দোহার-মন-আঁল-কে-  
 টলাতে-পারে-শোন-কোনা-। (বিরেকারো-দাইতে-দুখায়-  
 স্মৃতি-বীরা-সেই-আ-বেগে-ওই-ন-কল-বলে-দিন-আ-কি-  
 ছেন-নেমা-।)

১৩

আঁল-দোহার-সোশর-দোখ-কি-ওক-দোখ-। সোশর-  
 দোখ-ওক-আঁল-কোন-বাপে-দেই-আঁল-। ওক-সোশর-  
 দাই-নেমা-দেই-আঁল-কি-বাপে-এক-কল্য-করি-ওই-এক-নিমা-মন-  
 নাই-নেমন-সকল-হবে-কাকি-। প্র-বড়ের-নাই-কোনো-  
 কো-কোনা-সোশর-কি-শে-হবে-আঁল-বীনা-মি-শে-সোশর-সাদু-  
 হা-আঁল-নাই-সোশর-সাদকি-। এক-কল্য-করি-দোখ-দোখ-  
 দোখ-করি-কল্য-করি-দোখ-দোখ-এক-নাম-বলে-ওই-সোশ-  
 সোশ-সোশর-সোশর-বাকি-।)



৬৪

আকারিক আকার অহরহানা - আহা আহ আহা  
মাহের বদার যেনে নাথানা - মাতি বাহার দেহে  
মোদাসে নুতাই - আহা আহা আহা আহা আহা  
শেনা - আহা আহা আহা আহা আহা আহা আহা  
শেনা আহা আহা আহা আহা আহা আহা আহা  
আহা আহা আহা আহা আহা আহা আহা আহা  
আহা আহা আহা আহা আহা আহা আহা আহা  
আহা আহা আহা আহা আহা আহা আহা আহা

৬৫

ওদী নুরের ভদ্রাবিনা দ্বারা দিত বটে - নবদিতার  
মিষ্ণ মোদা - নুরে কিষ্ণকার - নবিতেন আকারাহিনো  
আহা - নুরে আহা বনো - মিষ্ণকারে কিষ্ণকারে নুরে আহা  
মোদার - আহা বনিত মোদা - সরাতে বিশেষ মদা আহা  
বিনে নুরে আহা - অমার কিষ্ণোতার - দাত বনাইহিনো  
বুতে কিষ্ণো - এনোহিতো - নানুরে নুরে বিনে - যেনো  
মোদা আহা -





৩৬

মরাসিদি কানায় কারে মরসেই কানিত্যায় " বেনেস্তন  
 স্নানমেবে সেকি কারুকয় " নিরাকার রত আচিনদেশ  
 আকার হাতা চেননামে নিরাতোমাই অতোহার মাই কা-  
 ডাবে ওই হুয় " মুরীলোকের মুরীগারি আয়াকিভাই-  
 আয়াকিভাই মেস্তোরি আকার মাইকার বরবোতো-  
 কার বলেসব্বদায় " মুরেতে মুরীমানম শয়দা আকার  
 কণ গানির কথা মুরাকিগারি বড় কানি মাননগলেমাই "

৩৭

বিসিকিমাতে মেনকে বুদ্ধতপারে। দোঁবরা দীপ-মোমুর-  
 নাবি মামিলা ওলে " গটীতে ময়ালো-মুসার একদেহে হুয়-  
 দুই দেহো হুয়তার আহাদ-আহামদের বিচার দেখাবিলে  
 দোলে নাম আহামদ হুয় একহরক তার নিককেনকয়মে-  
 কমাটি শেনবো কোমায় নিশ্চয় করে " এমরুদাহারে-  
 শুধাই কাজিল কয়দা মাদায়শেতাই নামন বলে মুন-  
 হু জেবাই তার তোড়রে "







৭০

তোরা দেখবারে মন দিব্বন করে । চিরিচিদ দিলেন মনক  
 মনে কোঠার ঘরে ॥ হুমে সে লিঙ্গের মাধন অসীর লিদ হয়  
 দরো সন হয়রে ॥ ওসে লিঙ্গেরে চোঙ্গের আসোন রেমেচে  
 কিকিরে ॥ চোদে চিদ চোকা দেতা চোদে দেয় চোঙ্গের মেতা  
 দেগরে কামিনেতে কোমলে মেতা ॥ চোঙ্গের শুদা কোরে ॥  
 বস্তন লিদ প্রসন্নতার প্রকন লিদ ॥ চোঙ্গের হয়তার হয়রে তার  
 নানন বনোবিন্দ আমার ॥ চোঙ্গের হুনেয়ে ॥

৭১

মাগরে আমনে হয়দে মালয় চোকেবা । মঙ্গল বাণী  
 মঙ্গলোত্তর বাণী ॥ সুকল্যাণ মঙ্গল দেবার অর্জো হিলো  
 মঙ্গলিত্তর মঙ্গলিত্তি মঙ্গলিত্তি মঙ্গলিত্তি ॥ মঙ্গলিত্তি ॥  
 মিত্তি মঙ্গল নাহি কেনে কেবল মঙ্গল দেবে কামল মঙ্গল  
 দিন মোনিত্তি দিনে মঙ্গল ॥ মিত্তি মঙ্গল কেবা মঙ্গল দেবে  
 মঙ্গলকারে মোনিলো নানন কয় তার ॥ মঙ্গল দেবে মঙ্গল  
 মোনিত্তি মঙ্গল ॥

১২

আজ মাংস তত্ত্ব ভগত শাস্ত্র দেবদেবোনা । হেলা  
 মোহোনা ভোজ্য মোহোনা ॥ মোহোনে তার ইন্দ্রিয়  
 ভোগন জনন নামে নৃকায়-ভঙ্গী আকারে আকার সা-  
 গারয়-সামান্য বিদ্যাদান ॥ বিজ্ঞানি বিষ বিজ্ঞান-  
 যোগ দাড়াই মাংস অন্ননয়ে বস্ত্রমানে দেখা দেখে-  
 মোকলে কৃষ্ণ বিমান ॥ ফেনমুক্ত ফেনমিশ্র  
 দ্রব্যো কান-সামান্য ভাষে নর বনে কল্যাণে  
 ধরেয় মানে ধরমান ॥

১৩

আজ কোথায় সাই ফিখাঙের-ওপর শেকপোমিনে ।  
 নরকারে সেনোহিনো-দেবদেব ॥ নরকারে গম্বু-  
 তার আর্মি আর্মি গম্বু তার বিকটিত-যমান তার  
 সানিত্ত কুলে ॥ আর্মি গম্বু নরকারে পতিয়ে নরকারে  
 ভিকৃষ্ণ-ভয়তোতারো-হিজীরদুনে ॥ আগন-ভক্তি আশীশনা  
 মিথ্যে কারি পড়া মোনা-মানন বলে দাবে দাবা আগনারে  
 দিমিনে ॥



৭৪

কোমল সুর শ্রী দেব কদম্ব বঁধে নো- ৷ এমো দ্বার পেয়ালায় রিদি-  
 কমলা গেম্ব হেবে কদমালা ৷ বাবাকর আদ্য নেতে পেয়ালা  
 লরি মতে কেনে লক- ৷ দিব থাকিতে এরে ভাষার ঘনভোলা  
 কোথা আবহায়াত-বাদি ধীর বধ-নিরবাহ-ধীরে-সেই ধীরে  
 লদি দেখিয়া অচলের শ্রেনা ৷ এগারে কেআনিম-ওগার  
 কে নেবেবনো-নামন কয়-তারে ভোকে-কেনে কোরে হেমাচ,

৭৫

মহরে মোলো কদম-বৈবে ৷ কোরিণ পাশো নগারা-  
 নিলে তারা-মবনু ৷ গাঢ় মোরা-ধিনিদ্রিতো-ওরা  
 মব কতুর মোলো-করে বারে-ওদ্রিদিমো-কমল কানিকায়-  
 ওঠে- ৷ রাবন-ধর রাবানি দোরে রো-শী রো-মানি-  
 নানিষ-করিবো-আমি কোব-আমে-কানানকুঠে- ৷ লেন-  
 শ্রেনো-বোন-আলো-নায়ায়-আমি-ধর দোম্বি-কমায়-  
 মালন কয়-আকনারো-দায়-ভাও-কবে-দাও-নাও ৷



৭৩

নন্দোর গঙ্গা-দেব-গেলে-জানাদিগে-অঙ্গার-হয়-  
 বুঝেনে-দুই-বিহার-কেনে-কি-রাখা-বায়-আইন-  
 জারি-দুই-লোভা-কেনে-দা-হারা-ম-মোদা-হারা-মুজীদ-  
 বরজোক-হামনে-বেড়া-কোথা-মুই-কেনে-দার-মমায়-  
 মো-মো-লো-রা-বেড়া-বলে-বরজোক-কেনে-দার-লেনে-কো-  
 রা-মি-কো-কেনে-একমনে-দুই-কেনে-দার-  
 হলে-বিহার-মুজীদ-কো-মোর-অঙ্গার-মানব-লেনে-ওঝার-  
 ওঝার-দোখী-কো-মোর-অঙ্গার-মানব-লেনে-ওঝার-

৭৭

দোখ-কান-কান-কো-আই-কো-আই-কো-আই-  
 হিলে-লোক-কান-কো-আই-কো-আই-  
 হিলে-লোক-কান-কো-আই-কো-আই-  
 হিলে-লোক-কান-কো-আই-কো-আই-  
 হিলে-লোক-কান-কো-আই-কো-আই-  
 হিলে-লোক-কান-কো-আই-কো-আই-  
 হিলে-লোক-কান-কো-আই-কো-আই-  
 হিলে-লোক-কান-কো-আই-কো-আই-  
 হিলে-লোক-কান-কো-আই-কো-আই-  
 হিলে-লোক-কান-কো-আই-কো-আই-



১৬-

তোরা কেঁপে-দাঁশনে ও পাগোনের কাছে। তিনপাগোনে হলো  
 স্নেহা-বীদেও এসে ॥ কিন্তু পাগনার কোরে কোনদেয় দাত-  
 ওকাতেরে দোড়িও জেও-ওতার নাই দেতের বোন এমন পাগো-  
 ন-কেনেখেছে ॥ একটা নারকোলের মালা তাতেন ল-আড়া-  
 কেনা কবুর্দমে আবার হরিবনে-পোতলে তোলে বিনার মালা,  
 দেখতে দেখাবি পাগোম-সোহিতা-বুড়ি পাগোম-বুড়াবশেষে-  
 ছেড়ে-তারো যর দুয়ারা কিরায়ি ॥ পাগোনের মায়া কেব-  
 ন মিলে ও বিন-মানন-হুয়-কি-শে-চতে-তিতে-ও দে পাগোম নায-  
 গোলে ॥

১৭

দেখনা-আবার আগনারো যর পাঁচেরি-আগির কোনায় আগির-  
 বাসা-দাঁতলাশে-হাতের কাঁদা দিহা ॥ প্রবেতে আগির কটা-সহ-  
 কুয়ারি কোটা-আছে-আড়া-পাতিহ-মিউয়েতার মুন-বকুটা যর আগি-  
 ন-হয়-সেতা-দেহে ॥ যরের আগনা-আর্থা-দেপাশে-প্রাঙ্গণে-পাকি-  
 রাশে-আছে-আনন্দিত-মেষ-তোরা-দেখনারে-আই-বিকার-দোগাই-  
 মায়ায়-হাত-বাড়িহ-॥ কেঁদে-দেখতে-কাদি-আদ-করো-মোহান-চিনি-কো-  
 দিবে-দেমাথ-হেঁরা-আই-কয়-মানন-তোয়ার-বোকা-ভে-দিন-দায়-কব-॥







৬২

খাফি আদরের ভেদে মেতে গস্ত কি বোঝে। আদর ফলের  
 আদা-খোদে বিরাধে ॥ আদর-সরির আদার ভাষায়-  
 বনেছে অস্তর সাই'মিজে নৈমিত্তিক আদরকে হেঁচনা দে রেণ্ডা-  
 মাদে ॥ সারি আদারিণি মাধবতন-থাকে আদোর ত্রাণ-  
 পাঠন গোটেছে আদার সেই আদারিণি সয়তান-হোলো  
 আদর না ভোকে ॥ আব'থাক পুতান-বাদেঘর গোঠলো  
 ছানপালেক যকুটার কোঁড়ে সাই'নানব বলে লেননে  
 পড়ে খবর দানে সেজে

ফেলোকে সাই'রানিলে মেলা ॥ ওমেতাপ্তি হয় শুক অগ্নি মেলো  
 সন্তোভানার পৈরমে-মিকণে রত-জানি দেমে-প্রকাশ/কর্ণানিলে  
 বাণে-জেনা দ্বাংনা মেণে বেদের ঘোনা ॥ আদে'র ওয়াব অবে  
 হিচ্চী-করিলে মে-পর্যায়ী-ও বেকেনে-আকার নাতী বানি মাদে  
 মে ভেদ নিয়ানা ॥ কাদিকারু হয় চক্ষু-দান সেই দেমে মে কণবত  
 মান-গানবলে ওয়া'র চরিত্র হরে দেগিষ মমো-শুখি মালা ॥

৬৪

কিমানেন লাজে তাহা। আশ্রয় মন অহরিনিশীত  
 নাথারে ॥ শরৎকাল যাতুর বিদিত এশ্বমেধ একারে  
 । মনো-বসবকয় হেতু ॥ এম্বর বসমাই আনেক মাই  
 নিম্নে ॥ মান ত্রুতো-তবন নিকটো-ভাষা-মাই-হুয়া  
 রতো-মাদু-মাসে-কয়-মাদু-মনে-কোনা-কোন-মন্ত  
 মোরে ॥ ১০ কলক-প্রবর্তে-যত-মুখ-মুখ-মুখ  
 কিতকার-হেরান-মাই-কয়-নাম-তোমার-কি-হুয়া  
 কিতাই-কোনে-যো-রে ॥

৬৫

মিরমার-মতির-দোকারে-শেলমা-। মার-কি-বিন-  
 মর-মিত-দামা-। লকে-কুলে-ওমর-হারান-কুই-  
 এম্বর-কোন-এবার-হেরে-বাকি-কেন্দ-নেত-মন-ভা-ভা-ভা-  
 মা-মা ॥ শেষের-কথা-আগে-তাবে-বিত-বটে-ভাই-  
 দামিবে-এবার-গতো-কমের-বিদিত-কিরে-মন-শোনা-  
 লো-লো-নাম-কিতা-আলো-মে-ও-মামা-দামা-লো-লো-ভাই-  
 মাম-বলো-মি-হো-লো-আ-দামা ॥





৬৩  
 মোদিন তিস্ত তরে তেশোহুতো মাং। মোদিনেহুতো  
 আর সদি কাহারে জাহাং ॥ সগার কথ বীরবশে-  
 দেখা দিলো তেঁতে মেহে কিম্বা তাহো মপাহাং  
 আশোনে ইসারায় বলে কতোতাই ॥ দ্বিষ্টী-মাকারি  
 কামন-বৈশিষ্ট্য আর আশে কখন সবে ততোমাক  
 আশে বশেন বহুতো মদরতে মদন-আরাং ॥ তার  
 মাটিমিতে পারি অধীর কেমতেই মানন বলেমাইদে  
 গুরি মোদার হোতো গতি বহুতো মেহে কয় ॥

৬৪

হাভো জাহা মদরতি ॥ আশোনা মনোবো আশো মনো-  
 বদো মনো বাতি ॥ বিবাহে কুদরতি মেলা মনোবো  
 ওম্বালানা মনোবো দেউয়া নিরালা নিরোমিরে আশে দিতি ॥  
 দুনিয়া মনোবো মেহাতি রেমেহে যিরে তিন-মমাত-  
 তিন কোণ-মেহাতি রেমেহে মেহাতি ॥ মেহাতি  
 বাতি কোণা ময় মেহাতি মেহাতি বাসোনা রিদিয় মানন  
 কয় কখন কোণ মমাত-অদোকার হবো মতি ॥

۵-۶-۷

১০  
 হারভায়ে মায়াবদে খেলো-গে-। ওতার ব্রহ্মের ভাবের কি-  
 অস্তমার হিনো-। গোলোকেরো ডাব ডাবের সেতার-  
 প্রভু কৃষ্ণেরে মোখা হিনো- কোঁটার-এবে মাই তোলে-  
 ভাব দোমি নতুন ভাব-এভাবো-হুন্নিতে কোঁটীন হিনো-।  
 অস্তম-সাদি কোঁমারি হিনো-তেভায় সাদি সাদি-  
 লক্ষ্য হিনো-এবে দাপরে সঙ্গীনি রাধী রঙ্গীনি লেনির-  
 ভাবে তারা কোমায় রনো-। লেনির ভাব-একি-  
 অসম্ভাব নাহি ক্রোধোদ্ধা-নাহি সঙ্গ নাহি হিনো-উদ্ভা-  
 বেষ-কি বোন ওস্তো-কোঁ প্রভু নতাই-আবার তাহা ভেদে-  
 দিনো-। হোর ভাব-কোঁ ভাব নেতা হিনো-দাহ নাহা-  
 নিকমোন-কি ভাবো-কনয়-কল্প-তিলাচী-নিনে-একাদিয়া-  
 য় নানন বেবে দেশে-নাহি-গোনো-।

۵۰۵

১ হারিকান্দে হারিবোনে কেনে। যারা বহে চরিত্রনে। হারিবনে হারি  
 গোরা নিউনে বহে বনবারা। কি হুনে এমেমে গোরা ২ এই নাদিয়া  
 ডুবানে ৩ পরাজতো শুবুশ নারি দোখিতো আইনাম হারি হারিকে  
 হারিনো হারি হারি দানিমো হারি কোন গানে ৪ গোবর হারি মেমে  
 এবার কতো অকুশ নারি ছেড়ে দায় হারি মেই হারি কি করে এবার  
 দানিমো হারি কি করে এবার আই নানন ৫ বো মনে ৬





১০

যীনে দ্বারে পাখনা রাখানি । ফেরেমে ডাবার চাঁদ আর  
 মিন কমে সেবরে মানি ॥ দগত দোড়া যিন মেহি রে মেনে  
 মানি মরবরে দেমা সাধ হয় মোতা রে দেমবরে রামিক মান  
 দানি ॥ নাদির জঙ্ঘাভিরে থাকে নিরুদন কারতে হয় ॥ দির  
 জঙ্ঘা মন মোগ সেনে ভাটীঠকন ধায় ডাঙ্গানি ॥ দ্বাশে  
 রাখা মিনকে বরা বেতে মোগ না দিরা কচীন মে বাঙ্গান  
 করা নালন ওত খে নে দুখানি

১১

মনে ইশ্বর প্রাপ্ত হইবে কেন বলে । সেই দৈবতার দায়নে  
 বিচার কাদ কাছে শুদানে ॥ মনে হয় ইশ্বর প্রাপ্ত  
 মাদু জমাদু মোমস্তো ও বে কেনে তসঙ্গ এতো করে রে  
 ধলে মনে ॥ দেশকে লক্ষ তু হয় মনে তাদুদি তাত  
 মিমায় ইশ্বর তাম ইশ্বরে দ্বাশ মগ্ন নরক কার বলে ॥  
 কি বেরো তই শারিরে ইশ্বর অমো বালিকারে নালন বলে  
 দিনশতারে মরার কল তাদায় বলে ॥

৯২

শ্রীমদেবীমহাশয় লেনে মাদন হুই ফিলে - কেবলেন রে -  
শ্রীমদেবীমহাশয় লেনে মাদন হুই ফিলে - কেবলেন রে -  
লেনা দায় - মাদন হুই ফিলে - কেবলেন রে -  
হুই ফিলে - মাদন হুই ফিলে - কেবলেন রে -  
লেনা দায় - মাদন হুই ফিলে - কেবলেন রে -  
হুই ফিলে - মাদন হুই ফিলে - কেবলেন রে -

৯৩

শ্রীমদেবীমহাশয় লেনে মাদন হুই ফিলে - কেবলেন রে -  
শ্রীমদেবীমহাশয় লেনে মাদন হুই ফিলে - কেবলেন রে -  
লেনা দায় - মাদন হুই ফিলে - কেবলেন রে -  
হুই ফিলে - মাদন হুই ফিলে - কেবলেন রে -  
লেনা দায় - মাদন হুই ফিলে - কেবলেন রে -  
হুই ফিলে - মাদন হুই ফিলে - কেবলেন রে -



৯৪

কারেবনে অটল শ্রান্তি জাবিতাই। অর্ধেনয় হইলে শিবক  
 মতিবনে তাত দোমাই ॥ দেখারে কয় অটল শ্রান্তি কিবা  
 হুবা প্রান্তর প্রান্তি ভবনকি প্রান্তরেই অবদী, কতুরের কি  
 প্রান্তি নাই ॥ সিনামান প্রায়ুতা অটল বনে দোমাই তাত  
 মনে মেয়ে, শুকশাতা সেততো নহে দিবসাই ॥ কেন্দ্রে  
 মন বাশে-মানহনে কের ভবেভায়ে মানুন কয় ঠিকবশী  
 নাদে নিতনিতার প্রমান জামাই ॥

৯৫

দিকমলো দিবস কৌনম্ প্রারে ॥ ইশ্বরের দ্বার বাড়ি কাদি  
 হুয়ে অশার ভবনে ॥ নানানারাতন গর্ভর হরি ইশ্বরনদি  
 গর্ভকারি তারাতবে গর্ভবীরি অসম্পারে হুয়েনে ॥ দ্বার  
 তারে ইশ্বর বলা বুদ্ধি নাই তার অদ ভোনা ইশ্বরের হুয়  
 দমো দানা ডাবো কিসে তাইমনে ॥ তিহুগতর মনবর  
 মাই ক্রম হুতো তার কিহু নাই হিরাক মাই কয় নামনরে  
 তাই থাকো মহায় ঠিকি বেনে ॥



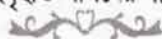
১৩

কোন মনে ছাবি মনুয়ায়। ওক মনো দাখদা দিবে  
 মোকামন তার খেত খেত ॥ দুদনো ঠিকি মন  
 গাঙ্গে এক মনো রথ জার মন ভাঙ্গে ওস্তাদে মাদ  
 মদে বেদা দিদি মন দুবেদা ॥ বোকা দুদা  
 বেত্তর আদার মন দা দি মন রোখার বেদা উত্তর  
 কান বেদা উত্তর মাথা বাদির কনক ॥ ওবেদে  
 ওক মন বো দোচানা মন কেন ঘরে মরো খেবাক  
 মাই কথ নানন ভোরা ওরা বে গোন সমাধ ॥

১১

১৭

হুদরতর সীমা কেখানে। ওস্তাদে আশনাদ সীর  
 বসীত ওলদ বাবে ॥ ওলদ বাবের শব্দ মনে তার  
 ফিফি তনাদির মনে মেনে কানড়া কথাবণে ঠিকি দিদি  
 ওলদ মনে ॥ মোদ কে দিদি মোদা দিদি মোদ মোদ  
 বনে দে ওলদ। মান আরকা বক দু মনি বোমোতা  
 ফিফি মনে ॥ বেবলায় রে ওলদ মনে মেনে আশি আশি  
 মানন বণে কেবা আশি আশি ওলদ দিদি ॥



৯১৮

শৈশবেরে বোকায়ে সেই বোকায়ে। যাকোর চোখের বকর  
 বোকা শাদকার আছে। কথায় কাছা তথায় আশা অমানি  
 রেশে মরুর চোখ আবোদের থাকে হেথা তাই মদায় মোরে  
 এর কানি কেতাবে রে তাই হরদ মত্তা কি দুই তার মাই তাই  
 হুড়িলে মোদারে পাই দে মোদে বোলে হে ॥ এলে মোদানি  
 হুড়কার মব্ব ভেদে মান মতার মলিক য় হুড়কে মস্তার দ  
 বড়ি বিহে ॥

৯১৯

কখন তার ঘেঁষে কিহ্নে। কৃতিকমার লেখা গড়া আর কি  
 কিহ্নে ॥ ওশেতে পাত কেতু হাদি দেয় আর কি তাতে দানা  
 বের হয় ঘন হলো সেই ওশে র ময় বস্ত্র হিঁ ডবে ॥ কোমুর  
 ওড়ে কাপশে ধমন গোম মারিক যিশায় তার কারো ঘন  
 হোতো গোম মারিক তমন বোতু কেঁদা বে ॥ কথার দিগে  
 হাতার দোষি কলার দিনে বিরবাদি মানন বলে ত্রিপ্রাণ্ডী  
 কেনে না পারে ॥



১০০

আদবরু কোকিরি সন্নত মাধা মোহাণীনি পাই। ওতর  
 ছুরি মাতি কাঁচার ডেক কোকিরি ভাই ॥ প্রবর কেশী-মুখে  
 দাঁড়ি পরনে তার ছুরি সাজি কোথা হইতে এনো-স্বাভি-  
 মেতে ঠাট্টি চাই ॥ কোকিরি গোরোর বাহার দেমোহে-  
 কোকিরি-বিদার ওমে মাধা মোহাণীনি সবার আদধর-  
 সন্তো পাই ॥ মাধা মোহাণীরীর ভাষা সিকিতি হইতে  
 পাই নানন কয় মনসাবিত্তে ভাষা হইতে পাই ॥

১০১

পরে ভুত আর হুশনে পায় ॥ কোকিরি কে কিউদায়ে-  
 নেহাৎ কোরে দেউহয় ॥ অনেক হেয়ার মিমদানে-  
 আহার্যদ নাম নেমাধাও-ওশে মিমহরকে নিক কোরে দে-  
 না মোদা কারেকয় ॥ আকার হেজানি আন কারে ভানি  
 রে আবেলার প্রয় আহার্যদ আহার্যদ যেনো কছীনা তার  
 পারিহয় ॥ দাত দেহাত দেহাত দাত দরবেশে দেউ-  
 পায় না পোন বনে কাট মস্তাদি নারুবেশে মোন বামায় ॥

503

১০৫  
কেশারে প্রকরতস্থার প্রকর ব্রজিতে-। আহাদে আহাদনাম  
হু-কুশতে-॥ আহাদ-মারে মোদায়ামিহরকটি। নিকিয়  
মির-খায়ে-দেখো-সবায়-কিহু-তাতে-॥ আকারে-  
মোহ-মোহ-কুদা-মোদাশে-বনে-মোদা-দিববুজ্জামি  
নৈলেকিতা-কেশায়-কেশে-॥ কুলমো-আশা-কুদায়-তার-  
ইসারা-আছে-বিদার-মানব-বলে-দেখরা-এবার-দিব-  
থাকি-তে-॥

תאריך

কেমন হেঁচকি করো ~~কি~~ ১ দিন তার হোনা ২ হোনা আশ্রি  
 কেত্রি বিকিরি দাড়া দরনা মিসান কান্টা গাড়া ননে বন্দে  
 হুতা বড়া সিরি খাতার কিকিরি ৥ আমরনা কিকিরি বড়  
 গাছ আনাশ নাই গোড়াতে চলে শুদ্ধ প্রহর পথে আবাদ  
 গো বোদের চটক ভারি ৥ নায় গোড়া না কাছি ওফন  
 ভাষার দোখি ওম্মী নফন হিরাদ শাইকর আবাদ মানন  
 আদুর কাছে হুস্তুরি ৥



১১০৪

জিববেতারে এসব জায়ে- সোববানি- ১ মিশ্রশোভাভারবীয়-  
নৈরেকার নাইখরশানি ॥ বেদ-জাণসেদানা-গোণো-কৃষা-  
দারে হুইনো- কিবিরো-কি-মাদবনো-তারোজিবি ॥ ১৬০২  
মাদবনা- কারিবরে- গোণ-মাদনা-নিমের-অণ্ডো-কোমেনো-  
নিমের-এমানি ॥ মবেবনে- বিজিত-বী-<sup>১/১১-১২-১৩</sup> নবমে- হনো-রুনশানি  
নানবনে- কবেজায়া- হবো-তবী ॥

১১০৫

এসবার- কখনায়ে- দেখে-<sup>১/১১-১২-১৩</sup> নাই- ফেরনে- হামো-বায়াদে-  
চতানে- আনিলে- ও-<sup>১/১১-১২-১৩</sup> মনেতাই- মত-চে- ॥ কোনা-হিম-  
জাবির-দাশ- তার- তোতানি- বা-রো-মত-৪৮-চে- তোমি-মের-  
তোতানি- মত-দেবী- মের-জায়ে- দরশন- মেয়ে- ॥ বী-  
ম-<sup>১/১১-১২-১৩</sup> কখনায়ে- চা-বনা-রেশে- দাত-অজাই-ত-ত-তো-তার-নো-  
কাত-বিচারি- দুরা-দারি-দা-অ-রাস-ব-দুর-হ- ॥ দাত-না-গোণে-মাই-  
হাই- কি-দার- নে-তের- মের-ব-কারি- দু-ম-নে-বান-<sup>১/১১-১২-১৩</sup> নান-ব-দাত-  
হাই-মে-নে- দু-জা-ম-আ-গুন- দিব- ॥









যাক্তা দয়ো বেষ্মে কবেও কবে বজ্রমল্লার নাই নায় কেম্বো কি  
গাথ- নালন ~~কি~~ কারে ~~কেন~~ নায় ~~কি~~ কথ- দরবেমে খলিকি মাথ

১১০

নদো কি তার ঘর্ষানে-১ কেবলো সাইর মিলে যেনা আছে সেই দেহে  
ভুবানে-১ গহ্বত- বেদের বিন শান্তি ~~কি~~ ~~কেন~~ ~~এ~~ ~~দার~~ ~~মানুষ~~  
উত্ত- উল্লের দ্বার বেদহাতা ~~কি~~ ~~কেন~~ ~~এ~~ ~~দার~~ ~~মানুষ~~  
হয় বিজুত-১ নিরানাপায় ~~কি~~ ~~কেন~~ ~~এ~~ ~~দার~~ ~~মানুষ~~  
খানা সেই মানে-১ ~~কি~~ ~~কেন~~ ~~এ~~ ~~দার~~ ~~মানুষ~~  
আজো নানন বনে ~~কি~~ ~~কেন~~ ~~এ~~ ~~দার~~ ~~মানুষ~~



১১১

আলেক-নায়াগিয়েত ॥ কোরাব-তায়ার মোদলেখেতে ॥ আলেক-  
আলেক-মিসমানে নাবি নামের হয় দুই মনে, ওতার এক  
মানে হয় শ্রায়-শ্রায়-আরমানে মারুতে ॥ দরায়িআনে-  
লাম-আহে-আনে-বাম-আলেক-মিসমানে, কখন-না-বিদে-  
কুম-এই-মতো-খুর-নাগারি-বুকে ॥ ইমারান-মিশিন-কোরা-  
কোরমান-ইমার-কর-দে-তে-ও-নে-মিস-না-নন-মব-  
অম-মব-খুর-মব-খুর-দা-কে ॥

১১২

মাই-আমার-কখন-স্থানে-কো-মিস-না-বিদে-কি-মাদ-আহে-তার-  
বুনা ॥ কখনো-কি-অবতার-কখনো-হয়-নিরাকার-কেন-বলে-  
মাকার-এ-আমার-কবে-ই-মো-না ॥ অবতার-অবতারি-শেতা-  
মতাবে-তারি-দে-মো-কমতা-অরি-এক-দা-দে-হয়-কেন-না ॥ -  
ভাঙো-বে-ভাঙো-মাবে-মাই-বিলে-কি-মেন-আহে-নান-নন-  
নাম-কি-বলে-কি-করি-ম-কামা ॥





১১৫

হাঝা-কানার কিকির কেবলো করে । হাদি দেয়াবাক্স  
 হয়-শোভাশ্রেণী ॥ হাঝানিনে-কানার কিকির আর  
 আর কিশোর কিকির কিশোর কিকির নিম্নে শুকনা  
 ভাবো রবাবানা দেমে দাক সন্দন কিরে ॥ কানার  
 কিকির খুরশীদের ঠাই আইতে খুরশীদ-ভজন আশন-  
 ভজনেন সাই হেরাক সাইর কুশল-ওবির গজনক  
 নাজন কল আয় ধরে ॥ নিম্নে-খুরশীদের কুশল  
 র আশে কানার বিদী-আমার শীথে খুরশীদ  
 কল-মন রে মেসহ-খিশাও-সাইর আটন-বুরে ॥

১১৬

লগা আরকো-হাখিনে-নাযেনে ॥ সারিত্ত-হবে না সিদ্দী-শুভা-বিগোন  
 মাল ॥ সরার নাযাজের বিদী আরকান আহারায়-ভোজা-বিভার  
 কতর আরকান-আহারায়-কলদি-দোবলে ॥ হালোকি-মন্দ-বিহু-খি  
 কত শারিত্ত-মাক-কত সিদ্দীর-মকাম-দেখনা-রেখনে ॥ আশুত-মাল-  
 নে সব-সবের দর-রশে-নাজন-কিকির-কেশ-নো-নিম্ন-পত-হলে ॥



১১৭

সতুরে দাখরি গাথার আদিনি হনো আখিরি। প্রান্তক  
 কাম-রিদয়লেনে রেখে দেয় আশক ষাতি দেলে  
 ফিয়া প্রকাল কি বৈকানে দাখরি নাই অবধারি।  
 কেদায়া আখনি জিরি এয়ে করু দাতনিপানি-  
 দাখি করু আদাত-দেবেরে তার-গাই দেতের ভয়-  
 দাত এনাহি ভাবে সদায়-মিহেব দাতের মারি।  
 হানে ফেরো-বাকুপানা-করুবি আশক দেউমা-  
 আশকে দেনকরে করু-প্রান্তক-বৈঅশ/দানেমা-  
 আশা কাল সেনা-প্রান্তকের দরম ভিকারি।  
 আখনির অদেয়া-তারক দাখরি বর দোকোবিরকি-  
 ছেবাক-সাই দরবেশের দরম-ভেবেক ছেদকি-রামন-  
 দাখা মাখাকি ছেদন-মরম ওরো-অন্তুকাহি।



১১০ --  
মানুষ বলক দিবে মেহারে রেওমন কপাট ঘাতো  
ফাকের খরে ॥ হাড়াবরো এম্মা শুরুর করো নাতে মারি  
বাচিতে গাতো মনরে মরনের আগে মরো মরন থাকাকি  
রেওমন দেখে মরন থাকাকি রে ॥ বারে বারে ফারের মানা  
ত মন মিলে বাশে বাস কোরনা রেম্মো তেহের খরশে  
আনা এদেঁদে বরে মাদো রেমন এদেঁদে ফির ॥ কামোনা  
মন পারাখি দর্শন তাত কেমনে হয় কপাটরো মন তাত বিনয়  
কোরে কখনানন মে কো মন

১১১

দেপ রোমে পরমে পরমে পরমে দেপ রোমে চিনেনেনা ।  
মাগার পরমে রো-ওন নোহার কাছে শেলোহানা ॥ পরম মান  
স্বকম্ম গোমাই দেপ রোমে তুলনা নাই পরমীবে জেজোন তাই  
খাচিবে এটার কপাট ॥ দাখিরেতে পরকে রুমন বৈয়ামে আপ-  
ন বরোম মুগরোষে দ্যাবিরে মন তুল্মি মতো পরমনা ॥ ব্রেনের  
ঈ দনদ কানো দেপ রোমে গোবর যেনো নানমবলে মনরোমে  
দ্যাবিরে সেই মননা ॥



১২০

সম্রাট-গোলে রে ওমন প্রাচীন হুরিয়া । দিম্বীকিতি তিব্বের প্রাচীন  
কেনে কহুনা ॥ হানোনা মন আলোবিলে মিনআ কেনা কন  
সুতানে কিয় তাহো বাদান দিনে শুকন প্রাচীন ॥  
অসম্রাট-কিসী করে মিছা মিছি খেলে ধরে নাহু হাদিয়  
বিদেব কোরে কনো বিনে ॥ আখা বখা-খুশি মা-হয় প্রা-  
দোশ-সেই-দিনে দোয়-নানন বকো বোমরা ডলেকরনা ॥

১২১

বীরে কারে তেমনে রে একে ॥ বিদ্যি বিদ্যি হুর-আদি পুর-পুর  
তাদের মেদুম-হয়-সদন ॥ বোনবো-কিসে কুনের ওন  
বিদ্যার গুটি যমে-মিমা দিও না রে হুর-হাবে বান মনাবীর সেত-  
তো-অবির-কুমে আদে-বীরা-দোর শুধাতুম ॥ নিনোনিত  
পাখি আতো-মেদুনে-আদকের-মনবন্ত-অভ্রান্ত-নে মিলে  
মেলে বেদের-আলো দোর-মেদুনের-নাগর-প্রাচীন-নাগে  
কোরে দেউন ॥ কোখা-বেয়হারে-কোখায়-রে তারতান-ওয়-  
গো-পত-কুন-ভেদে-চিরোকাম-মেদেক-মন-ওমে-ওনি-মু-  
খা-মে-কান-নামন-বলে-দেও-মে-নে-দেয়া-ভুম ॥

১১৫

দেখানে দানার দিকির মোহঁ দাকির। দাকির হয় কিকি  
 মার দিকির ॥ আছে কয়মতো দানার করন হেলে হয়  
 তার বিবারন দানা দেয়া দানা দেবদেক দানা দেবদুলা  
 আশির ॥ দানা হয় মুরশী দেব শদেমে মওনারে মাথ  
 অনাদে তাই কৈনে শুনে মুরশী খাতা দাকিরি গও করমালা  
 আশের অকারন হাবদানা খাশো কৈনা ইলেনা হোব  
 শাই কয় নামন তোমার দাকির কৈয় দানাদাকির ॥

১১৬

চাঁদ বনেচাঁদ কান্দে ॥ আমা মওর চাঁদ খাদমতর  
 চাঁদ চাঁদেচাঁদ খোরা ওঁ অওরবে ॥ মোর চাঁদে আম  
 চাঁদোরি আতা কটীচন্দ্র হানিহ মোতা কপে মানিরমন  
 করে আকরমন মুদা মাগো মুদা বারিসনে ॥ মোন  
 কোরি চাঁদ মোদনেরি চাঁদ নাদিয়াথ নৈরুদ মোহি  
 পুরি চাঁদ আরকি আমে চাঁদ মেজার ফেরন চাঁদ আমা  
 র ওঁ আবনা মনে ॥ নখাই ওঁ মনে মোর চাঁদের  
 চাঁদ আমার জানিআছে পরম চাঁদ থাকসে চাঁদের  
 গুন ফেদে কখনামন আমার নাই পায় চাঁদ মোর বিনে ॥





১২৪

বকুলনে টাঁক রেছি বঁচেয়ে। ওসে ডাব বঁগর কুলে-  
 কি আনব মোড়া করেছে। কারন বারির ঘঞ্চে সে কুল-  
 ভেসে কোয় এমন ওমন সেত বরন এক ছেঁয়া কুদন-  
 সে কুলের গরুর ডামে। মন দ্যাগা সে কুলের বতা ডান-  
 হাড়া তার ডায়ে পাতা-এ বতো-এ কৈতম-কথা-কে সেত-  
 ওবে কৈকরে কাছে। তুবে দেয়া দেন দারিয়া ব লে-  
 নে নারির হৃদয়-সে কুল তো-সি মাছ কুল নয়-না নন কয়-  
 দার মূল নাই-দে সে কুলে।

১২৫

দানিমন শ্রমেই প্রাণিকাজে খেলে। শূকস প্রাকৃতি-  
 সত্য ব মেহতে কিসে ম রসিক বলে। মদন দামায়-  
 দিগ্ভাতির প্রমত্ত বলে দগ দানান-ওহি দারে রাসিক মার-  
 ধূকসি দারি শ্রমটাক মাণে। মদন সুরসিক জোনা-  
 শোশায়-মোমে বান দ্যোনা-মে এয়ে নো মদি দানা-  
 দায়না মরে নাতু বিলে। তিন রমে প্রমদে দোহারি-  
 দামদি মোরাসি তারি নানন বলে-বিনয় কারি সেই রমে মম-  
 রসিক খেলে।



১১৩

আমার হয়মারেছে মনের প্রভোমনা আমি কেনবো লোকিনে  
 রাগের কারণে ॥ গভীরিণ্ হৃদয় ভোনে মনবদ্যায়রে  
 ডালেহু এবার দুমবে একমন হলে জাহ সঘন ॥ রসীক  
 ভক্তো বারা মনেমন মিসালো তারা এবার সাসনকরে  
 তিনটী-বীরা পেনো রতোন ॥ কিশে হবে নামানিবধ-  
 মেদবো কবে অমৃতরস ৷ রবেক হেরাৎ মাই কথাবশে-  
 তে নাম হান নানন ॥

১২৭

জো-  
 অবদ মনরে জোয়ার হোনা আদেশে ৷ এবার মানসেরকর  
 হবে কিশে ॥ কোনদিন এষশে কোমের মেলা আদেশে-  
 বে ভবের মেলা মোদিন ৷ মাব দিতে বেষম লেটাখটল  
 শেষে ৷ ঈদন ভেটেন দুটী গতো ভূতি মুকাতির কবোনসেত  
 এবার তাতে বাওনা করায়িত কোমের ধরশে ॥ জগরণে-  
 পরষ হাবি দে করন জার কবে কানবি দরবেষ হেরাৎ মাই  
 কয় নানন রানি কোবেশে ॥



১২৬--

এবার কেতোর ঘানেক দিলীনেতারো ঘমাকু ঘনজনম  
 আর কি হবে ঘমাকি ঘনজনম আর হবে ॥ মেবের দুলাভো  
 এবার ঘানম জনম গোয়ার এমমো জনঘের আচার কলীকিরে  
 নিম্মাশের নাহিরে বিশ্বাস ঘনকেতে কোরবে নৈরাশ  
 এবার মনেরবে মনেরো আশ বোলমর কারে ॥ এমম  
 মাশ আশে বদায় ছাকরোরে এমমদীহয় দরবে ম  
 হেরাকু মাই কতাইবার বাবকির মাননেরে ॥

১২৭

হিচ্চি-বিনে তেজো-ভাৱে সেইবটো মো সাদ্ভানু রাণি,  
 মেঘের জনবে ছাড়াফু জনম অন্নজন করো এহন তপ্তা  
 হিচ্চি-ভক্ত জনে একাত্তো কোট মনে হিচ্চির নাপী ॥  
 মরগেরো শুকনাহিলাহমে-মিস্তিনালায় শাকুদে  
 ওতার ভাবে বদায় মলো-কিবা মিসেই হিচ্চি-সুখের  
 শুকি ॥ হিচ্চি-যেমো ছারো মনে তার বিকম মেইতাদান  
 ওবিন নানন বনে গোয়ার মুকমুরবস কারবার মনাবি  
 বাপী ॥







ভবের পর ওরূপে নয়-সত্য নন্দনানা না দরবেশের  
 দেন দরিয়া অখ্যাত অকান অবার মোহিতানেভাউ ভাউ  
 দরবেশ আবিষ্ট দেশে নামন কয় তার ঠকম রিদ  
 কোমলা গ

১৩৫

এক অকান মানুষ কিরচে মোর ওয়ে দিতে হয়। ওর  
 চিত্তে হয় তারে যেতে হয়। আরও তের বেনা দাতো দাননা  
 আ আরও তের দাননা দাতো দাতো দাতো দাতো দাতো  
 মুদহাতা এক দাননা দাতো দাতো দাতো দাতো দাতো  
 দিতানি গুরুদীক বুল বুল সেহনের মই আয় গ শুভে  
 দি এক মানসের অবার ওয়ে নেপের জের মিরের দবার  
 নানন বলে যেহনে দাতো অরদীদ বীচ দানাদায়







১৩৫

এবার কি মা দনে সমন দানাদায়- বীষা বধু বেদের ময়-  
 সমনের ও বিকার তাহা- দান কে তো তপস করি মুক্তি  
 কেন মোত না রে সেকন-দুরানে তা রে ধুরিতে ঐক্যে  
 হয়- নিবন্ধন মুক্তি সে সেদ সে তো নয় হবে পশুর-  
 যতো আদন করে এমন খাণ্ড- কিন্তু কে আদ কোলায়-  
 গতে যো-শোন যানে পত- ভুলে য দবন্ধন যাব রে-  
 নামন বলে কেনে ধরে- নেও ওক ওয়ায়া- ॥

১৩৬

কোন রাণে- সে যান আছে- এয়ারনের বীণ- মন্দের  
 দ্বন্দ্ব-সুদা-হোণ-বীণা-দান- ॥ আদক-সিন্দী-প্রবর্ত-  
 ও-তিন-রান-ধরে- ওয়া-তিন-রান-ও-তিন-দাতা-রান-  
 নিবন্ধন-কেনে-হয়-আবিন- ॥ যেনান-মাত-বিশেষ-  
 খেনা-বীষা-বীষে-ধেনা-দ-যমে-হোণ-বারি-শোনা-  
 হোণেশ্বর-অজান- ॥ হেরা-প্রাই-ও-দে-নো-নান-  
 বন-দে-বান-মোন-বদ-মুর-হবে-মোণ-দন-  
 না-জেনে-মন-বান- ॥

۲۹۹

[illegible]





১৩৮-

প্রাণি কার খাচ্- কেবা ভোমার এসু মায়ে । যিহে মা-  
 য়া- মাঝে মন কিকরো রে ॥ এতো পিরতি দণ্ডো কস্তা-  
 ক্তদ শেনে সেও মাঝা-দেয়- সঙ্গেতে সব দানিতে-ই-  
 তার নথ রে ॥ মো-মাথ- প্রকানি সকা- আমমা-কে-  
 না-দেয়- দেখা- কার মা-মে- মে-তো-গো- একা-কার-দু-গে-  
 আশী-হু-ম-ই-আগ-মার- কামে-নো- আ-মার-ই-হে-দ-  
 মাই-ক-নান-ন-তো-মা-ক-ন-ন-হা-ই-রে ॥

১৩৯

লেখানে-সাই-ব-ব-ম-আনা- ॥ মনিনে-প্রাণ-দু-গে-ও-দে-মে-  
 বন-অ-ক-না- ॥ বা-হু-ই-নে-মা-মে-মারি-এ-ক-তে-তাই-তে-তারি-  
 হু-দে-তো-বু-দিত-নারি-কি-কারি-তার-মাই-তে-কেনা- ॥ আ-শু-ও-  
 হে-দে-মে-হে-দি-ব-ব-আ-বি-মে-ই-হো-ও-হে-হু-ও-ক-ক-ক-ক-ক-  
 মে-ও-হে-আ-বার-ম-নে-র-ঘো-র-গে-লো-না- ॥ দে-বো-নে-র-ই-ও-ম-  
 গ-তি-প্রাণ-ব-সে-বো-নে-র-ই-ন-ক-ক-ক-এ-ক-ক-ক-ক-ক-  
 নান-ন-দে-মে-ও-নে-ও-ন-হ-লো-না- ॥



১৪০

কপের ধরে অচল কপ বেহরে দেবে দেখনা তোরা ॥  
 কনিম্বিনি জিনি কপে তো বাখানি দুই কপে আদে তোই  
 কপ হন কপা ॥ দে কোন ও বুঝা গী হয় কপে দেশে  
 কপ কপের তানা খুলে এক কপ দে খণ্ড পাখ্য কপে  
 রি কপ বিবি কপ নিতি নিতির ঠক কপ বেহরা ॥  
 ওমে অচল কপ মাই ভেবে দেখে মাই সে কপে তো কপ  
 নিতি নিতি মাই দে কোন শঙ্ক কপে বিলি কপে প্রবে  
 মোকি কপে অচল কপ কপ বাবা ॥ আদে কপের দর কপ  
 দি কপ মহা কপ কপ তানা হোতান তার হাতে মহা কপ  
 দে কোন কপ কপে কপে তানা হোতান সালে ওকি  
 কপে অচল কপে কপে ॥



১৪১

সস্তো রশ্মিক বিনে ফেবাতারে ছেনে দারো মায় অধরা,  
 মাগু মাগলি বুলে শেবকশে মনে বশে বেতো বিপুল কপ--  
 নেহারি ॥ করে গন্ধস্ত-স্থানি গন্ধকপ বাস্মাখি যোশীক-  
 বশে মেস্তো নিলেকগ গানি বেদাবিদ্ধি কার নিলেক-  
 মাই প্রচার নিস্তম্ভ সহরে মাখি মেরা ॥ বনে সস্তো-  
 গাতিয় মস্তো সস্তো কপ-বাস্মাখি মেরো মনো ৪য়  
 তাত্তে রতো, রোমি ফেরো মনো রমেতে মনো কপ রমো-  
 হাবিথি মেলতে তারা-দেখোন ক্রমস্থানি হয় মেস্তো-  
 ক্রমায় ক্রম-নাদে মনো ক্রম-সার করে রিদিয়, মনো-  
 বাস্মাখি মনো কপ দেখে মনো মনো বনে রাসিকাদিষ্ট-

১৪২

যাম শের করোন সোফিরে স্বাধারন বানে রশীককারা,  
 টনে-জিব বিবালি-আটল ইমর রানি সেওরান-নেপে-  
 বৈদিশ-রাগে-রো-কা-রা ॥ যদি-হুনের সঙ্গী-ধরে,-  
 বিদু-পতে-সোরে আরাকি রশী-চেয়ে-হাতে-পাথ-  
 ওরে, নিরোমিরে মিশায়-শেষতে-দুর্দ-সং-নামি-  
 নে-হিন-এক বিকল-পারা ॥ হুনে-বান-মেস-না-  
 বিশির ঠপকি-অবো-পতে-নামি-শেষ-মানা-  
 সফ-বানের-হিনে-এক-সং-ফাটনে-ওবে-হবে-মান-  
 শের করোন-পারা ॥ তমে-রশীকো-সাকরে-মেস-না-  
 হু-বা-করে-হু-সং-করন-মেস-সেরা-দারে, বির-  
 হু-বিশ্বাসে-মেলে-মে-মানুষ-ও-বিন-নানন-সক-  
 দাকির-হু-ফা-মে-বাব-পারা ॥





১৪৩

খেলচে মানুষ নিরেখিরে । আপন হৃদয় বোঝো-  
 মন আমার কেনে হেতু বেড়াও কোনের ঘোরে ॥  
 স্নানদেশে মেঘের চাঁদায় নিরদ বিদ্যুৎ বারমণ্ডায়-  
 তাজে ফোনচে কল রূপি রূপায় আনন্দ দেহরতি  
 কল-আবের ঘুরে ॥ নিরনাদি পোড়িরে আকাশে  
 কল-আব কল-আব ভবনে কল-আব দেখা দাও-  
 ওশে নিরভাসে পোড়ি কল-আব কাশে বন-  
 আমার নীতন কোরে হৃদয়াকা নাহি সেরা বৈকি  
 মায়-বীরা দেহে মায়-বীরা মায়-বীরা দিগন্ত  
 নানন-বীরা মায়-বীরা দেহে মায়-বীরা ॥



ۛۛۛ

[illegible]

١٩٢

۷۸۴

শুভম্ভে-করো-কাকিরি-মুখ-এবার-শেনে-আর-হবেনা-পড়া-  
 য়ার-ওরে ॥ ওপ্পীকে-হে-ভলৈ-ঢাকা-শুভাভিনী-গরন-মায়া  
 মেমন-দঙে-দানে-দেমা-বিভিহ-কোরে ॥ বিদ্যা-মুত-আছে-  
 মিনন-দেঙে-হয়-ভার-কিপ-মাখন-দেখো-মন-গরন-ভাষন-  
 করোনা-হায়ে ॥ এবার-কষ্ট-আমা-কাওয়া-নিরাপন-কি-  
 বেকনে-তারা-নাখন-বনে-কৈ-দেয়-মেঙা-ভবো-মা-দারো ॥



১৪৩

না.রা. নিরহেস্ত মাঝি কীর্তি । দাঁড় রে খেতে বরা মৃত -  
 নাইনে দেশেতে ॥ নিরহেস্ত মাদকোদারা তাদের মাদনমা-  
 টি বরান মারা-এসমা কোটি-তারা-ছলেতে পড়ে ॥ মুক্তি  
 মদ ভোজ্য-মদায়-ভক্তি মদ রেখো রিদিয় শুদ্ধ প্রেরের হস্ত  
 ঈদায়-মাইরামি-দ্যতে ॥ শুদ্ধ মাদন করোও বে-বর  
 গেলে আরাকি হবে নাননবলে পদ-বিস্তাবে লক্ষ্য-নতি ॥

১৪৩

১৪১

মবায়াক্তার ময়নেতে পায় ॥ ওগো দেসার্বন ভনোন কোর-  
 মাদ কে ওগন হয় ॥ ওগো মেঘেরি বোরমোর চাতোক  
 তাবে কান রে আমায় বন-ওতার একো বিদু মরফীনে মরন-  
 হোনা-মুগে-দায় ॥ দোশে স্বারির মর্মে দোশ কোরে মায়া-  
 মই কোশ-মেই-ছেড়ে পা-রে ওমে তিনা দিনের তিন ময়  
 কেনে একা দিনেতে মেদে নয় ॥ বিনে কলে হয় চরা মৃত -  
 বাখাইলে দায়-করা-মৃত-ওধন নাননবলে দোতন শুকন-  
 মর্দ-বিলে দোশি-দেয় ॥

১৪৬==

গোবর কিআর-আনিসে গদিয়ায়-। এতোজিবেবো-  
 সস্তা বোনয়-। আনকা বিচার আনকা আদার দেশে-  
 শুনে নাগেওয়-। বীষাবীষ-বানিতে কিহুয়া-নাহতাতে-  
 থেমের শুভা নাথ-হেতের বোন-রেকনেনা মেলা কলে-  
 একা কারিয়-। শুদ্ধ অশুদ্ধ নাহকো-। মাদকার মেথ-  
 এগবার টান-করেন মাদায়-। আমার আমাদরে-। মাদকট  
 কিলেনা-। হোথ-যুগায়-। ধ্বান-। দিনো-। দাবিরশ্রাষ-  
 তারে-। গোমাই-। মাদ-। মাদ-। কথ-। গঠর-। রায়-। আর-। নামনবল-  
 মায়ন-। কসে-। কামাগ-। কে-। বেরাণ-। দেয়-।





১৪০

মেমা ধোম-কোরে কেলেয়ায় কমরুজামিন । দাদি দানাবি  
 মেদনের কথা-হুতুরার দাসী-৷ শ্রীলিঙ্গ শ্রীমদী-  
 আর বসু-মোকে মাস্তীত কর আছে হোনিঙ্গ ব্রুমায়ে  
 মের করো-একাসী-৷ যারে মদ্য না হো-এ-মাম-  
 রসীকের উয়ী করাম এমে জাকিসনে ডানে থানি মিরদ-  
 মসী-৷ কারন শুভুদুর যারে মদ্য মায়-অবির-টাইরে  
 ওবিন-নানন বনে-নৈনে-মদ্য মার-কোর-একাসী-৷  
 ১৪০

মেকথা কিকিয়ার কাম হানিতে হয়-আবাহেনে ৷ আমা  
 বসু-মুই মসী-মুই মসী-আম-আম-বসু-৷ আম-বসু-মুই মসী-  
 কোণ-আম-ব-মসী-মসী-মসী-মসী-মসী-মসী-মসী-  
 গতি-মসী-আম-মসী-মসী-৷ রাসী-মসী-বসু-বসু-মসী-  
 আম-মসী-একদিন দেমা-মসী-মসী-মসী-মসী-মসী-  
 মসী-মসী-মসী-মসী-৷ দেবাকার-নেশাকার-মদ্য-মসী-  
 আম-মসী-মসী-মসী-মসী-মসী-মসী-মসী-  
 মসী-মসী-মসী-মসী-মসী-মসী-মসী-মসী-  
 মসী-মসী-মসী-মসী-মসী-মসী-মসী-মসী-



১৫১

সেখর দোয় নাহো নো কেমা বেনে অধীর দাদুর বারায়  
 হোন আনে ॥ তাদীতে পাতিব আশন কনের তত্তারিতি  
 এমন বেদে কি তার পাথ অশ্রম রাসের পত্তনে ॥  
 ঘর হেঁচে হো হেঁচে বামা এসতে তার হাড়া আশা  
 না কেনে তার সেদ মোনো মা কথাকি যেনে ॥ কনে  
 ধমন দাদ দেয়া দায় বরতে গেলে মোর কেমাথ নামন  
 ওম্মী মাদন দারায় পলো গাথ মানে

১৫২

বিসম্বতো আদ্রে গাথি দোকা ॥ কেবামোনে কেবা বাদ্য  
 কাথনা দিবের দেন বোকা ॥ বিকার কার সাঙো হোলো  
 রিদি কোমন তার সদায় আলো কথায় মদু ওম্মায় ভালো  
 আবম্মাশে পাথ দেমা ॥ ঘাথর ধমন সিত্তি খেলে দুদু মাথ  
 তার দুদু মেনে সেথ হাশাতে কোকণাগিলে রঙ দেমো  
 পাথ জোকা ॥ যেনে ওমাশন দেহের নিম্নয় সবথবরেনর  
 সেথ্য নানন তোমার মুকুরননম্ম ঘন বোকা ॥



১৫৩  
 মে করন সিদ্ধি করা মায়া প্রেক্ষিত্য। নরন হৈতে সুখানিত্য  
 আশ্রয়ে শান দায়। মনের কাছে বাচায় বেদী অবরাজ্য  
 রোঙ্গা রসিক হৃদি হয় সে যোঙ্গা জাহ্নবিরে মায়া। বিন্ধ্যভাতি  
 বু-ওনামি কিনে তাই কিমানে কপের কালে শেখন তার তনাই  
 কেনে মণ্ডোকে ভুয়ায়। একাঙা দেহের রাণী দেহের রা  
 ওয় তোর নাগন কয় সে রসিক ছাড়া আমার কারুণ্য।

১৫৪  
 শুদ্ধ যেম রাগে সঙ্গ করে আমার ঘন। মোহে পাচা পান  
 দিওনা বেহাও চন্দন। বেতারিণ মদন দানা ওহি যুদ্ধে কোরো  
 মেলা তৈয় নেহার চন্দনা যেমের যাই ফল। একটা মাপে  
 র দুটী দানি দোমুখে কামড়ানে তিন। যেমবানে বিবেকে  
 তার মোনে দেওরন। মহারশ মাদিত কোমনে যেমাদিঙ্গা  
 রে নেওরে মূলে জাঙো সামান মেইরন কানে কলকির  
 বাগন।



১৫৫

কারণেনে শুদ্ধ প্রহু শেষ প্রাদনা। শেষ প্রাদিত্তি কপরে  
ওলে কামনা দিত্তি কান ॥ শেষ রতন বোন পাভার আশে  
যিশী নের ঘাট বেদনা মকনে কামনা দিত্তি এক বী ক্রাণে  
কাথ বা দোহ হা দন ॥ বোঝা গো কিলে শেষের কথা  
কাম হইল শেষের নতা কাম হাড়া শেষের কথা নাইরে  
আময়ন ॥ পরম শুক শেষ প্রাদিত্তি কাম শুক হইয়া মিন  
পাতি কাম হাড়া শেষ প্রাদিত্তি কাম হাড়া হইয়া বোনানন ॥

১৫৬

দেহোন প্রাদিত্তি কাম হাড়া ॥ বেমুদিত্তি বেতামিব সোতা  
কিরদে প্রদাত্তি বেদ হাড়া ॥ গোষ্ঠো নুরে হইয়া তারো  
শীতন গোষ্ঠো ভাবে কোরদে কোরদে কোরদে নুরে  
নুরে নাবিযো নো নের প্রাদিত্তি দেহ হাড়া ॥ পিরের গির  
ও দস্তো গির হইয়া মুরশী দেহ ও মুরশী দবনা কাথ দিত্তি পায়ে  
তারে কাতি প্রায়মে পতের দাড়া ॥ কেবনে মেমুন বীরের  
মুন মুরশী দাবনে দেন বে কে তার মে প্রাদিত্তি কাম হাড়া  
দোনা দেনে কাক প্রাদিত্তি তার বেদ হাড়া ॥



১৫৭  
 বীরোরে অবারিতাদে রে অবিরে অবারিতাদি-; স্মিতোদ-  
 মৈথনের বীরা বীরোরে বোশীকনা গোরা দে রম্যেতে  
 অবার বীরা-দেখরে মুছেতোন হয়ে-। অরশীকের  
 ভোমে ভূমে-মাদ্রিশনে দবনীদিরুনে- কারন বারির  
 মবেশনে-হুচেছেফুল আদিনদনে-চাঁদচকোরা তাহেমে  
 স্নেহবানে প্রকাশিত-। নিতো-নিতো-মেতো  
 নিমে বানে দেওনা কো-মুসিশেতে মহাশয়-মাতত-  
 পুষ-বীরোয়ায় ভেবেবুকে দেখমর রাঘ-মেদেশেত্তোর  
 কাকি দে-। মদ্রবানের হিনে কেটে প্রেমদাজা  
 স্বদপের হাচে-দেহরাজ-মাত-বনেরে নামন বৌদিশ-  
 বানে কোরিসনে-রোন-বানহারাত-মেদ্রবিতামন-  
 রোন মোনাতে-মুবাতি মে-।

পাঠ্য



১২৫৬  
পাবে সাধারি কতরে দেখা-। দার বেদে নাইকস রেখা-।  
নিজাকারা ক্রম হুমে সদায় থাকে আদি দেশে দোষ  
নাই কো-তারো পাশে-সে কেরে একাধকা-। সববনে  
গরায়ি-কায়োনা হুমে দিচ্চী-বরাতে-করিনো দিচ্চী-  
তাই নত-নেমা কোকা-। কিস্কীও বনে মহাদেব সে  
তুম্না কিতার হুমে নানব বনেতব-। হুমে তবোকা  
সকল কোকা-।

১২৫৭  
আমার ঘনের গানুশের মন-। মিরন হুমে কতো দিনে-।  
তোতো কো-অম অমোহিনাশি দেয়ে জাহি কানো-সাগি  
হুমে-মোনে-দেহদাস তাই হুমা-কপালতনে-। মেথের-  
বিদ্র-মেথে-কখন-ককানে-নামায় অমমন-কানারে হারা-  
মেমতমন ও কপ-যেরি-অসনে-। কখন-ককপ-সরন-হুমে-আজনা  
মোকন-ককর-ভয়-তাবিন-নামবনে-সদায়-এমকেরে সেই-  
হানে-।



১১৩০

কৈর সনো ভোর দিকি রেতে ৷ দেখা মাঝাকি কিকি  
 কাঁকার ডুব মানি সেই ঘাটেতে ৷ কিকি হিনো অক  
 নালাতি অকির বরো দিতাম খোঁচি নাঙানি খোঁচা  
 দোয়াতি তাই দেখে রে কোচি পেতে ৷ না কেনে কিকি  
 আদা ৷ মিরেতে গাড়া নেম দ্যা মাঝনো ভাদি বৃত্তো  
 খোঁচা ৷ ভদ্র মানন সব লোকে ৷ কিকি কিকি  
 করা হইতে দেখে ঘরা ৷ নানন কিকি নেচী বড়া আদা  
 কলোনা কোনমতে ৷

১১৩১

আমার বনের বৃক্ষ কিসে বোঝা তোমা আমার ছন্দা কু আদার  
 মিরোনা কখন রাহুত মনে ৷ কখন বনে আসে না সে সবায় তাই দেখে  
 বন আসে কে দেখে মন লোকা কে দেখে ৷ দেখা মাতে আমার ভবে আমা  
 হু মো আমার ভাবে কখন কুরাইন ৷ গবে মনো কিসে হিনো খোঁচা মনে  
 কল নালা কিসে আমার হবের মনে ৷ আমি শুনে আন দিয়া হও  
 গাথবে কুত আমার হু মো তুমি সকল কুমিত্ত ৷ কারে বোঝা ও মদকমা  
 জেহা বে বেখা মন আসে মন দুই হতে ৷ ওত বা বেখা বৃত্ত বলা  
 বনে কুমিলে বেদে মারি মো আমারে কেনে নানন কিকি মদায়  
 দিছে ওর দোহা আমার মন আসে মন দেমে ৷















